বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর
স্মৃতির উদ্দেশে

সম্পাদনা প্রসঙ্গে

'তিনভুবনের কবিতা' দ্বিতীয়বার পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হলো যদিও সংকলনের চরিত্রগত বা গুণগত কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। বাংলা কবিতার পাঠককে বিশ্বকবিতার বিচিত্র সম্ভারের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেবার একটা মোটামুটি প্রচেষ্টা আমরা করেছি। এই সূত্রেই বিভিন্ন দেশের নানা ভাষার কবিদের রচনার অনুবাদ এই গ্রন্থে উপস্থিত করা হয়েছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে এমন এক সময়ে, যখন বিদেশী কবিতার পঠন-পাঠন ও অনুবাদ চর্চায় বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বেশ কিছুদিন আগে 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত' নামে শ্রীযুক্ত শঙ্খ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সম্পাদনায় এই ধরনের একটা প্রয়াস হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য, স্মরণীয় সেই গ্রন্থটি এখন আর পাওয়া যায়না। আমরা ঐ গ্রন্থটির কাছে অনেকাংশে ঋণী এবং ঐ গ্রন্থটিকে দিগ্‌দিশারী বলে মনে করি।

যে কোন সংকলন করার সময় সাধারণভাবে সংকলনকারীদের, সংকলকদের পছন্দ ও অপছন্দই শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায়। এটা অনেকসময় পীড়াদায়ক ব্যাপারও হয়ে ওঠে। 'ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ' এটা মনে রেখেই আমরা কবিতা চয়নে অগ্রসর হয়েছি।

পৃথিবীর বিভিন্ন কোণের, বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতা যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে। কিছু কিছু দেশ ও ভাষাগোষ্ঠীর কবিতা—আমরা চেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে পারিনি। কবিতার দুষ্প্রাপ্যতা ও অনুবাদের স্বল্পতাই এর কারণ।

কবিতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা দুটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়েছি। প্রথমত মানুষের পতন, স্খলন—পচনশীল মূল্যবোধ ও অবক্ষয়ের দ্যোতক কোন কবিতা আমরা গ্রহণ করিনি। যা মানুষের পক্ষে শুভ, যা আনন্দ আশা, সদর্থক চেতনা ও বোধে নিষিক্ত, যে কবিতা অপ্রেমের প্রস্তর ও অরণ্য ডিঙিয়ে অমল মনুষ্যত্বের অমোঘ সূর্যোদয়ের স্বপ্ন দেখায়, সে ধরনের কবিতা নির্বাচন করার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয়ত কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছি সাম্প্রতিকতার ওপর। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ কবিতা এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ও আরো পরবর্তী-কালের, অর্থাৎ একেবারে সমসাময়িক। যদিও এ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও গত শতাব্দীর শেষের দিকের কিছু কবিতাও স্থান পেয়েছে। আর, বিভিন্ন দেশের অসংখ্য কবির মধ্যে বাছাই করতে গিয়ে বেশ কয়েকজন প্রবীণ গুরুত্বপূর্ণ কবিকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করিনি। কারণ, তাঁদের কবিতার সঙ্গে বাংলা কবিতার পাঠক খানিকটা পরিচিত। এদেশে স্বল্প পরিচিত ও একেবারে অপরিচিত কবির সাম্প্রতিক কবিতা বেশী সংখ্যায় উপস্থিত করতে পারাই আমাদের লক্ষ্য। তাছাড়া গ্রন্থের আয়তনের দিকটাও বিবেচনা করতে হয়েছে।

পৃথিবীর বেশ কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কবিতা লিখেছেন। এইসব কবিতার অন্য এক ধরনের আবেদন আছে। উৎসুক পাঠকের জন্য তাঁদের কিছু কবিতা আমরা গ্রন্থের প্রথমাংশে উপস্থিত করেছি।

অনুবাদ সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। কোন অনুবাদই মূল-রচনার অনুরূপ স্বাদ পাঠককে দিতে পারেনা। তবু আমরা মনে করি, সার্থক অনুবাদ কবির বিশেষ ভঙ্গী, শৈলী, ব্যক্তিত্ব, আবেগ, ভাষারীতি ইত্যাদি সম্পর্কে পাঠককে কিছুটা ধারণা দিতে পারে। আমরা এই সংকলনে অনুবাদের দিগন্ত প্রসারিত করতে চেয়েছি। দুই বাংলার খ্যাতিমান অনুবাদকদের সঙ্গে স্বল্পখ্যাত ও নতুনদের হাজির করতে পেরেছি। এ'দের হাতে অনুবাদের নানা বিচিত্র ধারার সম্মিলন ঘটেছে। অধিকাংশ কবিতাই ইংরাজী অনুবাদ থেকে বাংলায় রূপান্তর করা হয়েছে। কেউ কেউ অবশ্য সরাসরি মূল ভাষা থেকেই অনুবাদ করেছেন।

আর একটি কথা। সারা পৃথিবীর কবিতার কোন মোটামুটি নির্ভরযোগ্য সংকলন, তা যত বড়োই হোক না কেন, এক খণ্ডে সম্পন্ন করা অসম্ভব। অথচ কাজটা জরুরী ও প্রয়োজনীয়। আমরা শুরু করলাম মাত্র। যোগ্যতর ব্যক্তিরা একাজে এগিয়ে এলে কাজটা আরো বিশদ ও উন্নতমানের হবে ভরসা রাখি।

সবশেষে ধন্যবাদ দেওয়া ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রাচীন প্রথা রয়েছে। আমাদের যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা সাগ্রহে ও সানন্দে করেছেন বলেই ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের ছোট করার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছিনা। এই প্রসঙ্গে জানাই, যে সব অনুবাদকের রচনা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে নিতে হয়েছে তাঁদের সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে অনুমতি নেওয়া সম্ভব হয়নি। অবশ্য এজন্যে আমরা নিজেদের খুব বেশী অপরাধী মনে করিনা। কেননা, তাঁরাও বাংলা কবিতার দিগন্তকে প্রসারিত করেছেন আর আমরাও একই কর্মে ব্রতী। যেহেতু আমাদের এই প্রয়াস বাণিজ্যিক নয়, আশা করব, সংশ্লিষ্ট-সকলেই সানন্দে এই প্রচেষ্টাকে অনুমোদন করবেন।

উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়
সাগর চক্রবর্তী

সূচীপত্র

এসো শুভ ঊষা ১৭ এসো ঊষা ১৭

॥ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ॥ ইউজিন পঁতিয়ের : শ্রমিক ইণ্টারন্যাশনাল ১৮, কার্ল-মার্কস ১৯, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস ২০, লেনিন ২২, যোসেফ স্তালিন ২৩, হো চি মিন ২৩, মাও সে তুং ২৪, চৌ এন লাই ২৫, চে গেভারা ২৭, এথেল রোজেন বার্গ ২৮, প্যাট্রিস লুমুম্বা ২৯, জয়প্রকাশ নারায়ণ ৩২, জুলিয়াস ফুচিক ২৮৩, রোজালুকসেমবার্গ ২৮৪, বেঞ্জামিন মোলাইস ২৮৪

রাশিয়া : মিহাইল লেরমেনতফ ৩৩, আলক্সি তলস্তয় ৩৩, ম্যাকসিম্ গর্কি ৩৪, আলেকজান্দার ব্লক ৩৬, আনা আখমাতোভা ৩৭, সর্গেই এসেনিন ৩৮, এফগেনি এফতুশেংকো ৩৯, রসুল গামজাটভ ৩৯, বরিস পাস্টেরনাক ৪০, মায়াকভস্কি ৪১ ইলিয়া এরেনবুর্গ ২৯৪ নিকোলাই নেক্রাসভ ২৯৬,

আমেরিকা : ওয়াল্ট হুইটম্যান ৪৫, এমিলি ডিকিনসন ৪৬, এজরা পাউণ্ড ৪৬, রবার্ট ফ্রষ্ট ৪৭, কার্ল স্যাণ্ডারগ ৪৭, ওয়েলসা স্টিভেনসন ৪৮, চার্লস এল এণ্ডারসন ৪৯, সিলভিয়া প্লাথ ৫০, হার্ট ক্রেন ৫০, ল্যাংস্টন হিউজেস ৫১, মার্গারেট ওয়েকার ৫২, ভ্যানেসা হাওয়ার্ড ৫৩

চিলি : পাব্লো নেরুদা ৫৪, এনরিক লিহন্ ৫৫, নিকানোর পাররা ৫৬ গ্যাব্রিয়েল মিস্ত্রাল ৫৭

কিউবা : নিকোলাস গ্যিয়েন ৫৮, ফাইয়াদ হামিদ ৫৯

উরুগুয়ে : এমিলিও ফ্রগোনি ৬২, এমিলো ওরিবি ৬২

বলিভিয়া : রিকার্দে জেইম্স ফ্রেইরে ৬৩

আর্জেন্টিনা : এনরিথ বানশ্ ৬৪

পেরু : আনতোনিও সিসনেরোস ৬৫

নিকারাগুয়া : এর্নেস্তো কারদেনাল ৬৬, রুবেন দারিও ৮০

চেকোশ্লাভাকিয়া : মিরোস্লাভ হোলুব ৬৭, জোসেফ হনুজজলিক ১১২

মেক্সিকো : লিও ফেলিপ ক্যামিনো ৬৮, রোজারিও কাস্টেল্লিনোস ৬৮

ব্রাজিল : জি. সি. ডি. মেলো নেটো ৭০, মুরিলো মেদেস্ ৭০, কার্লোস ড্রামণ্ড উইলিয়মস ৭১, আলফনসাস ডি গুইমারায়েনস্ ৭২

ভেনিজুয়েলা : আন্দ্রেই এলয় ব্রাঙ্কো ৭৩

কলম্বিয়া : জোস অ্যাসুনসান সিলভা ৭৪, আলভারো ম্যুটিস ৭৫

গুয়াতেমালা : অতো রেনে কাস্তিইয়ো ৭৬

হাইতি : পল লারাক ৭৭

সেণ্ট ভিনসেণ্ট : এলজওয়ার্থ ম্যাক জি কিয়েন ৭৮

পুয়ের্তোরিকো ঃ লুইস লরেন্স টোরেস ৭৯
গ্রেট ব্রিটেন ঃ উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস ৮১, ডি এইচ লরেন্স ৮১ আর্নেষ্ট জোন্স ৮৩, উইনিফ্রেড হোলট্বি ৮৩, ক্রিস্টোফার লজ ৮৪, উইলফ্রেড ওয়েন ৮৫ ইয়ান ক্যাম্পবেল ২৯৬
স্কটল্যাণ্ড ঃ হিউজ ম্যাক্‌ডায়ারমিড ৮৬, উইলিয়াম স্যাটার ৮৭
অস্ট্রিয়া ঃ এরিখ ফ্রেইড্ ৮৮
ইতালি ঃ জোভানি পাস্কোলি ৮৯, উজিনো মনতালে ৮৯, সালভাতোরে কোয়াসিমোদো ৯১, ইয়েহুদা এ্যামেচেই ৯২, গ্যুসেপি আনগেরাটি ৯৩, জোসুরে কাদুর্চি ৯৩
ফরাসি ঃ বদল্যার ৯৪, আর্তুর র‍্যাবো ৯৫, সাঁ জাঁ প্যার্স ৯৫, লুই আরাগঁ ৯৫, পল এলুয়ার ৯৭, পল ভেরলেন ৯৭, গীয়োম অ্যাপোলীনেয়ার ২৮৯, রেনে শার ২৯০, লিওপোল্ড সেদার সেঁগর ২৯১
জার্মানি ঃ যোহান ফোলফ গাংগ ফন গ্যেটে ৯৮, গেয়র্গ ট্রাকল ৯৮, আর্নেষ্ট টলার ৯৯, হাইনৎস ফাহ্‌লাউ ১০০, হ্যান্স ম্যাগনাস এন্‌জেনস্‌বার্গার ১০১, বেরটোল্ট ব্রেখট ১০৩, পিটার হুচেল ১০৮, ফ্রিডরিখ গৎলিব ক্লাস্টফ ১০৯, রাইনের মারিয়া রিলকে ১১০, গুণ্টার গ্রাস ২৮৮
পোল্যাণ্ড ঃ তিমোরেউৎজ্ কারপোভিৎজ ১১১, তাদেবুস্ক, রোজেউৎস ১১২, লিওপোল্ড স্টাফ ১১২, বিগ্‌নু হাবার্ট ১১৩, স্তানিসল গ্রোশোয়েইক ১১৪
নেদারল্যাণ্ড ঃ হেনুরয়েটি রোলাণ্ড হোলস্ট ১১৫
ডেনমার্ক ঃ সেসিল ব্রডকার ১১৬,
সুইডেন ঃ পার লাগারক্‌ভিস্ট ১১৭, ভার্নার ফন হাইডেনস্ট্যাম ১১৭ গুনার এ্কিলফ ১১৮, মারিয়া ওয়াইন ১১৮
নরওয়ে ঃ অ্যাসেট্রিড টোলেফসন ১১৯
ফিনল্যাণ্ড ঃ পেণ্টি সারিকোস্‌কি ১২০, কেটরী ভালা ১২১
ল্যাপল্যাণ্ডের গীতিকবিতা ১২০
যুগোশ্লাভিয়া ঃ ভাস্কো পোপা ১২৩, ডেন জেজ ১২৪, ম্যাটেজবর ২৮৭,
হাঙ্গেরি ঃ মিকলোজ রাদনোতি ১২৫, ফেরেঙ্ক জুহাজ ১২৬, মারগিট জেশি ২৯২, সাঁদর উয়েরস ২৯২
রুমানিয়া ঃ ড্র্যাগস্ ভ্রানসিয়েনু ১২৭ বন করলাসিউ ১২৮
গ্রীস ঃ প্রাচীন কবিতা ১২৯, সি. পি. কাভাফি ১২০, জর্জ সেফেরিস ১৩০, ওডিসিউস ইলাইটিস ১৩১, ক্যাটেরিনা অ্যাঙ্গেহেলাকি রুকি ১৩২
আলবেনিয়া ঃ মিগজেনি ১৩৪
পর্তুগাল ঃ ম্যারিআ টেরেসা হোরটা ১৩৫, সোফিয়া ডি মেলো ব্রেইনার এণ্ড্রেসেন ১৩৬
স্পেন ঃ ফেদরিকো গারথিয়া লোরকা ১৩৭, গ্লোরিয়া ফুয়েৰ্টস ১৩৮, ফার্নেন্দো গোঁডলো সারভেন্টেজ ১৩৮, সেজার ভাইয়েহো ১৩৯

হল্যাণ্ড : ডেভিড এভিডেন ১৪০
গ্রীনল্যাণ্ড : লোকগাথা ১৪২
তুরস্ক : নাজিম হিকমত ১৪৩
ইরান : খোস্রো গোল সরখি ১৪৫, ফরুখ ফারোখজাদ ১৪৬
ইরাক : মারুফ আল রুসাফি ১৪৯
ইজরাইল : নাটান জাচ্ ১৫০
জর্ডন : ফাদওয়া তুকান ১৫১
সুদান : এ. এম. খেয়ির ১৫২
প্যালেস্টাইন : আসাদ আল আসাদ ১৫৩, ওয়ালিদ আলি ১৫৩, রাশা হুসেন ১৫৪, মাহমুদ দারভিস্ ১৫৫
সিরিয়া : সমর আতার ১৫৬
আফগানিস্তান : মহম্মদ শেরগুল খান ১৬০, আদিব পেশোয়ারী ১৬১
লেবানন (ফরাসী) : নাদিয়া টুয়েনি ১৬২
আলজিরিয়া : রাচিদ বে ১৬৩
আল বাহরিন : আলি আবদাল্লা খলিফা ১৬৫
অ্যাঙ্গোলা : ফার্ণাণ্ডো কস্টা ডি আন্দ্রাদা ১৬৭
আফ্রিকা : ডেভিড দিয়াপ ১৬৯, আন্তোনিও জাসিনটো ১৭০, বালেকাকুগো সিটসিলে ১৭১, আগোস্টিনহো নেটো ১৭১, জিঞ্জি মান্দেলা ১৭২, লিওন ডামাশ ১৭৪
কেনিয়া : জোয়েফ কারিউকি ১৭৫
ঘানা : ক্রিস্টিন এমা এটা এ্যাইডো ১৭৬
মিশর : লোক কবিতা ১৭৭
মরক্কো : ম্রিরিদা ন' এঈট এ্যাটিক ১৭৮
মোজাম্বিক : গ্লোরিয়া ডি স্যান্ট অ্যানা ১৭৯
সেনেগাল : বিরাগো ডিয়াপ ১৮০, অ্যানেট্রি এম' বেঈ ১৮০
কেপভার্ডি : ওভিডিও মার্টিনস ১৮১
আপার ভোলটা : রজার নিকিয়েমা ১৮২
নাইজেরিয়া : গ্যাব্রিয়েল ওকারা ১৮৩
আজার বাইজান : জেনিনাল জবরজাদা ২৮৬
মাদাগাস্কার : সি. এ রফর্টাস ফান্দ্রি হামানানা ১৮৫
ক্যামেরুণ : ইমানুয়েল ইপনিয়া ইয়ণ্ডো ১৮৭
নিউজিল্যাণ্ড : ঈরিহ্যাপেটি রঙ্গি-তে-আপাকুরা ১৮৮, এলিজাবেথরিডডেল ১৮৯
নিউক্যাসল : রোলাণ্ড ম্যাক্‌ক্যুয়ো ১৯০
নিউ সাউথ ওয়েলস : জুডিথ রাইট ১৯১
অস্ট্রেলিয়া : হুয়ে ম্যাকরে ১৯২, ম্যাক্‌স্ ডান্‌ন্ ১৯৩, ক্লাইভ টার্নবুল ১৯৪
টরেন্টো, কানাডা : জন কুঈন্‌ন ১৯৫
বার্মা : বার্মার লোক কবিতা ১৯৭ উ থেইন হান ১৯৮

মরিশাস : আনন্দ মল্লু ১৯৯
ফিলিপাইন : আমাদো হারনানদেজ ২০০
ভিয়েতনাম : চু হুঙ কোয়া ২০২, তো হু ২০২, ভিয়েতনামী লোকসঙ্গীত ২০৪
কোরিয়া : য়ি কোয়াঙ সু ২০৫
ইন্দোনেশিয়া : চেইরিল আনোয়ার ২০৬
চীন : লো হেঙ হেসিন ২০৭, তাও হুঙ চি ২০৭, সুশি ২০৮, ছড়া ২০৮ পিউসিন ২০৯, তু সু তি ফান ২০৯, লু-সুন ২১০, জেন চিন ২১০, কুয়ো মো জো ২১০, তুং পি য়ু ২১১, কেং সুয়ো কেং ২১২, লি ইউ ২১৩, হু ঝেং ২১৪, লি চু ২১৬, লু জুয়ান ২১০, নিয়ু হান ২১৭
মঙ্গোলিয়া : ডি, পুরেভডের্জ ২১৯
থাইল্যান্ড : ইকিরি অ্যাঙো ২২০
জাপান : মিকি রোফু ২২১, সম্রাট মেইজি ২২১, ওকামোটা জান ২২২, টারা ইয়ামামোধো ২২২, আমানো টোডেশী ২২৩, মাকাটোউকা ২২৪
ওয়েস্ট ইন্ডীজ : এডওয়ার্ড কামাউ ব্রাফেট ২২৬
শ্রীলংকা : রেজি পেরেরা ২২৮
পাকিস্তান : ফয়েজ আহমদ ফৈজ ২২৯, শারা শাগুফতা ২২৯, মীরগুল খান নাসীর ২৩১, আহম্মদ ফারজ ২৩১, হাসান নাসের ২৮৫
নেপাল : বিধান আচার্য ২৩৪, পদম ছেত্রী ২৩৫, পোষণ পান্তে ২৩৫, বাসুশশী ২৩৬, তীর্থ শ্রেষ্ঠ ২৩৭
তিব্বতের লোক কবিতা : ২৩৯
ভারত : অর্থর্ব বেদ ২৪০, কাশ্মীরি ২৪৬, ফার্সী ২৪৭, পাঞ্জাবী ২৪৮, হিন্দী ২৪৯, গুজরাটি ২৫২, রাজস্থানী ২৫৩, মারাঠি ২৫৫, ওড়িয়া ২৫৫ তামিল ২৫৭, কানাড়ী ২৫৮, কেরল ২৫৯, মালয়ালম ২৬০, তেলেগু ২৬১, সিন্ধ্রি ২৬৩, আসাম ২৬৩, উর্দু ২৬৯
ভারতীয় লোক-ভাষা : মুণ্ডা, কাণ্ডে-মুণ্ডা ২৭০, সাঁওতালি ২৭২, হো ২৭৪, ছত্রিশগড় ২৭৫, চাক্মা ২৭৭, ওঁরাও ২৭৭, নাগপুরী ২৭৮, মণিপুরী ২৭৯

যাঁরা অনুবাদ করেছেন

অচিন চক্রবর্তী   অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়   অঞ্জন কর   অনন্তকুমার দত্ত
অনির্বাণ দত্ত   অভিজিত ঘোষ   অমল চক্রবর্তী   অমিয় চক্রবর্তী   অমিত দাস
অমিতাভ দাশগুপ্ত   অমৃত মিত্র   অরুণ মিত্র   অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
অশোক চট্টোপাধ্যায়   অসিত দাশগুপ্ত   অসীমকৃষ্ণ দত্ত
আবদুস সাত্তার   আবদুল মান্নান শেখ   আলোক সরকার
উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়   কমল সাহা   কমলেশ সেন
কিরণশংকর সেনগুপ্ত   কিংশুক ওসমান
কিশোর ভট্টাচার্য   কেয়া চক্রবর্তী   গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়   ছবি গুপ্তা
জগন্নাথ চক্রবর্তী   জ্যোতিরীশ চক্রবর্তী   তরুণ সেন   তৃপ্তি চক্রবর্তী
নারায়ণ মুখোপাধ্যায়   নাসির সর্দার   নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী   পবিত্র মুখোপাধ্যায়
পার্থ বন্দোপাধ্যায়   পুষ্কর দাশগুপ্ত   পৃথ্বীশ সাহা   প্রশান্ত ভট্টাচার্য
প্রেমেন্দ্র মিত্র   ফকরুজ্জমান চৌধুরী
বিষ্ণু দে   বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়   বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য   ভাস্বতী চক্রবর্তী
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়   মনীশ ঘটক   মণিভূষণ ভট্টাচার্য
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়   মানস রায়চৌধুরী
মালা দত্ত   মিহির আচার্য   মুনির চৌধুরী
মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়   মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়   রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়   রশিদ করিম   রবিরঞ্জন চক্রবর্তী   রাম বসু
শক্তি চট্টোপাধ্যায়   শক্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়   শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়
শংখ ঘোষ   শুভাশিস মৈত্র   সঞ্জয় ভট্টাচার্য   সঞ্জীব কুমার দাশ
সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়   সত্যকাম সেনগুপ্ত   সব্যসাচী দেব   সমর সেন
সমরেন্দ্র চক্রবর্তী   সমীর রায়   সরোজ দত্ত   সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়.
সাগর চক্রবর্তী   সিদ্ধেশ্বর সেন   সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য   সুগত চাকমা
সুজাতা প্রিয়ংবদা   সুধীন্দ্রনাথ দত্ত   সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়   সুনীলবরণ রায়
সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সৌমেন অধিকারী   সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর   সংবর্ত রায়
স্বাধীন দাস   হিমাংশু জানা ॥

অনুবাদকদের নামের আদ্য অক্ষর ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সর্বত্র তা রক্ষা করা যায় নি।

এসো শুভ উষা

এসো শুভ উষা স্বর্গচিত্র
এদিকে এভির শিরে হও রুচি অগ্রসর
উচলের থেকে নিচলে বহুক
উপত্যকার সীমায়, গুহক
গুহাবাসীদের গৃহ-অঙ্গনে অরুণোৎসব নিত্য
নৃত্য করুক অরুণ-নদীর সুন্দর অপ্সর ॥

[ঋক্‌বেদ । প্রথম মণ্ডল । সূক্ত ৪৯]

এসো উষা

নক্ত-জয়িনী আকাশের জল এসো উষা তুমি রঞ্জিত করে কৃষ্ণা
অরুষ-অরুণে ছড়ায়ে পন্থা দাও সান্ত্বনা সন্তানে সৎ তৃষ্ণা
অশ্ববাহিনী গুহাবাসী করো নাশ
গোপন অন্ধকারের দুর্বিলাস
অঙ্গে পরুক তোমার দানের রাশ

দূর হোক দিবা-রাত্রির মহা সঙ্গমে সব শ্যেন-শকুনির হিংসা
রোমশ-গাত্রা শর্বরী সরে থাক নিয়ে তার রঙের চিহ্ন ভিন্ সাম ॥

[ঋক বেদ । সপ্তম মণ্ডল । সূক্ত ৭১]

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ইউজিন পতিয়ের

আন্তর্জাতিক সঙ্গীত

জাগো জাগো জাগো সর্বহারা
অনশন-বন্দী-ক্রীতদাস,
শ্রমিক দিয়াছে আজি সাড়া
উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস ॥

সনাতন জীর্ণ কু-আচার
চূর্ণ করি জাগো জনগণ,
ঘুচাও এ দৈন্য হাহাকার
জীবন মরণ করি পণ ॥

শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড
এসো মোরা মিলি এক সাথ,
গাও ইন্টারন্যাশন্যাল
মিলাবে মানব জাত ॥

মো. ব.

কার্ল মার্কস-এর কবিতা

১. অন্তরে দুর্বহ বোঝা
অন্তর্দৃষ্টি কিন্তু স্বচ্ছ হল
অস্পষ্ট আমার বাসনা
অবশেষে মূর্ত হল তোমাতে।

জীবনের বন্ধুর কণ্টকিত পথে
যা পারি নি আনতে হাতের মুঠোয়
তা এল অযাচিত আমার কাছে
তোমার মদির দৃষ্টিতে।

২. মনের উদ্যমের মতো মহান শক্তিকে,
পৃথিবীর মতো যা অনন্ত
তাকে কী ক'রে রূপ দেবে শুধু শব্দ,
ধোঁয়ার মতো বঙ্কিম রেখায় ভেসে-চলা এই শব্দ?

৩. হৃদয় যা জাপ্‌টে ধরে কঠিন শক্তিতে
ধীরে সুস্থে তার মোকাবিলা পারব না কখনো,
অস্থির অশেষ যাত্রায়
এগিয়ে যেতে হবে দ্বন্দ্বে পথ ক'রে।

যা কিছু অনবদ্য, যা কিছু সুন্দর
আমার জীবনে আনব
ভেদ করব বিজ্ঞানের জগৎ
শিল্প ও সংগীতের রসে হব মুখর।

৪. সাধ্য সীমার পরোয়া না ক'রে চল,
সংঘাত থেকে হটা কখনো নয়
ইচ্ছাশক্তি-বর্জিত স্থবিরের মতো
বেঁচে থাকা কখনো নয়।

যন্ত্রণা আর খাটুনির জোয়ালে
শান্তভাবে কাঁধ গলানো? ধিক!
যা হবার হোক, আমাদের আছে
আশা, আকাঙ্ক্ষা, কর্ম ও প্রয়াস।

স. সে.

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-এর কাব্যনাটক থেকে

কামেলা ॥ কান দিয়ো না মিথ্যেবাদীর কথায়
তোমার লক্ষ্য পিছলে যেন না দেয়
স্বাধীনতার জন্য বদলা চাই
প্রতিশোধ চাই, স্বাধীনতার নামেই
[সাধারণ মানুষেরা রেয়িন্‌ৎসির দিকে এগুতে থাকে]

নীনা ॥ ভগবান ! ভগবান !

রেয়িন্‌ৎসি ॥ শয়তান দল, দূর হঠ্‌ যাও, চোখের সামনে থেকে ।

নীনা ॥ দ্যাখো, আমার চোখের জল তোমাদের ছুঁয়ে যাচ্ছে না কি !

কামেলা ॥ এর নাম জয় । বদলা নেবার নেশায়
উঠেছে আগুন গনগনিয়ে জ্বলে ।

মিলিত কণ্ঠ ॥ স্বাধীনসত্তা লুঠে নিয়েছিলে নির্মম তুমি হে স্বৈরাচারী,
বদলা নেবার সময় এখন তাই

নীনা ॥ তোমাদের সুখ সমৃদ্ধি যার দয়াতে এবং তোমরা
যার করুণায় সুদিনের মুখ দেখেছো
আজকে তোমরা রক্ত ঝরাবে, তার ?
বরং ইচ্ছে করে যদি, এসো নাও
আমার রক্ত ; হোক যা হবে আমার ।

কামেলা ॥ শুধুই জ্বলছে হিংসা এখন, করুণা
ফিরিয়ে নিয়েছে সরিয়ে নিয়েছে নিজেকে এখান থেকে ।

নীনা ॥ দ্যাখো একবার, শুধু একবার, কি দারুণ দশা হচ্ছে আমার, ভাবো একবার, শুধু একবার, কত কিছু সে করেছে, শুধু তোমাদের সুখ—সুদিনের তরে । করে নাই কি সে ?

কামেলা ॥ ভাইরা আমার, শোনো
রোমের ভাইবোনেরা,
কী করে তোমরা ভুলবে
কতো নিষ্ঠুর যন্ত্রণা রোজ পেয়েছ তোমরা, বলো ?

মিলিত কণ্ঠ ॥ সে দিয়েছে যতো নির্মম যন্ত্রণা
সে সব কথা তো কিছুই ভুলি নি আমরা ।

নীনা ॥ দয়া ! দয়া !

কামেলা ॥ বদলা । হত্যা !

নীনা ॥ ঐ উঁচু মাথা লুটিয়ে দিওনা ধূলায়।

কামেলা ॥ একদিন কেড়ে নিয়েছিলো স্বাধীনতা
স্বৈরাচারী, এখন নিজের রক্তে
শোধ করে দিক স্বৈরাচারের দেনা।

মিলিত কণ্ঠ ॥ স্বাধীনতা আর মুক্তি ছিনিয়ে নিয়েছিলো এই স্বৈরী
তার প্রতিশোধ নেবার জন্য সশস্ত্র মোরা তৈরী।

নীনা ॥ এই লেলিহান আগুনের জ্বালা দাহ, পাগল,
কথা শোন সব শুভবুদ্ধিকে পারোতো এখনো বাঁচাও।

কামেলা ॥ ক্রুদ্ধ জনতা গনগনে যেন উনুনের অঙ্গার
এই আগুনেই পুড়বে নষ্ট ভ্রষ্ট জীবন তার।

নীনা ॥ দয়া ! দয়া !

কামেলা ॥ বদ্‌লা ! হত্যা !

নীনা ॥ করুণা ! করুণা।

কামেলা ॥ না, কেউ শুনোনা ওঁর কথা।

মিলিত কণ্ঠ ॥ বিশ্বাসঘাতক তুই জানি
প্রতিশোধে নোস তুই রাজি।
কী করে বাঁচাবি মহাপ্রাণী
আক্রোশে জ্বলন্ত আমরা আজি।[১]

১. এস্কেলেসের কাব্য নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে নেওয়া। অগ্রজ দাবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কাছে সম্পাদকদ্বয় ঋণী।

লেনিন-এর কবিতার অংশ

…"চলো, ইঁদুরগুলোকে তাড়াই তাদের গর্ত থেকে
চলো যুদ্ধে, হে সর্বহারা।
নিপাত যাক দুঃখদুর্গতি!
নিপাত যাক জার আর তার সিংহাসন!
নক্ষত্র-খচিত মুক্তির প্রত্যুষ
ঐ দ্যাখো তার দীপ্তি ছড়ায়।

সুখ আর সত্যের রশ্মি
জনগণের দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠেছে।
মুক্তির সূর্য মেঘ ভেদ করে
আমাদের আলোকিত করবে।

পাগলাঘণ্টির জোরালো স্বর
মুক্তিকে আবাহন করবে
আর জারের বদমাশদের হেঁকে বলবে
"হাত নামাও, ভাগো তোমরা।"

আমরা জেলখানার দালান চূর্ণ করব।
ন্যায্য ক্রোধ গর্জমান।
বন্ধন মোচনের পতাকা
আমাদের যোদ্ধাদের চালক।

নিপীড়ন, ওখরানা[২]
চাবুক, ফাঁসিকাঠ নিপাত যাক!
মুক্ত মানুষের সংগ্রাম, তুমি প্রলয়োন্মত্ত হও!
অত্যাচারীরা, ধ্বংস হও!

এসো নির্মূল করি
স্বৈরাচারের ক্ষমতাকে।
মুক্তির জন্যে মৃত্যু হল সম্মান,
শৃঙ্খলিত জীবনধারণে লজ্জা।

২. বিপ্লবী আন্দোলন দমনে নিযুক্ত জারের রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগ।

এসো ভেঙ্গে ফেলি দাসত্ব,
গোলামির লজ্জা ভেঙ্গে ফেলি।
হে মুক্তি, তুমি আমাদের দাও
পৃথিবী আর স্বাধীনতা !"[৩]

অ. মি.

যোশেফ স্তালিন

তারা জেগে উঠবেই

অন্তহীন মেহনতে বেঁকে গেছে যাদের পিঠ
যারা উদ্ধত ভ্রূকুটির সামনে মাথা নত করেছে।
তারা জেগে উঠবেই, আমি জানি :
পর্বত সরে যাবে মাথা নিচু করে
আশার ডানায় ভর করে তারা উঠবে সবার উপরে।

ক. সে.

হো চি মিন

মেঘেরা জড়ায় গিরিচূড়াদের, গিরিচূড়া বাঁধে মেঘেদের
নিচে ঐ নদী আয়নার মতো ঝিকিমিকি করে স্বচ্ছ।
পশ্চিমে গিরিমৌলিতে ঘুরি হৃদয় আমার অস্থির
দক্ষিণাকাশে তাকিয়ে, স্বপ্নে দেখি পুরাতন মিতাদের ॥

বি. দে.

---

৩. মহান লেনিন জীবনে একটি মাত্র কবিতাই লিখেছেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কবিতাটি খুবই দীর্ঘ আমরা তাই কবিতাটির একটি অংশ প্রকাশ করলাম।

মাও সে তুঙ

কমরেড কুয়ো মো জো'কে

[বানরের দানব দমন দেখে' কবিতার উত্তরে]

এক বজ্র ঝঞ্ঝা আছড়ে পড়ে পৃথিবীতে
আর সেই জন্যই শাদা হাড়ের স্তূপ থেকে উঠে আসে
এক শয়তান।
প্রতারিত সন্ন্যাসী আলোর সীমানার বাইরে ছিলোনা.
কিন্তু চরম-বিদ্বেষী দানব
তার প্রতিহিংসা মিটিয়ে বিধ্বংসী কাজ চালাবেই।
সোনালি বানর প্রচণ্ড ক্রোধে
চারিদিকে ঘুরিয়েছে তার সেই বিরাট মুগুর,
আর বুড়িয়ে-যাওয়া ঘোড়ার মতো আকাশ—
তার সমস্তটাই
পরিষ্কার হয়ে যায়।
আজ এক দূষিত কুয়াশা আবার চারদিকে ছেয়ে ফেলতে
চাইছে,
আমরা তাই অভিবাদন জানাই
সেই আশ্চর্য—কারিগরকে, যার নাম সুন্ য়ু-কুঙ।

স. ব.

চো এন লাই

জীবন হতে বিদায় অথবা মৃত্যু

বীরের মৃত্যু,
ছন্নছাড়া জীবন।
কাপুরুষের মত বেঁচে থাকার চাইতে
মৃত্যু অনেক বেশী মূল্যবান !
জীবনের বিচ্ছেদ-বিধুর মুহূর্তগুলি অথবা মৃত্যু
সহ্য করা কঠিন।
জীবন হতে বিদায় নেবার মুহূর্তগুলি
নিয়ে আসে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা,
নিস্ফলা মৃত্যু অর্জন করতে পারেনা কিছুই ;
যে মৃত্যু ব্যঞ্জনাময়
তা অনেক ভাল।

কিছু ঘরে তুলতে গেলে,
কিছু তো বপন করতেই হয়
বিপ্লবের বীজ শরীরে ধারণ না ক'রে
কি ভাবে দিক দিগন্তে উদ্ভাসিত হতে পারে সাম্রাজ্যবাদ
শহীদের রক্তে রঞ্জিত না হ'য়ে
কি ভাবে উড়তে পারে লাল নিশান ?
অনায়াসে আসেনা কিছুই।

অলস সময় কাটানোর গালগপ্পো
কোনো সক্রিয় কর্মপন্থার বিকল্প নয়।
ভীরুরাও
বেদনা অনুভব করে বিদায় বেলায়,
পায়ে পায়ে হেঁটে যায়
জন্মের উৎসবে অথবা মৃত্যুর কান্নায়।
তবুও ব্যঞ্জনাময় কোনো মৃত্যু
অকল্পনীয় তাদের কাছে।

একক কারো ওপরে বিশ্বাস রেখোনা !
জীবন অথবা মৃত্যুর পথ
সবার জন্যই খোলা

গতির পাখনায় ভর ক'রে আর বন্ধনহীন মুক্তি নিয়ে
আলোর কাছে উড়ে যাবার জন্য,
লাঙ্গলের ফালে ফালে
কুমারী মাটিকে বদলে দেবার জন্য,
মানুষের ভেতরে ভেতরে বুনে যেতে হবে বীজ,
মাটির বুকে ঝরাতে হবে তোমাদের রক্ত।

জীবন হ'তে বিচ্ছিন্ন হবার অর্থ
সম্ভবত চিরদিনের জন্য বিদায় নেওয়া।
জীবন এবং মৃত্যুর ওপর
অসংখ্য প্রতিফলন দেখিয়ে দিয়েছে
মৃত্যু এবং জীবন
দাবী করে শপথের একাগ্রতাকে
পরিপূর্ণভাবে।
চিরকালীন বিচ্ছেদের কথা ভেবে
কেন তবে শোক ?

আর্নেস্ট চে গ্যেভারা

তুমি বলেছিলে সূর্য উঠবে।
চলো
এই মানচিত্র অচিহ্নিত পথ ধরে
তোমার প্রিয় সবুজ কুমীরটাকে মুক্ত করতে যাই।
চলো যাই মুছে ফেলে অপমান
কালো প্রতিবাদী নক্ষত্রের দল
ছুঁয়ে যাবে আমাদের উদ্ধত ললাট
আমরা জিতব কিংবা বন্দুক চালিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করে যাব

আমাদের প্রথম গুলির শব্দে সারা বনস্থলী
জেগে উঠবে মুগ্ধ বিস্ময়ে আর
তখন সেই শান্ত গভীর প্রকৃতি
তোমার পাশেই থাকবে।

যখন তোমার কণ্ঠস্বর বাতাসকে চার টুকরো করবে
কৃষিসংস্কার, বিচার, রুটি, স্বাধীনতা
এইসব শব্দ দিয়ে, আমরা তখন
সমান জোরের সঙ্গে তোমার পাশেই থাকব।

কখনো ভেবনা এইসব সজ্জিত পোকারা
আমাদের সংহতি শুষে নেবে উপঢৌকনে নেচে
আমরা ওদের রাইফেলগুলি চাই, চাই বুলেট এবং ছোট্ট টিলা
এছাড়া অন্য কিছু নয়।

আমেরিকার ইতিহাসের দিকে আমাদের যাত্রাপথে
লৌহ যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়
আমার চাইব এক কিউবার চোখের জলের চাদর
আমাদের গেরিলা অস্থিগুলি ঢেকে দিক।
আর বেশি কিছু নয়।

উ. র.

এলেন রোজেন বাগ´
যদি মরি

দিন আসছে, বাছা আমার, ঘোড়ার খুরে খুরে
খবর দেবে কেন গেলাম গান বন্ধ ক'রে
বই হ'ল না সারা, কেন কাজ রইল প'ড়ে
কেন আমরা নিলাম শয্যা মাটির কোল জুড়ে।

মাণিক আমার সোনা আমার জল এনোনা চোখে
কেন যে চুনকালির জালে বোনা মিথ্যে কথা
কেঁদে কেঁদে হলাম সারা, পেলাম কেন ব্যথা
দিন আসছে খবর নিয়ে সব জানবে লোকে।

সোনা আমার হেসে উঠবে ধুলোর ধরণী
মলিন শয্যা ঢেকে যাবে সবুজ ঘাসে ঘাসে
খুন বন্ধ, সুখের শুধু অফুরন্ত খনি
দুনিয়া জুড়ে শান্তি, সবাই হাত মেলাতে আসে।

তোদের জন্যে রেখে গেলাম সোনা মাণিক আমার
বিশ্বাস আর ভালবাসা, আনন্দ বুক ভরা
মানুষের যে মূল্যটুকু, তার বদলে তোরা
হাত লাগিয়ে গড়িস শুধু তাদের একটি মিনার।

সু· মু·

প্যাট্রিস লুমুম্বা
আফ্রিকার বুকে একটি সকাল

নিগ্রো তুমি হাজার বছর ধরে অত্যাচার সয়েছ
পশুর মতো
আর মরুভূমির বাতাসে বাতাসে উড়েছে
তোমার ভগ্নাবশেষ।

তোমার আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখার নামে
তোমার দুঃখভোগকে জিইয়ে রাখার জন্য,
মুষ্ট্যাঘাতের বর্বর অধিকার
তার কশাঘাতের শ্বেতাংগ অধিকারকে
জিইয়ে রাখার জন্য
তোমার মরার অধিকার
আর তোমার কান্নার অধিকারকে
চিরন্তন করার জন্য,
তোমার জালিমেরা গড়েছে অসংখ্য
অনিন্দ্যসুন্দর যাদুমন্দির ;
তোমার টোটেমের বুকে ওরা এঁকে দিয়েছে
অন্তহীন উপবাস ও অন্তহীন বন্ধন।
অরণ্যের অন্তরীক্ষ থেকে সাপের মতো
লক্ষ করেছে তোমাকে,
এক বীভৎস নিষ্ঠুর মৃত্যু
বনস্পতির ফাটল, ফোঁকর ও শীর্ষদেশ থেকে
প্রসারিত শাখার মতো
পাকে পাকে জড়িয়েছে তোমার দেহকে
তোমার পীড়িত আত্মাকে।
তারপর তোমার বুকের ওপর ছেড়ে দিয়েছে
এক বিরাট কুটিল বিষধর ;
কাঁধে দিয়েছে ফুটন্ত জলের জোয়াল,
সস্তা ঝুটো মুক্তোর ঝলকানিতে প্রলুব্ধ কোরে
বুক থেকে কেড়ে নিয়েছে তোমার প্রেয়সীকে,
কেড়ে নিয়েছে তোমার অবিশ্বাস্য অপরিমেয়
ঐশ্বর্যকে।
অন্ধকার নিশীথে
তোমার কুটির থেকে উঠেছে টমটমের আওয়াজ,

ভেসে এসেছে ধর্ষিতা নারীর আর্ত চীৎকার,
তোমার বিশাল কালো নদ-নদীর বুক বেয়ে
অশ্রু ও রক্তের সমুদ্র বেয়ে
বোম্বাই জাহাজ চলেছে সেই পাপভূমির দিকে—
ওরা যাকে বলে মাতৃভূমি
মানুষ যেখানে পঙ্কিল,
ডলার যেখানে সম্রাট।
যেখানে তোমার সন্তান, তোমার প্রেয়সী
দিনে দিনে পিষ্ট হয়েছে
নির্মম ও ভীষণ শোষণের রথের চাকায়
অসহায় যন্ত্রণায়।
ওরা তোমাকে বুঝিয়েছে :
সবার মতো তুমিও মানুষ,
শ্বেতাংগ দেবতা একদিন সব মানুষকেই মেলাবেন।
কিন্তু কান্না তোমার থামেনি কোনদিন।
কান্নার গান গেয়ে ফিরেছ তুমি
অনাত্মীয়ের দ্বারে দ্বারে
গৃহহীন ভিখারীর মতো।

যখন জ্বালার জোয়ার জেগেছে দেহমনে
সারা রাত ধরে নেচেছো তুমি
আর গান গেয়েছো ঝড়ের গোঙানীর মতো।
হাজার বছরের যন্ত্রণার গর্ভ থেকে
ফেটে পড়েছে এক প্রচণ্ড শক্তি
পৌরুষের সুরের আগুন লাগা কথা ও কাহিনীতে,
জাজ সংগীতের ধাতব ঝঙ্কারে।
সেই উন্মাদিনী সুরধনীর মুক্তধারার বেগের প্রচণ্ডতায়
কেঁপে কেঁপে উঠেছে মহাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত।
চমকে জেগে উঠেছে সারা দুনিয়া
বিস্মিত আতঙ্কে কান পেতে শুনেছে
সেই ভীষণ রক্তের ছন্দ,
সেই ভীষণ ছন্দ সংগীতের।
আতঙ্কে বিবর্ণ শ্বেতাংগের দল কান পেতে শুনেছে
নিশীথে অন্ধকারে জ্বলন্ত মশালের মতো
এক নতুন গান।

সকাল হয়েছে বন্ধু

চেয়ে দেখ আমাদের মুখের দিকে
জ্বলজ্বল করছে এক নতুন শপথ
চেয়ে দেখ, পুরনো আফ্রিকার বুকের ওপর
ভেঙ্গে পড়ছে এক নতুন সকাল।
এতো দিনে ফিরে পাবে সর্বহারা নিগ্রো তার
হাজার বছরের হারানো দেশ
হারানো জমি, হারানো জল
হারানো বিশাল নদ-নদী

সূর্য উঠছে। তার বিকীর্ণ নির্মম অগ্নিকণায়
শুকিয়ে যাবে তোমার চোখের জল,
শুকিয়ে যাবে তোমার মুখের ওপর ছড়ানো থু থু
শেকল ছেঁড়ো বন্ধু শেকল ছেঁড়ো!
শেকল ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে
চিরদিনের মতো সাঙ্গ হবে তোমার
দুঃসহ দুঃখের দারুণ দুর্দিন।
কালো মাটির বুক চিরে মাথা তুলে দাঁড়াবে
এক স্বাধীন নির্ভীক কঙ্গো।
কালো মাটির অন্ধকারে কালো বীজের ভেতর থেকে
কালো মুকুলে মঞ্জরিত হয়ে
আলোর আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াবে
কঙ্গো, আমার কঙ্গো।

জয়প্রকাশ নারায়ণ

(জেলখানার ডায়রী থেকে)

সারা জীবন কেবল অসফল আমি ;
যখনই সাফল্য এসেছে
সামনে থেকে হটিয়ে দিয়েছি তাকে।
ভুল ? মূর্খতা ?
সাফল্য বিচারে আছে আমার অন্য অভিজ্ঞান।
ইতিহাস সাক্ষী দেবে,
প্রধানমন্ত্রীও হয়তো হতে পারতাম অনেক কাল আগে
অথচ নির্বাধ মুক্তির লক্ষ্যে
ত্যাগ আর সেবায়, সংঘর্ষ আর সংগঠনে
ছুটি আমি ক্রান্তির শেষ দিগন্তে।
বিষয়ীরা বলে, কিছুই তো পেলে না !
—সেই না পাওয়াই আমার শুদ্ধি-যজ্ঞ !
অনেক পথের ভীড় ; যেতেও হবে অনেক দূর !
পথ যতই রুদ্ধ হোক, আমি থামব না।
কোন পার্থিব যাঞ্ছা নেই আমার। সব কিছু
দেশমাতার চরণে অঞ্জলি দিয়েছি।
এখন আমি আমার বিফলতায় খুশি !
এখন যদি এই বিফল জীবন দিয়ে
সহযাত্রী তরুণ বন্ধুদের পথ নিষ্কণ্টক করতে পারি,
তবে সেই হবে আমার জয়তিলক,
আমার পরম সাফল্য।

স. চ.

মিহাইল লেরমেনতফ

গিরিচূড়ায়

একদা রজনীতে সোনালি মেঘ এক পথে যেতে
বিরাম লভিল সে বিশালকায় কোনো গিরিবুকে ;
প্রভাতে পরদিন তরুণী ধনী ফের মনোসুখে
পলাল আকাশের সুনীল সরণিতে নাচে মেতে।

তবু সে দুর্গম গিরিচূড়ায় কিছু রয়ে গেল,
রহিল এক কণা জ্যোতির লেশ, কিছু ভালো-লাগা :
রহিল একা এক দৈত্য, ভাবনার আলো-লাগা,
ভাবে সে, হাওয়া হায় রিক্ত কেন দিন বয়ে গেল।

ম. চ.

আলক্‌সি তলস্তয়

কুয়োতলা, চেরিশাখার দোলন

কুয়োতলা। চেরি-শাখার দোলন।
একটি মেয়ের খালি পায়ের ছাপ।

পাশে পাশেই আরও একটি চলন—
কাঁটামারা বুটজুতোর মাপ।
মিলন বেলা বয়ে গেল যে কবেই ;
কেউ কোথা নেই ; তবু শুনছে কান—
সেই ফিসফাস, সোহাগবচন সবই,
কলসি ফেলে পানিভরণ-গান।

ম. চ.

ম্যাকসিম্ গর্কী'র কবিতা

ধূসর সাগর-বিস্তৃত 'পরে বায়ু জড়ো করে মেঘে
কালো-বিদ্যুৎ ফিঙে ওড়ে মেঘ ও সিন্দুর মাঝে বেগে !
কভু ঢেউয়ের বক্ষে ডানার ঝাপ্‌টা হানে,
কভু তীরসম ধায় চপল মেঘের পানে,
পাখি ডাকে সুখে সে ডাকে আকাশ শোনে আনন্দ-ধ্বনি,
পাখির কণ্ঠে ঝড়ের কামনা বেজে ওঠে রণরণি' ।

সে ডাকে মেঘেরা ক্রোধের শক্তি, বিজয়-বারতা শোনে,
পাখির কণ্ঠে অগ্নি-শিখার ধ্বনি আকাশের কোণে ।
ঝড়ের পূর্বে বেদনায় থেকে থেকে
চাইকারা ওঠে হেঁকে,
কাত্‌রায় তারা, সাগরের বুকে ছোটাছুটি করে মরে,
ঝটিকার ভীতি সাগরের তলে লুকাতে প্রয়াস করে ।

ডুবুরী পাখি সে একঘেয়ে সুরে বিলাপ করিয়া মরে,
পায়নাকো সুখ ডুবুরী পাখি সে যুঝে জীবনের তরে ।
বজ্র দেখায় ভয়,
এ দুখ কেমনে সয় !
বোকা পেন্‌গিন্ স্থূল দেহ তার লুকায় পাহাড়-তলে,
শুধু সাগর-ফেনায় ধূসর-বরণ ফিঙে পাখি উড়ে চলে ।

সাগরের পানে কালো মেঘদল ধীরে ধীরে নেমে আসে,
গান গেয়ে ধায় ঢেউদল সবে ঊর্ধ্বে বজ্র আশে ।
বাজ গর্জায় রোষে,
ক্রোধে তরঙ্গ ফোঁসে,
চিৎকার করে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ঊর্মি বিরামহারা,
বাতাসের সাথে কলহে মেতেছে ঊর্মি পাগলপারা ।

নিষ্ঠুর হাতে ধাবমান ঢেউয়ে সজোরে আঁকড়ি ধরে,
পান্না-বরণ ঢেউগুলি বায়ু পাহাড়ের দেহ 'পরে,
নিক্ষেপে ক্রোধভরে,
শতেক খণ্ড করে ।
গর্বিত কালো ঝড়ের দৈত্যসম পাখি কালো মেঘে,
তীরসম দুটি ডানা দিয়ে পাখি লুট করে ফেনা রেগে ।

পাখি হাসে থেকে থেকে, কভু বা বিলাপ করে,
মেঘের উপরে হাসে পাখি, করে বিলাপ সোহাগভরে।
হেরে বজ্রের রাগে
শান্তির বাস জাগে,
নিশ্চিত জানে সূর্যেরে কভু ঢাকিবেনা মেঘদল,
পারিবেনা তা'রা, কাতরায় বাজ, বায়ু বহে চঞ্চল।

নীল শিখা সম উড়ন্ত মেঘ নেমে আসে দলে দলে,
মহাসিন্ধুর গহ্বর 'পরে নিঠুর আভায়.জ্বলে।
বিদ্যুৎ-তীরগুলি
ঢেউদল হাতে তুলি'
মহাসিন্ধুর অতল গভীরে ডুবায়ে নিবায়ে ফেলে,
আগুনের ফণি বিদ্যুৎ-ছায়া সাগরের বুকে খেলে।

বিদ্যুৎ-শিখা সাগরের বুকে এঁকেবেঁকে চলে যায়,
আঁধারের মাঝে বিদ্যুতে টেনে লইয়া সিন্ধু ধায়।
ঝটিকা ঘনায়ে আসে,
ক্রোধভরা নিশ্বাসে,
বিদ্যুৎ-মাঝে সাগরের বুকে ঝোড়ো পাখি ওড়ে ডেকে,
'বহুক ঝটিকা মত্ত আবেগে' জয়-দূতী ফেরে হেঁকে ॥

সো. চা.

আলেকজান্দার ব্লক

ঐকতান-গায়কের দলে

ঐকতান গায়কের দলে এক কুমারীর কণ্ঠ কথা বলে
ও বলে তাদের কথা দূরদেশে যারে দুঃখ ডাকে,
সে-সব জাহাজ যারা ভেসে ভেসে দুরন্ত পাথারে পাল তোলে,
ও বলে, এমনও আছে যে ভুলেছে সুখ বলে কাকে।

এই গান গায় কণ্ঠ। কণ্ঠ সেই গীর্জা ছেড়ে গম্বুজে ছড়ায়।
শঙ্খশাদা দুই কাঁধে পিছলে পড়ে ঝলসে ওঠে আলো,
আবছা অন্ধকারে বসে এদিকে সবাই শোনে ও-কে গান গায়
উজ্জ্বল আলোয় দেখে গান নাকি পোশাক চম্‌কালো।

ওরা বোঝে অনুভবে আনন্দের উপস্থিতি শিয়রে ওদের,
পৃথিবীর মতো নদী মৃদুগতি, জাহাজ নোঙরে,
জানে ওরা অনুভবে এতোদিনে দূরদেশে শ্রান্ত মানুষের
জীবনে মিলেছে দিশা, ধন্য তারা যারা প্রাণ ধরে।

ওই কণ্ঠ মধুস্যন্দী, ও-আলোক মর্মে মর্মে আবেগ স্পন্দিত ;
কেবল অসীম শূন্যে স্বর্গদ্বারে মানুষের শিশু
স্বর্গীয় রহস্য ভেদ করতে গিয়ে কেঁদে উঠলে মর্ত্য রোমাঞ্চিত—
যে-জন ফিরবেনা আর তার জন্য কাঁদলেন যীশু।

ম. চ.

আনা আখমাতোভা
শাশ্বতী

আবছা অলীক দেখা-না-দেখার
জয় তো কেবল জ্বালা,
না-বলা বাণীর পুঞ্জিত ভার
স্তব্ধ শব্দমালা।
অচরিতার্থ চকিত চাহনি
জানেনা বিরামব্রত,
সুখে আছে শুধু অশ্রুপ্রবাহ
ঝ'রে যায় অবিরত।
নগরীর ধারে গোলাপের ঝাড়
সেও দিয়েছিল ভাষা···
আর লোকে বলে এরই নাম নাকি
শাশ্বত ভালোবাসা।

শ. ঘো.

সের্গেই এসেনিন
একটি কবিতা

এরই মধ্যে সন্ধ্যা ।
কাঁটাগাছে ঝিকমিকে শিশিরবিন্দু ।
পিঠ রেখে আইভি গাছে
পথে একা দাঁড়িয়ে আছি ।

চাঁদের জোরালো আলো
বাড়ির ছাদে ।
দূরে কোথা থেকে কানে আসে
নাইটিংগেলের গান ।

আরামী উষ্ণ আমেজ,
শীতকালে উনুনের পাশে যেমন ।
আর উদ্যত বার্চের সারি
দীর্ঘায়িত মোমবাতির মতো ।

আরো দূরে নদীর ওপারে
বনের কিনারায়
নিদ্রালু প্রহরীর খট্‌খটি
জাগায় বিরস ধূসর শব্দ ।

স. সে.

এফ্‌গেনি এফ্‌তুশেংকো
সীমান্তের বিরুদ্ধে

পৃথিবীর সব সীমান্ত আমায়
বিরক্ত করে।
আমার বিশ্রী লাগে যে আমি কিছুই জানি না
বুয়েনস আয়ার্স কিংবা নিউ ইয়র্ক
সম্পর্কে।
আমার ইচ্ছে করে এলোমেলোভাবে
ঘুরে বেড়াই লণ্ডনের পথে পথে,
কথা বলি মানুষের সঙ্গে আমার ভাঙা ভাঙা
ভাষায়।
বালকের মতন আমার ইচ্ছে হয়
সকালবেলার প্যারিসে
বাসে চড়ে বেড়াতে।
এবং,
আমি চাই একটি শিল্প
যা আমারই মতন
পরিবর্তনশীল।

সু. গ.

রসুল গামজাটভ
সান্নিধ্য

একা থাকতেই আমি চেয়েছিলাম।
ক্লান্তিকর পথ এড়িয়ে, একটা পোশাকের মত,
ঘাসের উপর আমার চিন্তা ও সমৃদ্ধ স্বপ্নগুলিকে
উন্মোচিত করব।

সবাই এসো, আমাকে—এই নিঃসঙ্গ
দোমড়ানো আমাকে তোমাদের মধ্যে
বহন ক'রে নিয়ে যাও।
আগে তো জানতম না—চিন্তা ও
সমৃদ্ধ স্বপ্ন নিয়ে একাকী জেগে থাকা
কী দুর্বিসহ।

ম. ভ.

বরিস পাস্টেরনাক

ফাল্গুন ১৯৪৪

এবার ফাল্গুনে সব কিছুতেই নূতনের স্বাদ।
চড়ায়ের দল করে কোলাহল আরোও প্রাণবন্ত।
সে কথা বলাও বৃথা চেষ্টাও বৃথা করব না—
আমার হৃদয় আজ কী উজ্জ্বল এবং প্রশান্ত।

আমার ভাবনাচিন্তা লেখাপড়া একেবারে ভিন্ন,
সম্মিলিত কীর্তনের উচ্চ স্বরগ্রামে তীব্র বাজে
পৃথিবীর পরাক্রান্ত কণ্ঠস্বর, ঐ শোনা যায়
মুক্তিজাত বহুদেশ উন্মুখর গম্ভীর আওয়াজে।

ফাল্গুনের শ্বাস এই আমাদের দেশে ব'য়ে যায়,
শীতের ছাপের কালি মুছে দেয় আকাশে প্রান্তরে
আর ধুয়ে ধুয়ে দেয়—কালিমার লেখা অশ্রুময়
বহু স্লাভ্ মুখ থেকে বহু লাল চোখের নির্ঝরে।

ঘাসও দেখি থরোথরো সর্বত্রই প্রকাশে উন্মুখ,
যদিও প্রাচীন প্রাগে আজো অলিগলি রুদ্ধস্বর
আঁকাবাঁকা গলি যত প্রতিটিই বাঁকা যতগলি
এবারে ফুটবে সুরে, খাল-নালা যেমন মুখর।

চেক্ ও মোরাভী আর সার্ব যত প্রতিবেশী সব
ফাল্গুনের সুকুমার হাতে যারা উজ্জীবিত জাগে,
তাদের কাহিনী আজ ছিঁড়ে ফেলে অবৈধ গুণ্ঠন,
ফুটে ওঠে কুঁড়িফুলে পলাতক তুষারের আগে।

এসব মসৃণ হবে রূপকথার কুহেলি আলোয়
যেমন সুবর্ণকক্ষে, যেখানে থাকত বয়ারেরা,
ঝিকিমিকি নক্সা জ্বলে প্রাসাদের দেয়ালে দেয়ালে
কিংবা সন্ত বাসিলের গির্জার দেয়ালে চিত্রঘেরা।

গভীর রাত্রিতে জাগে স্বপ্নময় এবং ভাবুক
মস্কভা এ প্রিয়তমা সারা বিশ্বে। আপন যৌতুকে
সকল কিছুর ঘর বাঁধে সে যে, কালের দয়িতা,
শতাব্দীরা মুকুলিত হবে তারই স্নেহের কৌতুকে ॥

বি. দে.

মায়াকভ্‌স্কি
প্যারিস

আইফেল টাওয়ারের সঙ্গে খানিকটা বিশ্রাম্ভালাপ
হাজার হাজার চাকার তলায় পিষ্ট প্যারিস
লক্ষ লক্ষ মানুষের পদক্ষেপে দলিত প্যারিস
প্যারিসের ভিতর দিয়ে আমি
পথ কেটে চলেছি—
এখন ভীষণ একা
চারপাশে একজনও মানুষ নেই,
সত্যিই এ ভয়ানক···কেউ নেই।
পথ নাচের মুদ্রায় কোমর দুলিয়ে চলেছে
আমার সামনে
শিস দেওয়া জল, পশুর লম্বিত নাসা থেকে
উপছে বহা ঝরণা
'লুই কুইঞ্জ্' পিছে রেখে সোজা
আমি এসে ঢুকি
লাপ্লেজ দ্যলা কঁকড়্‌-এ
অপেক্ষা করি
ক্রমে গৃহ সৌধমালার উত্তুঙ্গ সারি ছাড়িয়ে
তার ক্লান্ত ক্ষয়মান চূড়া আমাকে চোখ মেলে দেখতে থাকে
যেন গিলতে এগিয়ে আসছে
একজন বলশেভিক—
উদ্ধত মেঘের মধ্য থেকে আমার সামনে উদ্ভাসিত
আইফেল টাওয়ার
আমাকে স্বাগত জানায়।
স্···স্···স্···সস্
মিনার,
শান্ত ধীর সন্তর্পণে চলো।
দেখছোনা ঐ চাঁদটা গিলোটিনে গলা কাটা একটা বিকৃত
মুখভঙ্গির মতো পড়ে আছে।
(আমি গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললাম)
আমার কথা শোনো
(এবং শ্রীমতীর ধাতুর শব্দতরঙ্গে
গুন গুন করি)
আমি সমস্ত সৃষ্টদ্রব্যকে বিদ্রোহে উদ্দীপিত করেছি।

আমরা শুধু জানতে চাই
তুমি সম্মত কিনা,
মিনার,
তুমি কি একটা অভ্যুত্থান চালনা করতে চাও ?
মিনার,
তা হ'লে
আমরা তোমাকে নেতৃত্বে নির্বাচন করছি।
যন্ত্রবিদ্যার আদর্শ প্রতিমা
বিরহের কবি
অ্যাপোলিনিয়েবের গীতিকার মতো
বিষন্নতায় গান গাওয়া
এখানে
তোমার জন্য নয়।
কবিদের, ব্যবসায়ীদের মিলনস্থল
বেশ্যা-অধ্যুষিত অধঃপতিত এই প্যারিস :
এখানে তোমার স্থান মানায় না।
'মেট্রো'রা সম্মত
'মেট্রো'রা আমাদের সঙ্গে—
ধাতুগঠিত সুরঙ্গপথে প্রচণ্ড বেগে
জনতার ভীড়ভাট্টাকে ছত্রখান করবে—
আর দেয়ালে দেয়ালে যতো মনোহারিণী
পাউডারে প্রসাধিত পোষ্টার প্ল্যাকার্ড আছে—সব
রক্তে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেবে।
তারা বেশ বুঝে গেছে—
ক্যানো তারা সর্বোৎকৃষ্ট গাড়ির মালিকের পায়ের তলায়
ভীড় করে আশ্রয় নেবে।
তারা তো ইতর ছোটোলোক নয়।
বুঝদার তারা যুক্তিনির্ভর :
আমাদের নির্দেশমালা তাদের ভালো মানায়, উপযোগী
সাদামাটা সাধারণ কিছু পোস্টার
আর লড়াইয়ে প্ল্যাকার্ড—যথেষ্ট।
মিনার,
রাস্তাকে ভয় পেয়ো না !
'মেট্রো'দের রাস্তা যদি না-ই খুলে যায়—তাতেও বা কি,
রাস্তায় তো রেলপথগুলিকে বিদ্রোহে জঙ্গী করে তুলবো।
তুমি ভীত, না ?

দলে দলে ট্র্যাকটর তোমাকে সাহায্য করবে
তবুও ভয় পাচ্ছো ?
'রিভ গুইশি'রা আমাদের বন্ধুত্বে এগিয়ে আসবে।
ভয় পেয়ো না।
আমি সড়ক সেতুগুলোকেও রাজী করাবো।
আর জানো তো
সাঁতরে নদী পার হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।
জঘন্য যানবাহনের ঠ্যালায় ক্ষেপে গিয়ে
প্যারিসের সেতুগুলো তীর থেকে লাফিয়ে উঠবে।
প্রথম ডাকেই
সমস্ত নদীর সেতু বিদ্রোহ ঘোষণা করবে—
আর তাদের বজ্রলৌহ বর্শা ফলকে পথচারীদের ধাক্কা মারবে।
সব কিছুর মধ্যেই প্রলয়ের স্পন্দন!
ব্যাপার স্যাপার, রকম সকম আর সহ্য করা যায় না।
পনেরো বা বিশ বছরের মধ্যে
শক্তি সামর্থ্য উবে যাবে
দুর্বলতায় ইস্পাত হবে নমনীয়, এই রকম দিনে
কোনো রাত্রে—সব কিছুই সহজে যাবে
'মঁতে মাত্রিয়ে'র কাছে নিজেকে বিক্রি করতে।
মিনার, এসো
আমাদের কাছে।
এখানে
তোমার জরুরী প্রয়োজন।
ইস্পাত-প্রখর,
ধোঁয়াসা ভেদী,
তোমার সঙ্গে আমরা মিলবো
আমাদের কাছে এসো
প্রথম ভালোবাসার ভালোবাসার চেয়েও আন্তরিক
মমতায় নমনীয় হয়ে তোমাকে বরণ করবো।
মস্কোতে এসো !
মস্কো
এর চেয়ে ঢের বেশী দরাজ, সুপ্রশস্ত।
প্রত্যেকেই
তোমার মন যোগাবে।
দিনে একশো বার বা তার চেয়েও বেশী
মেজে ঘসে পরিষ্কার করবো সূর্যের মতন তোমার ইস্পাত আর তামা

ফুল বাবুদের ভীড়ে সরগরম বনবীথি—ঐ যে তোমার নগর
শেষ হোক, ঐ প্রচীন আদ্যিকালের 'বুয়েনে' তে,
যাদুঘরে, কিংবা 'লুভর্'-এর কবরখানায়।
এগিয়ে চলো সামনে
আইফেলের নীল প্রতিবিম্ব ঐ চারটি থাবাসহ
তোমার দীর্ঘ ভ্রূকুটি ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ুক আমাদের বিস্তৃত আকাশে
তাই থেকে আমাদের 'লাল তারা' পূর্ণদৃষ্টি পাবে।
ঠিক করো মিনার, সিদ্ধান্ত নাও—
তোমার সমস্ত কোণে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে বিদ্রোহ, বিপ্লবে
ভাঙ্গছে, আগাপাশতলা তছনছ টালমাটাল বৃদ্ধ প্যারিস।
আমাদের কাছে চলে এসো
চলে এসো আমাদের কাছে সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাশিয়ায়।

চলে এসো, চলো আমরা এগিয়ে যাই,
আমি তোমাকে
ছাড়পত্র জোগাড় করে দেবো!

সা. চ.

ওয়াল্ট হুইটম্যান
শুনছি আমেরিকার গান

আমেরিকা গাইছে, আমি শুনতে পাই
শুনি বিচিত্র তার সংগীত।
গাইছে মিস্ত্রিরা নিজের, নিজের গান
জোরাল উল্লাস তাদের কণ্ঠে।
গাইছে ছুতোর তার কাঠের গুঁড়ি কি তক্তা
মাপতে মাপতে
রাজমিস্ত্রি গাইছে কাজের আগে বা পরে,
মাঝির গান তার নৌকোর সম্পত্তি নিয়ে
মাল্লা গাইছে স্টীমারের পাটাতনে।
মুচিরা গাইছে বসে তার কাছে,
টুপিওয়ালা তার দোকানে দাঁড়িয়ে
কাঠুরে আর লাঙ্গল কাঁধে চাষী,
গাইছে সকাল দুপুর আর সন্ধ্যায়,
কাজের শুরুতে বিশ্রামের ফাঁকে আর কাজের শেষে।
মায়ের মধুর গান ; গান তরুণী বধূর,
সেলাই কি ধোলাইয়ের কাজে মেয়েদের গান।
যার যার নিজস্ব সব গান সারা দিন,
তারপর রাত্রে মিশুক প্রাণবন্ত সব তরুণ-তরুণী,
গাইছে মুক্তকণ্ঠে বলিষ্ঠ তাদের গান।

প্রে. মি

এমিলি ডিকিনসন
একটি হলুদ তারকা

একটি হলুদ তারকা ঊর্ধ্বে নীলিমায়
চরণ রাখল লঘুভার,
চন্দ্র সরাল পবিত্র মুখ থেকে
বাঁধন রুপালি টুপিটার।
যেন বা সন্ধ্যা অস্ফুট জ্বলে
নাক্ষত্রিক হর্ম্যে—
'হে পিতা, তোমরা নিয়মনিষ্ঠ'
স্বর্গকে আমি জানালাম এই মর্মে।

মা. বা. চৌ.

এজরা পাউণ্ড
ক্ষুদের দ্বীপ

হে ঈশ্বর, হে ভেনাস, হে মার্কারি, চোরের ঠাকুর,
সময়ে আমাকে দিও, অনুরোধ করি, ছোটো তামাক-দোকান
যেখানে ঝকঝকে ক্ষুদে সব বাক্সগুলি
পরিপাটি জড়ো-করা থাকবে ঠিক তাকের ওপরে
খোলা সুরভিত ক্যাভেণ্ডিশ আর শ্যাগ
এবং উজ্জ্বল ভার্জিনিয়া
কাচের ঢাকার মধ্যে খোলা পড়ে থাকা,
একটি নিক্তিও থাকবে, বেশী-তেলা হয়ে পড়েনি যা,
এবং বেশ্যারা সব যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়বে কিছু বলার জন্যেই
একটি চটুল কথা, এবং চুলগুলো সব ঠিকঠাক সামলে-সুমলে নেবে।

হে ঈশ্বর, হে ভেনাস, হে মার্কারি, চোরের ঠাকুর,
আমাকেই ধারে দাও ছোট্ট একটি তামাক-দোকান,
অথবা যা-খুশি কোনো পেশা দিয়ে বসাও আমাকে
লেখা-লেখা এই বাজে পেশাটুকু ছাড়া
যেখানে সমস্তক্ষণই মস্তিষ্কের প্রয়োজন লাগে।

শ. মু.

রবার্ট ফ্রস্ট
কাক

কাকটি আমার
শরীরে ঝাড়লো
বরফের গুঁড়ো,
ধুতুরা গাছের
ডাল থেকে আর,

মনটা আমার
ছিলো ম্রিয়মান,
লাফিয়ে উঠলো
পরমানন্দে,
বাদ বাকি দিন
ভালোই কাটলো।

ব. ক.

কার্ল স্যাণ্ডবারগ
হাতুড়ি

আমি দেখেছি
পুরনো দেবতারা চলে যান
নতুন দেবতারা আসেন।

দিনের পর দিন
বছরের পর বছর
প্রতিমা পড়ে
প্রতিমা ওঠে

আমি হাতুড়ির পুজো করি।

সা. চ.

ওয়ালেসা স্টিভেনস্
সৈনিক, মনের মধ্যে যুদ্ধ

সৈনিক, আকাশ আর মনের মধ্যেই আছে দ্বন্দ্ব,
চিন্তা ও দিনের কিংবা রাত্রির মধ্যেও। সে কারণে
কবি তো সমস্তক্ষণই সূর্যে অবস্থিত

ঘরে বসে চাঁদকে তিনি ভার্জিলীয় রীতির সহিত
জোড়াতালি দেন, নিচে ওপরে, ওপরে আর নিচে।
এ এমন দ্বন্দ্ব যার কোনোদিনও কোনো শেষ নেই।

তথাপি এ তোমার ওপরে একান্ত নির্ভর। দেখো দুটিতেই এক।
ওরা যে বহুবচন, দক্ষিণ এবং বাম, একটি জোড়াই,
দুইটি সমান্তরাল মিশে যায় কেবল তখতনই

তাদের ছায়ার সম্মিলনে, কিংবা ও-সাক্ষাৎ
ব্যারাকে বইয়ের মধ্যে, মালয়ের একটি চিঠিতে।
তোমার যুদ্ধের কিন্তু শেষ হয়। তুমি তারপরে ফিরে যেও

সঙ্গে নিয়ে ছ'টুকরো মাংস আর বারোটি বোতল মদ অথবা মদ না পেলে
অন্যকোনো ঘরে যেও···মঁসিয়ে কমরেড,
কবির পংক্তির চিহ্ন না থাকলে দরিদ্র সৈনিক,

তার ছোটো স্বরপর্ব, শব্দগুলি মারতে থাকে ঘা,
অনিবার্য আন্দোলিত রক্তের ভিতরে।
যুদ্ধের জন্যেই যুদ্ধ, প্রত্যেকেরই আভিজাত্য আছে।

কল্পনার নায়ক দেখো হে কী সহজে বাস্তবের হয় ;
কী আনন্দে যোগ্যবাণী দিতে দিতে সৈনিকটি মরে
অবশ্যই মরতে যদি হয়, অথবা সে বিশ্বস্ত বচনে বেঁচে থাকে

শ. মু.

চার্লস এল এণ্ডারসন

প্রশ্ন

আমি কালো মানুষ, আলবামায়
আমার বাস,
কাকা শ্যাম, আমাকে দিয়েছে
কাঁধে তুলে এক রাইফেল।
বলেছে :
লড়াই করো বাছা
আমার জন্যে
আর স্বাধীনতার জন্যে।

কিন্তু, তুমি কি কখনো ভেবেছ
কাকা শ্যাম,
আমি, আলবামার এই কালো মানুষ
যদি কখনো যুদ্ধ শেষে বেঁচে যাই
তবে ঘরে ফেরার পথে
আমার আলবামায় আমি
কি নিয়ে যাব ?

তুমি বললে : বাছা, তুমি কখন
এর জন্যে উন্মুখ হয়েছ

সিলভিয়া প্লাথ
শিশু

তোর ঝকঝকে উজ্জ্বল চোখ সবচেয়ে সুন্দর জিনিস।
আমি এই চোখ বর্ণে বর্ণে চুবিয়ে ভরে দিতে চাই,
নতুনের পশুশালা

যার নাম তুই ধ্যান করিস—
এপ্রিলের তুষার ফোঁটা, ভারতীয় বাঁশী
ছোট্ট

না দুমড়ানো বোঁটা,
দিঘি যাতে প্রতিবিম্বগুলি
হয়ে উঠতে পারে চমৎকার আর ধ্রুপদী

না এই বিরক্তিকর
হাত মোচড়ানো, না এই অন্ধকার
অন্দরের ছাদ কোনো নক্ষত্রবিহীনা।

তৃ. চ.

হার্ট ক্রেন
অঙ্গুরী

তোমার হাত ছুঁতেই আমি ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ পেলাম
বিদায় নেবার অনেক আগে কিছুক্ষণ কি হেসেছিলাম ?
তুমিই জানো—দূরত্ব আর
মুখ-বোজা শাঁখ পড়ে রয়েছে মধ্যে আমার
তবু চলেছে সময় বহে, সভ্যতা নীল পক্ষী ভালো
বিশ্বাসিনী, রাত্রি আমার এমনি কালো
দু'হাত শুধু ছড়িয়ে আছে হৃদয় জুড়ে
আর কিছু নয়—আর যা আছে নীল পাথুরে
অঙ্গুরী তোর, হিরণ্য জল, মন্দ-ভালো।

শ. চ.

ল্যাংস্টন হিউজেস

হার্লেম

একটি স্বপ্নকে শিকেয় তুলে রাখলে কি হয়
সে কি রোদে পোড়া কিশমিশের মত
শুকিয়ে যায় ?
অথবা পুরানো ঘায়ের মত সেখান থেকে
শুধু পুঁজই ঝরতে থাকে ?

পচে-যাওয়া মাংসের মত সে কি শুধুই
দুর্গন্ধ ছড়ায় ?
অথবা তার ওপর বেশ পুরু সর পড়ে,
তাতে মিষ্টি চিনির মত স্বাদ লাগে ?

আবার এমনও তো হতে পারে.
ভারি বোঝার মত
সে টুপ করে কাদায় ডুবে যায় ?

নাকি, এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে
সে একদিন ফেটে পড়বে
বজ্রের মত ?

মার্গারেট ওয়াকার

জামিন ছাড়া বন্দী কিশোরী

"আইনহীন রাষ্ট্রে যথার্থ মানুষের একমাত্র
জায়গা কারাগার" !

বেশ চমৎকারই লাগছে আমার এখানে
না আমি চাইছি না কোন জামিন
বোনেরা আমার এখানে
এখানে আমার মা
আমার সব বান্ধবীরাও এখানে।

আমি চাইছি আমার অধিকারগুলো
আমি লড়ছি আমার অধিকারের জন্য
আমি সেই ব্যবহারই পেতে চাই
ঠিক যেমন পায় যে কোন লোক
আমি সেই ব্যবহারই পেতে চাই
যেমনটি ঠিক পায় প্রত্যেকটি লোক।

এই জেলখানায় আমার বেশ লাগছে
আমি কোন জামিন চাই না, না।

সা. চ.

ভ্যানেসা হাওয়ার্ড

কালো কীর্তিস্তম্ভ

মুদ্রায় খোদাই করো আমার পিতার প্রতিকৃতি
রুপোয় বাঁধিয়ে রাখো আমার উদ্দেশে তাঁর হাসি
ডলারের নোটে ছেপে দাও আমার মায়ের মুখচ্ছবি
তিন-যুগ তারা শুধু সহ্য করে গেছে
অসীম দুঃখ আর দুঃসহ যন্ত্রণা
তবুও হয়নি শোধ দাসত্বের পুঞ্জীভূত দেনা

আমার পিতামহের জন্য কীর্তিস্তম্ভ তৈরী করো
তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দাও ওয়াশিংটনের চৌমাথায়
কারণ তিনি তো সয়েছেন তিন আলোকবর্ষেরও বেশীকাল
অন্ধকারে অলস দাঁড়িয়ে বীরের মতন
সেইসব অনাগত যুদ্ধের জন্য যা এখনো আরম্ভ হয়নি

একটি ছুটির দিন আমার ভাইয়ের নামে রাখো
একটি উজ্জ্বল শান্ত উষ্ণ দিন, কেননা সে লড়াই করছে
স্বাধীনতার জন্য যা তাকে কিছুতেই দেওয়া হবে না
আর আমার কালো ভায়েরা সব ভিয়েতনামে
শুয়ে আছে অনাদৃত কবরের নিচে

উ. ব.

পাবলো নেরুদা

ঘোড়াগুলো

জানলা থেকে আমি দেখেছিলাম ঘোড়াগুলোকে।
তখন শীতকাল। আমি বার্লিনে। কুয়াশায়
চারদিক অন্ধকার; রাস্তার পোস্টে চেরাগ জ্বলছে
আলো নেই, মাথার ওপর আকাশে আকাশ নেই।

বাতাস শাদা, ভিজে গাছের পাতার মতো শাদা।

জানলা থেকে শুধু চোখে পড়ে নির্জন প্রাঙ্গণ
দুর্জয় শীতের কামড়ে হি হি করছে।

হঠাৎ একজন সহিসের তদারকিতে দশটা ঘোড়া
সেই বরফজমা চত্বরে একসাথে বেরিয়ে এলো।

প্রদীপ্ত পাবক শিখার মতো মূর্তি পরিগ্রহণ করে
বেরিয়ে আসতে না আসতেই
আমার চোখে যতটুকু আঁটে তার সবটুকু জগৎ
তারা ভরে দিলো। প্রজ্জ্বলিত দশটি দেবতার মতো
এসে দাঁড়ালো তারা দৃঢ় পদক্ষেপে,
পরিপূর্ণতার, প্রসাদধন্য স্বপ্নের মতো কেশর দুলিয়ে।

পেছনের পায়ের ওপর মাংসল অংশ যেন গোলগাল গোলক,
কমলালেবুর মতো। গায়ের রং যেন সোনাঢালা পদ্মমধু।

উদ্ধত গম্বুজের মতো উত্তোলিত ঘাড়
যেন গর্বের গিরিখণ্ড থেকে কুঁদে কাটা,
অগ্নিবর্ষী চোখের পেছনে পুঞ্জীভূত তেজ
অবরুদ্ধ বন্দীর মতো ফুঁসছে।

সেইখানে, সেই নিস্তব্ধ নৈঃশব্দ্যের অসন্তোষ আবিল
শীতের মধ্যদিনে ঘোড়াগুলো নিয়ে এলো
তাজা রক্তের টগবগানি ছন্দ,
বাঁচবার, প্রাণপ্রাচুর্যে ফেটে পড়বার ইঙ্গিত বহন করে।

দেখে দেখে চোখ ভরে না, মন ভরে না,
আমি ও যেন তাজা হয়ে উঠলাম।
প্রাঙ্গণ ফোয়ারার পাশে গলানো সোনার নৃত্য চঞ্চলতা,
যেন আকাশ ভরে চারদিক ভরে
জাগ্রত জীবনের হোমাগ্নি জ্বলে উঠলো।

ভুলে গেছি বার্লিনের শীতের সেই বিষণ্ণ অপরাহ্লের কথা।
ভুলিনি, কখনো ভুলব না ঘোড়াগুলোর সেই প্রদীপ্ত প্রাণ প্রকাশ ॥

যুবনাশ্ব (মনীশ ঘটক)

এনরিক্ লিহ্ন

স্মৃতিমালা ঃ বিবাহের

আমরা থাকবার জন্যে নিচুতলার একটা ঘর খুঁজছিলাম,
যে কোনো জায়গাই হোক, মেসবাড়ি না হলেই ভালো। স্বর্গ হারানো
ব্যাপারটা এরই মধ্যে আসল চেহারা নিয়ে ফুটে উঠছিলো—
আর সেই সব ছোটোখাটো খুপরিগুলো
যা তখনো ন্যায্য মূল্যে ভাড়া দেওয়া হচ্ছিলো—
কিন্তু সকাল ছ'টায়
'মাত্র গতকালই এক নববিবাহিত তরুণ দম্পতি ভাড়া নিয়ে নিয়েছে।'
অন্ধকারে, এই সময়ে, আমরা
এলাম আর নির্দেশ না মেনেই এগোলাম।
মানুষ মানুষের কাছে নেকড়ে আর
পচা দাঁত, ঘামানো-বগল বাড়িউলি···
সম্ভবত বিধবা, একটা
নেকড়ে। খবরের কাগজ
আমাদের সেইখানে নিমন্ত্রণ করেছিলো, এক তিনতলার
অতলগহ্বর খাড়া
হয়ে উঠে গেছে : দাম্পত্য পচনের উৎস !

আমরা সেখানে এলাম আর অন্ধকারে গেলাম।
প্রতিটি পদক্ষেপেই দুজনে দুজনের কাছ থেকে দূরে
সরে গেলাম। অথচ তারা ইতিমধ্যেই সেখানে

নিরেট জমিতে নীড় বেঁধে, তত্ত্বাবধায়কের মমতা
জয় করে, আগন্তুকদের সংগে এতো নিশ্চিন্তে,
যেন আত্মজ কৃতজ্ঞতা সঞ্চার করবার জন্য
উৎকণ্ঠই ছিলো।
'তাদের নজর থেকে কিছুই বাদ যাবে না।' 'লিফটের নতুন
চালক নিশ্চয়ই কিছু বকশিস্ পেয়েছে।'
'আদর্শ দম্পতি।' ঠিক সময়েই। সময়োচিত
মুহূর্তেই।
ফাঁকা ঘরে, অদৃশ্য যারা, তাদের ভবিষ্যৎ
উপস্থিতি টের পেলাম আমরা। সাজানো কাঠের
পাটাতনে, হাতে হাত, আমাদের ছায়া
সূর্যের প্রথম সংকেতে
বিবাহের শুভ্র আলোর এক স্থির জলাশয়।

যদি তুমি চাও, তুমি
দেখতে পারো, কিন্তু তুমি
অনেক দেরীতে এসেছো। আমাদের দেরী
হয়ে গেছে। দেরী হয়ে গেছে সব কিছুরই।
চিরদিনের মতো।

সা ৮

নিকানোর পাররা
ভিখিরি

শহরে থাকতে পারবে না তুমি
যদি তোমার কোনো প্রতীয়মান রোজগার না-থাকে
পুলিশ আইন কাজে খাটায়।

কেউ-কেউ সৈন্য
দেশের জন্য যারা রক্ত দিয়েছে।
(এটা উদ্ধৃতিচিহ্ন দিয়ে বলা হয়।)
অন্যরা ধূর্ত ব্যবসাদার

যারা এক কিলোগ্রাম বেচতে গিয়ে এক
বা দুই বা তিন গ্রাম হাতসাফাই ক'রে মেরে দেয়।
আর অন্যরা, এই পুরুতরা
যারা হাতে একটা বই নিয়ে ঘুরঘুর করে।

নিজের কাজ কী তা তারা সব্বাই জানে।

আর আমার কাজ কী ব'লে মনে হয় তোমাদের ?
গান-গাওয়া, বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে থাকা
যদি ওরা পাল্লা খুলে দেয় কখনও
আর যদি
ছুঁড়ে দেয়
আমার দিকে
একটা
পয়সা।

মা. ব.

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল

বিদেশিনী

মহিলা এক অদ্ভুত উচ্চারণে তার আদিম সমুদ্রের কথা বলেন
যে সমুদ্র আমার অচেনা গুল্মলতা বালুরাশিময়।
ঈশ্বরের কাছে তিনি অবয়বহীন, নির্ভার প্রার্থনা জানান
যেন তিনি বৃদ্ধার মতন মৃত্যুর দিকে হেঁটে চলেছেন।
আমাদের জন্য তার অদ্ভুত করে গড়া ফলের বাগিচা
এখন ফণিমনসা আর ধারালো ঘাসের ঝোপে ছেয়ে গেছে।
মরুভূমির নিঃশ্বাসে তিনি লালিত আর তার আবেগময় ভালবাসা
এখন ক্রমশ তাকে বুড়িয়ে দিয়েছে, যে কথা তিনি কখনও বলেননা
যদি তিনি সে কথা বলতেন তা হত অন্য কোন নক্ষত্রের মানচিত্র।
তিনি আমাদের মধ্যে আশি বছর থাকবেন, সব সময় মনে হবে
যেন তিনি এইমাত্র এলেন, হাঁপ ধরা কণ্ঠস্বরে গোঙানির মত
যে কথা বলবেন তা শুধু ক্ষুদ্র প্রাণীরাই বুঝে নিতে পারে।
এবং তারপর একদিন আমাদের মাঝখানে তার মৃত্যু হবে
তার ললাটলিখন হবে একটা বালিশের মত
যার গায়ে লেগে থাকবে এক শান্ত বিদেশী মৃত্যু।

উ. ব.

নিকোলাস গিয়েন

ব্যালাড

জাগো পারাবত, জাগো রে
শোনাও তোমার কান্না।

"দেখেছি দুজন চলেছে
অস্ত্র পতাকা সঙ্গে ;
আঁধার ঘোটকে একজন
কালো ঘোটকীতে অন্যে।
ছেড়েছে গৃহ বা গৃহিণী
দূরের লক্ষ্যে চলেছে ;
ঘৃণাই ওদের সঙ্গী
হাতে বয়ে চলে মৃত্যু।
কোথায় চলেছ শুধালে
দুজনারই দ্রুত উত্তর :
'রণসাজে আজ চলেছি
চলেছি যুদ্ধে, পারাবত।'
এইমতো ব'লে তারা ধায়
দ্রুত ধাবমান আট পা-য়
রৌদ্রধূলার পোশাকে
অস্ত্র পতাকা সঙ্গে
আঁধার ঘোটকে একজন
কালো ঘোটকীতে অন্যে।"

জাগো পারাবত, জাগো রে
শোনাও তোমার কান্না।

"দেখেছি দুজন পতিহীন,
দেখতে যে হবে ভাবি নি,
একটি অশ্রুধারাতেই
বানায় মূর্তি মর্মর।
কোথায় চলেছ ভদ্রে ?
শুধাই তাদের দুটিকে।

স্বামীকে ফেরাতে চলেছি
পারাবত' শুনি উত্তর।
তাদের যাবার ফিরবার
জেনেছি অশুভ সংবাদ ;
মৃত তারা আর ছড়ানো
ছড়ানো তৃণের শয্যায়,
বুক কুরে খায় কীটেরা
মাথায় শকুন ঠোকরায়।
বারুদ নিবেছে অস্ত্রে
বাতাস পায় না পতাকা ;
আঁধার ঘোটকও ত্রস্ত
ছিন্ন সে কালো ঘোটকী।"

জাগো পারাবত, জাগো রে
শোনাও তোমার কান্না।

শ ঘো:

ফাইয়াদ হামিদ

জীবন

তুমি কি চাও এই কবিতাটি হোক শুধুই
লাইলাকের ছায়া ঝরণার স্মৃতি
আমার তীব্র যন্ত্রণাকে ডুবিয়ে-দেয়া শুদ্ধ দিন ?
তুমি কি চাও এই কবিতা শুধু ফিশফিশ কথা বলুক, কানে-কানে.
মধ্য-অপরাহ্নে
ঘুম যখন তার বাকলের গন্ধ নিয়ে ঢোকে সব নীড়ে
আর এত-সব জীবন্ত বিষয়কে কেমন মৃত দেখায় ?
কিন্তু এখন তুমি যখন শুনছো বসন্ত ফেটে পড়ে বোমার মতো
কবিতায় আর-কোনো লাইলাক বা ঘুমন্ত ধমনী নেই
শুধু বাস্তবতার আওয়াজ—ঘনিষ্ঠ, নিকট।
আমি নিজে আন্দোলিত, কাজ করছি, সরিয়ে দিচ্ছি
পুরোনো-সব অপ্রয়োজনীয় বাতিল জিনিস, শুনছি
আমার সহযোদ্ধার শ্বাসের শব্দ,

আর আমি যখন চুরুট টানছি এই কবিতা জন্ম নিচ্ছে,
বসন্ত গান গেয়ে উঠছে আমার দেশের মাটিতে।
তোমার ইচ্ছে যে শুধু আমার স্তব্ধতাই কথা বলুক
অথচ এখন আমার অস্থিমজ্জা চীৎকার ক'রে উঠছে,
আমার কণ্ঠস্বর আর নিঃসঙ্গ নয়,
আর আমি তোমাকে বলতে চাই যে রাত কত সুন্দর জানলায়,
আর আরো-সুন্দর মানুষের ঘামে যারা যুদ্ধ ক'রে যাচ্ছে
ট্রেঞ্চে কারখানায়
এই মুহূর্তে যখন এক শাদাপাখার তারা
ছিঁড়ে দিচ্ছে জগতের অন্ধকার।
কারণ যদিও তুমি আশা করো যে লাইলাকের ছায়া পড়ুক
এই সন্ধ্যার গায়ে
আমার কবিতায় তুমি দেখতে পাবে আমার বদ্ধ মুঠি
পড়ছে কেবল
আর জীবন কুসুমিত হ'য়ে উঠছে তার সব আগুনসমেত

মা. ব.

এমিলিও ফ্রুগোনি

আমরা সবাই চলে যাব, আর সবই থেকে যাবে,
আর কোনদিনই পৃথিবীর আশ্রয়ে ফিরে আসবো না।
আশ্রয় ছেড়ে যারা যায় তারা চিরকালের জন্যই যায়,
এভাবেই ঝরা ফুল বৃন্তচ্যুত হয়ে মাটিতে মিশে যায়,
পরিণামে ফুলের সৌরভ ঐ মাটিতেই খুঁজে নেয় আবার বাগান।

যখন আমাদের মৃত্যু আসে অনিশ্চিত পথে
হাওয়ার ভিতর দিয়ে চলাফেরা করি তখনই
বিশাল বস্তুর দিকে যাবো বলেই।

আমরা ফিরবো,
কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নয়,
অমরতা অন্যরূপে নিয়ে যায়
আমাদের আকৃতিকে
এবং এভাবেই কেউ যায়, কেউ আসে।

মহাজাগতিক প্রশস্ত রাজপথ
গোলাকৃতি,
তথাপি এই নমুনাকে অবিচলিত রেখেই
আমাদের জীবন নিভিয়ে দেয় মহাজীবনকে।

সু ভ

এমিলো ওর্রীব

জিনিসের শক্তি

প্রত্যেকটা জিনিসই
সময়ের সুগন্ধ,
অশ্মীভূত।

এই সব জিনিসের অধিকারী হ'তে গেলে
মৌমাছিদের অনুকরণ করে
বিভিন্ন জাতের মধু আর ধ্যানধারণাকে একসঙ্গে
গোপন কোষে পাহারা দেওয়া
অর্থহীন ব্যাপার।

জিনিসপত্র সর্বদাই
তার মালিকের বিরুদ্ধে
বদ্রোহ করবে।

এই কারণেই স্বর্গমর্ত্যের চৌকাঠের সামনে
অন্ধকারের দেবদূতেরা বিদ্রোহ করে
স্বর্গ থেকে টানতে টানতে নিয়ে যায় প্রাণীদের ;
কারণ তিনটেই ছিলো শরীর
শরীর ;
বস্তু যেমন হয় আর কি।

বাকিরা ছিলো দেবদূত বা কল্পনামাত্র
ছিলো বিশ্বস্ত
পবিত্র,
আশীর্বাদপূত।

স. চ.

রিকার্দো জেইম্‌স ফ্রেইরে

শয়তানের গান

জনমানবহীন গহন অন্ধকার রাজ্যে লোকি গান গায়।
তার গানে লেগে থাকে রক্তের তুহিন-তুষার
মেষপালক চরিয়ে বেড়ায় তার শক্তিশালী বরফের পশমী-ছাঁট
তারা মেষপালকের দৈত্যকাঁপানো কণ্ঠস্বরকে মান্য করে
চলমান তুষারের তুফানে সে গান গায়, তার গানে
রক্তের তুহিন-তুষার লেগে থাকে।

নাচে ঘন জমাট কুয়াশা। ঢেউগুলো কানে-তালা লাগানো গর্জনে
খাড়াই পাহাড়ে ধাক্কা খায়। তাদের অন্ধকার পাষাণ-পৈঁঠায়
গোমড়ামুখো হিংস্র লালচুলো সৈনিকের
বুনো নৌকা এসে লাগে। গর্জমান চলন্ত ঢেউ দেখে
লোকি গান গায়, তার গানে
রক্তের তুহিন-তুষার লেগে থাকে।

খড়িমাটি সাদা-ব'নে যাওয়া চলন্ত মড়াগুলো দেখে
লোকি গান গায়, তার গানে
রক্তের তুহিন-তুষার লেগে থাকে।

যখন খড়্গের স্তবগান শূন্যে ওঠে, প্রতিধ্বনি অশুভ কলরবে
ফিরে আসে, আর সামনে ছড়ানো দুই শক্ত হাতে শিকার
পবিত্র-করা গর্তের গভীরে খোঁজে, ঈশ্বরের ছায়া,
খড়িমাটি সাদা ব'নে যাওয়া চলন্ত মড়াগুলো দেখে
লোকি গান গায়, তার, গানে
রক্তের তুহিন তুষার লেগে থাকে॥

সা. চ

এনরিখ বানশ:

সামান্য যন্ত্রণা

সামান্য যন্ত্রণা সামান্য সুখ
একদা ছিল এরাই আমার মন্দভাগ্য।
কোন সন্দেহ নেই
জীবন আমাকে কোণঠাসা করে রেখেছে
মৃত্যুও আমাকে কোণঠাসা করে রেখেছে।

আমি ভয় পেয়েছিলাম
হয়তো এই শান্তিই চুপিচুপি
আমার বলিষ্ঠতম এবং আন্দোলিত
চমৎকার স্নায়ুকে গিটবিদ্ধ করে দেবে।
আমি ভয় পেয়েছিলাম
আমার অপ্রতিরোধী আত্মা
চিরদিনের জন্য চুপচাপ থেকে যাবে।

কখনও কখনও ভঙ্গুর এই নীরবতা
যেন-ঘাপটি মারা-বসে থাকা এক জন্তু
হঠাৎই একদিন লাফ দিয়ে
বেরিয়ে এসেছিল নিঃশব্দ পথে।

আর তখনই আমি শিখে নিয়েছিলাম
পোষ-না-মানা বাঁচার অর্থ।
এসবের জন্যই
এখন আমার ইচ্ছা
একটু সামান্য যন্ত্রণা, একটু সামান্য সুখ।

সু. ভ.

আনতোনিও সিসনারোস

বেলাভূমি

সেই ভোরবেলা থেকে
ঝিনুক শামুক আর শঙ্খের লাল পিঠ বেয়ে
সমুদ্রের জল ক্রমশই বাড়ছে

আর হালকা চঞ্চল পায়ে গাঙচিলগুলি
ঘুরে ঘুরে খুঁটে খায় জোয়ারের টানে ভেসে আসা
ছোট ছোট প্রাণীদের শব

তারপর নৌকার মতন ফুলে ফেঁপে উঠে
তারা সারি সারি পড়ে থাকে সূর্যের নিচে
এই বালুকাবেলায়

শুধু ছিন্ন পরিচ্ছদ আর মৃতের করোটি
আমাদের বলে

এইখানে বালুকার নিচে
আমাদের পূর্বপুরুষেরা
দলে দলে কবরে শায়িত

উ. ব.

এর্‌নেস্তো কার্‌দেনাল
তিনটি কবিতা

১.

কামানের গর্জনে জেগে-ওঠা
সকালবেলায় আকাশ ছাওয়া উড়োজাহাজে
মনে হ'তে পারে বুঝি বিপ্লব
কিন্তু আসলে এটা স্বৈরাচারীর জন্মদিন।

২. আদোল্‌ বেয়াজ্‌ বোনে-র সমাধিফলকের জন্য

তোমাকে ওরা খুন করেছে আর আমাদের জানায়ওনি কোনখানে
গোর দিয়েছে তোমার শরীর
কিন্তু সেদিন থেকে আমাদের এই সারা দেশ তোমার সমাধি,
কিংবা বরং বলি : তুমি ফিরে এসেছো জীবনের মাঝখানে
প্রতিটি ইঞ্চিতে, যেখানে তোমার শরীর নেই সেখানেও।

ওরা ভেবেছিলো 'গুলি চালাও!' -এই হুকুম দিয়েই ওরা তোমাকে খতম
ক'রে দিয়েছে
ভেবেছিলো তোমাকে ওরা মাটিতে পুঁতে ফেলেছে
আর আসলে যা করেছিলো তা এই : ওরা মাটিতে পুঁতেছিলো একটা বীজ।

৩.

নিকারাগুয়ার গন্ধ গায়ে, এসে হাজির বসন্ত :
নতুন বৃষ্টিভেজা মাটির এক গন্ধ, আর উষ্ণ আবহাওয়ার,
ফুলের অঙ্কুর বেরিয়ে এলো মাটি ফুঁড়ে, ভেজা পাতা,
(আর আমি শুনতে পেলাম এক জন্তু কোথাও ডুকরে উঠলো)
না কি এটা ভালোবাসার গন্ধ ? কিন্তু এ তো তোমার ভালোবাসা নয়
দেশপ্রেম শুধু ছিলো একনায়কের : থলথলে মোটা
একনায়ক, তার সব খোলতাই জামা আর দশ-গ্যালন সমব্রেরো,
তোমার স্বপ্নের ভূমিচিত্র পেরিয়ে যাচ্ছে তার জমকালো ইয়াটে ;
সে-ই তো দেশকে ভালোবেসেছে চুরি করেছে দখল ক'রে নিয়েছে।
আর এখন এই মলমমাখানো একনায়কশুয়ে আছে মাটিতে যাকে
সে ভালোবাসতো
কিন্তু ভালোবাসা তোমাকে, কার্‌দেনাল, নিয়ে চ'লে গিয়েছে নির্বাসনে।

মা. ব.

মিরোস্লাভ হোলুব

এক মৃত ভাষার পাঠ্য পুস্তক

ইহা একটি বালক।
ইহা একটি বালিকা।

বালকটির একটি কুকুর আছে।
বালিকাটির একটি বিড়াল আছে।

কুকুরটির গায়ের রং কী ?
বিড়ালটির গায়ের রং কী ?
বালক-বালিকা
একটি বল লইয়া খেলা করিতেছে।

বলটি কোনখানে গড়াইয়া যাইতেছে ?
বালকটিকে কোথায় সমাধিস্থ করা হইল ?
বালিকাটিকে কোথায় সমাধিস্থ করা হইল ?

পড়ো
আর অনুবাদ করো
সব স্তব্ধতায় আর সব ভাষায় !

লেখো
তোমরা নিজেরা কোথায়
সমাধিস্থ আছো ?

ম: প

লিও ফেলিপ ক্যামিনো

এবং কি জন্যে আমি এসেছি

হ্যাঁতো !
আমি দেখতে এসেছি খাঁচায় পাখিকে
এবং বিচারক চাপ দিচ্ছেন সামনে তাঁর ঠুকবার হাতুড়ি দিয়ে
যারা প্রবেশপথ গড়ে
যারা কুলুপতালা বানায়,
যারা তারের বেড়া তৈরি করে,
আর যারা মোটা দেওয়ালের উঁচু অংশে সবুজ কাচ বসায়।
যারা তার বোনে আর লম্বা দড়ি পাকায় আমি তাদের দেখতেও এসেছি
যারা গোলাপ বাগিচা তছনছ করে আর তারপরে তাদের একসঙ্গে পাকায়
যাতে প্রার্থনাগুলো নিজের নিজের লেজ কামড়াতে না পারে…
আর যারা খাল কাটে
আর যারা মই বানায়
আর যারা ছায়ায় শব্দের গতিপথগুলোকে ঢালাই-ঝালাই করে মাকড়সার মতো.
গভীর আর সরু শব্দের গতিপথ
আধিবিদ্যক যৌন দিয়ে যা সৃষ্টি এবং তিক্ত ক্ষরণ
যা বুঝে নিতে হয় কোনরকমে
মানুষ, এখন তবে, কান্নাকে ডাকো।

সা. চ

রোজারিও কাস্টেলানোস্

প্রাচীন পাথর ঘিরে নীরবতা

এখানে আমি, বসে আছি, আমার সমস্ত কথা নিয়ে,
সবুজ সতেজ ফল ভরা একটা ঝুড়ির মতন, অক্ষত অটুট।
সহস্র প্রাচীন ধ্বংস প্রাপ্ত
দেবতাদের সুগন্ধী-নির্যাস
পরস্পর পরস্পরকে খুঁজছে ঘন হচ্ছে আমার রক্তের ভিতর। তারা চায়
তাদের মূর্তিগুলো পুনর্বার গড়ে তুলতে।

তাদের চোঁচির টুকরো মুখ থেকে
একটা গান প্রবল চেষ্টা করে আমার মুখে জেগে উঠতে চায়,
পোড়া লাক্ষার গন্ধ, রহস্যময়
কারুকার্যখচিত পাথরের কিছু ভঙ্গি।
আমি বিস্মৃতি, রাষ্ট্রদ্রোহ,
সমুদ্র এমনকি তার ক্ষুদ্রতম তরঙ্গের প্রতিধ্বনি থেকে
সরিয়ে রাখা হয়নি যে ঝিনুককে আমি তাই। আমি
ডুবে যাওয়া মন্দিরগুলোর দিকে তাকাইনা
ধ্বংসের ওপরে যেই গাছগুলো তার দিকে লক্ষ রাখি
নাড়ে যা বিশাল ছায়া, অম্ল-দাঁতে কামড় বসায়
বাতাসে, বাতাস যখন চলে।
শীলমোহরগুলি বন্ধ আমার চোখের নিচে
অন্ধের সন্ধানী আঙুলের তলায় ফুলের মতন।
কিন্তু আমি জানি : আমার
শরীরের পিছনে জড়োসড়ো অন্য একটা শরীর
আর আমাকে ঘিরে অনেক অনেক শ্বাসপ্রশ্বাস
চোরাভাবে উপ্ত হয়
জঙ্গলে রাত্রিচর পশুর মতন।

আমি জানি কোথাও না কোথাও
মরুভূমির ফণিমনসার মতো,
মেরুদণ্ডের সুসমন্বিত এক হৃদয়,
একটা নামের জন্য বসে আছে, প্রতীক্ষায়, যেমন বর্ষার জন্য ফণিমনসারা থাকে।

কিন্তু আমি শুধু সামান্য কয়েকটা কথা জানি
খোদাইকারীদের ভাষায়
যার তলায় আমার জীবন্ত পূর্বপুরুষদের ওরা সমাধি দিয়েছে।

ভূ. চ.

জে. সি. ডি. মেলো নেটো

ব্যালেরিনা

নাচে নর্তকী
রবারে গঠিত
নাচে বিহঙ্গী
স্বপ্ন-ভূমিতে

ঘুমের রাতের তৃতীয় প্রহরে
স্বপ্নমালার নাগাল ছাড়িয়ে
গোপন কক্ষে
মৃত্যু খুলছে।

লেখার কালিতে বানানো দৈত্য-
গুলোর মধ্যে রবারে গঠিত
নর্তকী আর
নাচিয়ে পাখিটা

প্রতিটি দিনের মন্থরতার
রবার চিবুই। কীটপতঙ্গ
অথবা পাখির গতির ছন্দ
পারিনা ধরতে।

পা. চ

ম্যুরিলো মেদেস

কিছু

চেহারা আসলে কি
প্রকাশ করে।
সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া, জীবন কি।
বেগ্নী স্বপ্নমালা কি।
কোন্ আয়না তার প্রাথমিক
শৈশব ধরে রাখে।

তৃ. চ.

কার্লোস ড্রামণ্ড উইলিয়মস

ভোর

একজন মাতাল কবি ট্রামে যাচ্ছিলেন। দূরে বাগানের ওপারে ভোর
নেমে আসছিল। অবসর ভাতা পাওয়া বুড়োর দল বিষণ্ণতা নিয়ে
ঘুমুচ্ছিল। বাড়ী ঘরগুলি দুপাশে মাতালের মত ক্রমশ সরে যাচ্ছিল।

সবকিছু ছিল অপরিবর্তনীয় স্থির। কেউই জানেনি যে পৃথিবী
শেষ হয়ে যাবে (শুধু একটি শিশু টের পেয়েছিল, কিন্তু সে চুপ করেছিল)
পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে সাতটা পঁয়তাল্লিশে।

শেষ ভাবনাগুলি! শেষ টেলিগ্রামগুলি! 'জোগে' যে সর্বনামগুলি
ঠিক জায়গায় বসিয়েছিল, বসিয়েছিল, 'হেলেনা' যে মানুষকে ভালবেসেছিল,
সেবাস্টিয়ান যে দেউলিয়া হয়েছিল, আর্থার যে কখনো কিছুই বলেনি
—এরা সবাই অনন্তের দিকে যাত্রা করেছে।
কবি ছিলেন প্রমত্ত। তবু তিনি ভোরবেলা একটা চিৎকার শুনলেন ঃ
'আমরা কি সবাই ট্রাম ও বৃক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাচতে যাব ?'
ট্রাম ও বৃক্ষের মাঝখানে নাচো, ভাইসব নাচো
বাজনা ছাড়াই নাচো।
কী স্বতস্ফূর্তভাবে শিশুরা জন্মায়! কী অদ্ভুত মানুষের এই ভালবাসা,
ভালবাসা ও অন্যান্য উৎপাদিত বস্তুসমূহ! নাচো যে ভাইয়েরা আমার,
মৃত্যু আসবে আরো পরে ধর্মীয় মিলনোৎসবের মত।

উ ব.

আলফনসাস ডি গ্যুইমারায়েনস্

নৈশ সঙ্গীত

রাত্রির নির্জন প্রান্তরে গীটারগুলি কাঁদে। ওরা যেন অসুখী হৃদয়।
গোটা শহরটাই ঘুমিয়ে আছে যন্ত্রণায়…ওপরে প্রহরারত
মড়ার খুলির মত চাঁদ।

সারা আকাশ জুড়ে রূপালী আলোর বুনট…একা এক কণ্ঠস্বর
চীৎকার করে যীশুকে ডাকছে।

চাঁদের আলোর গভীর স্তব্ধতা নীচে ছড়িয়ে যায়…আর চাঁদের আলোয়
প্রতি দরজায় একেকটি আত্মার মৃত্যু হয়।

বুড়োমানুষের দল কেঁপে হেঁটে যায়…শান্তিতে যাও হে পবিত্র মিথ্যার
প্রচারকগণ।
গোটা শহরটাই বিষন্ন কবরখানা…ভেসে আসে স্মৃতিচারণ
আর রহস্যের গুঞ্জন।

চাঁদ আটকে রেখেছে তার নিজের চোখের জল…দূরে নদীর গান
ভেঙে পড়ছে কান্নায়।

দক্ষিণ থেকে উত্তরে গোপনতার মত ছড়িয়ে যাচ্ছে দুর্ভাগ্যের দমকা হাওয়া ;
এ হল ভয়ের কণ্ঠস্বর…

শান্ত রাত্রির বুকে শ্মশানের মৃৎপাত্রে জেগে আছে স্বর্গীয় স্তব্ধতা…
সমস্ত কিছুর ভিতর যে অনন্ত দুঃখ রয়েছে তার মধ্যে আমি

গভীর শান্ত ও করুণ এক অশ্রুপাতের শব্দ শুনি।
রাত্রির নির্জন প্রান্তরে গীটারগুলি কাঁদে। ওরা যেন অসুখী হৃদয়।

আর শহরের মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে যায়
এমন একজনের স্মৃতি নিয়ে যে মরতে চলেছে।

উ. ব.

আন্দ্রেই এলয় ব্লাকো

রুটির মতন

রুটির মতই যেন তুমি ওরা বলেছিল, যেন ওরা তোমায়
খেতে উদ্যত হয়েছিল, যেন ওরা ভাবভঙ্গির টেবিল সাজাচ্ছিল
তোমার ভালমানুষি দিয়ে প্রাতঃরাশ করার আশায়।
আমি ভেবেছিলাম তখন তোমার গন্ধ ছিল ভালবাসার প্রাতঃরাশের মত
তোমার হাতদুটো দুমড়ে পড়েছে তোমার দুগ্ধময় শরীরের ওপর
আর আমার শরীর উষ্ণ করুণায় বাদামী হয়ে গেছে
আর আমার রুটির হৃদয় হওয়ার বাসনায় তোমার হৃদয়
সাদা হয়ে গেছে।
আর সেই ছিল আমার শব্দের ভিতর তোমার শুভ্রতার,
আমার উদ্বেলিত আনন্দের ভিতর তোমার ভালমানুষির
আমার রক্তের ভিতর আসন্ন পরিবর্তনের
অষ্টম ধর্মীয় মিলনোৎসব। আর আবার রোমকূপগুলি
লক্ষ লক্ষ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তোমায় শুষে নিয়েছিল।
এখন আমার ঘৃণা নির্গলিত স্বেদ আর আমার আত্মা এখন
আমার হাতের ভিতর তোমার রুটির মত হালকা।
ওগো রুটির মতন মেয়ে—এখন তোমায় আমি
নিষ্পাপ শিশুর ক্ষুধা নিয়ে গ্রহণ করব।

উ ব.

জোস অ্যাসুনসান সিলভা

চিকিৎসা প্রস্তাব

হতভাগা পেটরোগা রোগীটিকে ডাক্তার
টিপেটুপে দেখলেন গড়বড়ে পেট তার।
সারাবার জন্য দেন প্রেসকিপশন
দুইবেলা ভুরিভোজ মুরগী মটন ॥

মিষ্টি জাতীয় যতো দেন তাঁরা বাদ
ঝলসানো মাংসের নিতে হবে স্বাদ
টনিক হিসেবে আরো দেন অতিরিক্ত
মাত্রা মাফিক খেতে মিকসচার তিক্ত ॥

হতভাগা বিদ্বান পাকস্থলী
আজেবাজে খাদ্যেই ভরতি খালি
একঘেঁয়ে জিনিসে ক্লান্ত বোঝাই
অশ্রুপদ্য পড়া দরকার নাই ॥

নাটক গল্প গাথা আর ইতিহাস
আধা রোমান্টিক যতো পাতি উপন্যাস
বদহজম হয় খেলে যে সকল খাদ্য
খেয়োনা তা, খেতে আর নাই হলে বাধ্য ॥

সু. চ.

আলভারো ম্যাটিস

একটি শব্দ

যখন জীবনের মধ্য থেকে অকস্মাৎ উঠে আসে একটি অনুচ্চারিত শব্দ
এক গভীর ঘনস্রোত আমাদের টেনে নিয়ে আসে তার বাহুর ভিতর
এবং তখন শুরু হয় সদ্য শেখা যাদুবিদ্যার ভিতর দীর্ঘ পরিক্রমা
যা এক বিশাল পরিত্যক্ত বিমান রাখার ঘর থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকারের মত উঠে আসে
যেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর বিস্মৃত প্রাণীদের ধাতব শরীরের ভিতর
শ্যাওলারা দেয়ালগুলি পোষাকে সাজায়।
একটি শব্দই যথেষ্ট, শুধু একটি শব্দ। আর তখনই শুরু হয় সেই স্থির নৃত্য
যা আমাদের নিয়ে যায় শহরগুলির ঘন ধুলোর ভিতরে
নিয়ে যায় আলোহীন হাসপাতালের কাছে
যেখানে গ্লাসগুলি ছোপধরা আর উঠোন ভরা থাকে ঝুল কালি মাখা ফুল
আর স্যাতস্যাতে ঘন ছায়াগুলি ক্লান্তরমণীর মত শুয়ে থাকে।
এখানে কোথাও সত্য নেই এবং তবুও রয়েছে সেই বোবা ভয়ের বিস্ময়
যেখানে জীবন পূর্ণ ভিনিগারের নিঃশ্বাসে—সেই সব বাসি ভিনিগার
যা ছড়িয়ে থাকে বিনম্র পতিতালয়ে খাবার রাখার ঘরের মেঝেয়।
এও যথেষ্ট নয়। আরও রয়েছে সেই উষ্ণ অঞ্চলগুলির অভিযান
যেখানে পোকারা পাহারা দেয় ক্ষেত্ররক্ষকদের গোপন সঙ্গম
যাদের কণ্ঠস্বর ভেসে যায় দূরে অন্তহীন আখের ক্ষেতের ভিতর
যার মধ্য দিয়ে ছুটে গেছে দ্রুতগামী খাল আর মসৃণ চর্মের স্বচ্ছ সরীসৃপ।
আহা! সেই ক্ষেত্ররক্ষকদের ক্লান্ত জাগরণ যারা পাহারার প্রতিশ্রুতির মতন পাঠানো
রাতের আক্রমণকারী পোকাদের তাড়াতে অবিরাম বাজিয়ে চলেছে
সুরেলা পেট্রোলের টিন।

আর যদি কোন এক নারী শুয়ে থাকে অপেক্ষায়
একশ বছরের চেয়েও পুরনো ফুলে ফুলে পল্লবিত সীবা গাছের ডালের মতন
সুঠাম শুভ্র উরুদ্বয় মেলে দেয় তখন কবিতাটি শেষ হয়ে আসে
ঘোলা ঝরণার একঘেয়ে ক্রন্দনের মত অর্থহীন
যে ক্লান্তি সদাই নতুন হয় কামুক ব্যায়ামবীরের ক্লান্ত শরীরে।
শুধু একটি শব্দ। একটি শব্দ, আর তারপর শুরু হয় উর্বর দুঃখের নৃত্য।

উ. ব.

অতো রেনে কাস্তিইয়ো

হাতিয়ার

তোমার আছে বন্দুক
আর
আমার, ক্ষুধা।

তোমার আছে বন্দুক
কারণ
আমার আছে ক্ষুধা।

তোমার আছে বন্দুক
আর তাই
আমার আছে ক্ষুধা।

থাকুক তোমার বন্দুক
থাকুক তোমার হাজার বুলেট এমনকি আরো একহাজার—

তুমি সব খরচ ক'রে ফেলতে পারো আমার বেচারা শরীরে—
তুমি আমাকে খুন করতে পারো একবার দু-বার তিনবার
দু-হাজারবার সাতহাজারবার

কিন্তু শেষটায়
আমার কিন্তু চিরকাল তোমার চেয়ে বেশি হাতিয়ার থাকবে

যদি তোমার থাকে বন্দুক
আর আমার
কেবল ক্ষুধা

মা. ব.

পল লারাক
বস্তুর হৃদয়

চতুর্দিক আগুন ঘিরে বসে আছেন এক মহিলা
তার মুখে একটা পাইপ
রাস্তার সূর্যের উত্তাপ টেনে নিচ্ছে এক টিকটিকি
দিনের ময়লায় দাঁড়িয়ে আছে এক শিশু
দুর্ভাগ্যের জাঁতাকলে পিষে যাওয়া কিছু মানুষ
এক রাত্রি গড়িয়েই চলে আরেক রাত্রির প্রতীক্ষায়
উদ্যত নখর
আঁচড়ে ফেলছে জমির বুক ছিন্নভিন্ন করছে
মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড

ব. চ.

এলজওয়ার্থ ম্যাক জি কিয়েন
সপ্তাহ কুড়ি

ঠিক সকাল সাতটায়
গত নির্বাচনের আগে
প্রচার শুরু হলো যখন
আমাকে জাগিয়ে দিলো
এক শিশু
যে নিজেও
মার্কেট স্কোয়ারে ঘুমিয়ে থাকে প্রতিদিন
সেই বললো
দুই অথবা তিনজন যেখানে
একত্রিত হয়েছে সেখানে
আমাদের উচিত
তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিবৃত্ত করা

র. চ.

লুইস্ লরেন্স টোরেস
বলিভার

রাজনীতিবিদ, সৈনিক, নায়ক বক্তা এবং কবি, এসব বিষয়ে
শ্রেষ্ঠ যাঁরা, আর যেসব দেশকে তিনি স্বাধীন করেছেন ঠিক তার মতো
কোনো দেশেই জন্ম নেননি তিনি
যদিও অনেক রাষ্ট্র তাঁর থেকে জন্ম নিয়েছে।

তরোয়াল যার অঙ্গভূষণ তার মতো তাঁর সাহস ছিলো
গোলাপ পরেন যিনি তার মতো ছিলো তার সৌজন্যবোধ
যখন তিনি শোবার ঘরে ঢুকতেন ছুঁড়ে ফেলে দিতেন তরোয়াল
যখন তিনি যুদ্ধে যেতেন দূরে ফেলে দিতেন ফুল।

আণ্ডিজ পর্বতমালার চূড়ো তাঁর চোখে
ভয়হীনতার প্রসংশার স্বাক্ষর ছাড়া অন্য কিছুই না
তিনি ছিলেন একজন সৈনিক কবি, একজন কবি সৈনিক।

এবং মুক্ত প্রতিটি মানুষই ছিলো সেই কবির বাহুর শক্তি
ছিলো সেই সৈনিকের কবিতা।
এবং তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন·· !

সং. চ

রুবেন দারিও

দূরে বহুদূরে

ছেলেবেলায় একদিন ক্লান্তিঅঞ্চলের শান্ত খামারবাড়ির উর্বর উঠোনে
নাইজিরিয়ার জ্বলন্ত সূর্যের নিচে যে ষাঁড়টাকে আমি ঘামতে দেখেছি,
বাতাসে গলা মিলিয়ে গান গাইত যে বনঘুঘু,
সেইসব কুঠার বুনোপাখির ঝাঁক আর ষাঁড়ের দল,
তোমাদের সবাইকে আমি প্রণাম জানাই, তোমরাই আমার জীবন।
হে নধরকান্তি ষাঁড়, তুমি গাই-দোয়ানোর সুন্দর ভোরকে জাগাও,
যখন আমার জীবন সবটাই ছিল গোলাপী ও সাদা,
আর হে আমার ঘুঘুপাখি তুমি ঘুম পাড়াও বেয়ে ওঠো,
আমার অতীত বসন্তগুলির ভিতর দাঁড়িয়ে থাকো।
আর সেই সব কিছুর মধ্যে জেগে থাকে স্বর্গীয় বসন্ত।

উ ব.

উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস্

রাজনীতি

'এ যুগের মানবনিয়তি রাজনীতির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে—'
—টমাস মান্

মেয়েটি ঐতো, কী করে করব আমি
মনঃ সংযোজন ?
কী ভাবে দেব যে রোম কি রুশীয়
কিংবা স্পেনীয় রাষ্ট্রনীতিতে মন ?
যদিচ এখানে জনৈক ভূয়োদর্শক এসেছেন
কী বক্তব্য জানেন বিলক্ষণ,
এবং রাষ্ট্রনীতিবিদ্ বটে তিনি,
পড়েছেন ঢের করেছেন চিন্তন,
হতে পারে তিনি যা যা বলেছেন ঠিক
যুদ্ধ এবং কি হবে যুদ্ধ অন্তে,
তবু আমি যদি যুবক হতাম ফের,
জড়িয়ে নিতাম মেয়েটিকে ভুজবন্ধে !

অ. দা. গু.

ডি এইচ লরেন্স

কাজ

সে-কাজের কি মানে হয়,
যে-কাজে সমস্ত সত্তা না যায় ডুবে
যে-কাজে তন্ময় না হ'তে পারি !
        যে-কাজে না মগ্ন হ'তে পারো
        সে-কাজে মজা তো নেই
        কোরো না সে-কাজ !

সত্যিকারের কাজ যখন মানুষ করে
তখন মানুষ হয় নব-বসন্তের গাছের মতো প্রাণের বেগে স্পন্দমান,
মানুষ তখন জীবনকে করে উপভোগ,
শুধু কাজ তো সে করে না।

কাশ্মীরের উপত্যকায় পশম যারা বোনে—
দীর্ঘ মসৃণ পশমের সূত্র
বোনে দীর্ঘ মোলায়েম আঙুলে,
দীর্ঘায়িত কালো চোখে তাদের গভীর প্রশান্তি,
প্রশান্তি তাদের স্তব্ধ তন্ময় অন্তরে—
তারা ঠিক ঋজু দীর্ঘ গাছের মতো নয় কি,
—বসন্তে যে-গাছ প্রসারিত করছে পত্রপুঞ্জ আকাশের পানে!
তারা জীবন্ত পত্রের শুভ্র কোমল জাল বুনে চলে।
গাছ যেমন ক'রে নবপল্লবে নিজেকে ঢাকে
তারাও তেমনি জড়ায় শুভ্র আবরণ তাদের গায়ে।

শুধু পশম নয়,
বাড়িঘর, জাহাজ, জুতো, গাড়ি আর পেয়ালা আর বুটি,
মানুষ সবই তো তৈরী করতে পারে সৃষ্টির আনন্দে
যেমন আনন্দে শামুক জমায় তার খোলস,
আর পাখিরা নীড়ের ভেতর ভর দিয়ে তাদের বুকে খাওয়ায় টোল,
আর মাটির তলায় আলু গড়ে তার গোল শেকড়,
যেমন ক'রে গাছ ফোটায় ফুল আর ফলায় ফল!
—নির্মাণ সে তো নয়, সে হ'ল রচনা,
সে হ'ল আনন্দের আত্মপ্রসারণ!
এমনি ক'রে আবার নতুন ক'রে মানুষের নগরও বেড়ে উঠতে পারে,—
কর্মমত্ত মানুষের দেহ থেকে যেন উদ্যান হয়েছে সৃষ্টি।

যেদিন তাই হবে
সেদিন মানুষ সব যন্ত্র ভেঙে করবে চুরমার!
গাছের মতো নিজের রচিত পল্লবে নিজেকে আবৃত করার উৎসাহে,
বাস করার আনন্দে মৌমাছির মতো নিজের মধুচক্রে,
নিজের হাতে ফোটানো পুষ্পের মতো সুকুমার পাত্র থেকে পান করার উত্তেজনায়
সেদিন মানুষ সব যন্ত্রই করবে বাতিল।

প্রে. মি.

আর্নেস্ট জোন্‌স

শান্তির সময়

তোমার ঝাণ্ডার 'ডোরা'
কাঁদিয়া রক্তাক্ত পিঠে
বহিছে তোমারই ক্রীতদাস,
তোমার ঝাণ্ডার 'তারা'
যে-আকাশে জ্বলে আজ
সে-আকাশ রাত্রির আকাশ ॥

স দ.

উইনিফ্রেড হোলট্‌বি

ফ্রান্সের ট্রেন

সারা দীর্ঘরাত্রি অদৃশ্য পাহাড়ের পথে
ট্রেনগাড়ি
অগ্নি-চক্ষু ট্রেনগাড়ি,
ডাকে পরস্পরকে তীব্র খোঁজের চীৎকারে ;
আর আমি
ভেবেছিলেম সব ভুলেছি যুদ্ধের কথা—
হঠাৎ ঝলসে উঠল মনে সেই ক্যামিয়র্সের এক রাত্রি
জেগে শুয়েছিলেম ঘন অন্ধকারে,
শুনেছিলেম ট্রেনের শব্দ,
পশু, চিৎকার করা ট্রেন-পশুগুলো
ডাকছে পরস্পরকে তাদের শিকারের গর্জনে।
দুর্নিবার, অমোঘ, হিংস্র পশুর মতো
ছুটছে শিকারের সন্ধানে।
সৃষ্টি করেছে এই জন্মেই তাদের নির্মাণকর্তা,
সেই তারা, ব্যবসা যাদের ধরা এবং গ্রাস করা
আমাদের রক্তমাংসের একান্ত আপনজনদের।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা
ক্রুদ্ধ অসহায়, শুয়েছিলেম একা সে রাত্রে

শুনছিলেম শিকার করছে তারা তোমাকে, প্রিয় আমার, আর তোমাকে,
শুনছিলেম ছুটে নিয়ে চলেছে তারা তোমাকে মৃত্যুর মুখে,
অসহ্য চেষ্টা করলেম সাবধান করতে তোমাকে পশুদের হাত থেকে
হায়রে, ঐ পশুদের হাত থেকে !
তারপর মনে হলো, না,
এতো বিশ্রী স্বপ্ন সত্য হতেই পারে না !
ক্ষণেক শান্ত হলো মন, তখন ট্রেনের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না—
কিন্তু হঠাৎ, ঐ যে, নিস্তব্ধের বুক চিরে কম্পিত হল গর্জন,
শুনলেম, ঐ দূরে, আরো দূরে,
ভীষণ বজ্র-নিনাদ তাদের আনন্দহীন ভোজে—
ধরেছে তোমাকে পশুরা, তাহলে, ধরেছে ঐ পশুগুলো, ঐ পশুগুলো—
জানলেম
আমার নিশাচর স্বপ্ন তবে সত্য ॥

অমিয় চক্রবর্তী

ক্রিস্টোফার লজ

তোমার শত্রুকে জানো

তোমার শত্রুকে জানো
তুমি কি রংয়ের তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না
যদি তুমি কাজ করো তারই জন্যে।
আর তবুও তুমি কাজ করো।
তুমি কতোটা রোজগার করো তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না
যদি তুমি তার জন্য আরও বেশী উৎপাদন করো।
আর তবুও তুমি কাজ করো।
কে সবচেয়ে ওপরের তলার ঘরে থাকে তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না
যদি সে ঐ বাড়ির মালিক হয়।
আর তবুও তুমি চেষ্টা করো।
সে তার বিরুদ্ধে তোমাকে লিখতে দেবে
যদি তুমি তার বিরুদ্ধে কাজ না করো।
আর তবুও তুমি লেখো।
সে মানবতার স্তুতিগান করে
কিন্তু মানুষের চেয়ে পড়তা বেশী বোঝে।

দর কষাকষি করো সে অট্টহাসি হাসবে আর তোমাকে পিটুবে ;
তাকে চ্যালেঞ্জ করো, হত্যা করবে।
সে যা অধিকার করে আছে তা হারাবার আগেই
সে পৃথিবীটা ধ্বংস করবে।
চূর্ণ করো পুঁজিবাদকে এক্ষুণি।

কিন্তু যখন তুমি মুক্ত হবার জন্য আদাজল খেয়ে উঠে পড়ে লাগবে
আর গঠন করবে তোমার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ
শত্রুকে ভুলো না হে
সে তোমার ভিতরেই আছে।

সং. চ.

উইলফ্রেড ওয়েন

প্রাচীন আর তরুণের নীতিগল্প

সুতরাং আব্রাম উত্থিত হলেন, বন কাটলেন, এবং চললেন,
এবং সঙ্গে নিলেন আগুন আর একটি ছোরা।
এবং এইভাবে যখন তারা দুজনে চলেছেন একসঙ্গে,
আইজাক, প্রথম-জাতকটি, ইসারা করল আর বললো—পিতা আমার,
আয়োজন লক্ষ করুন, আগুন আর লৌহ,
কিন্তু, দাহ যজ্ঞের মেষ শাবকটি কোথায় ?
তখন আব্রাম সেই তরুণকে চামড়ার বন্ধনী আর দড়িদড়া দিয়ে বাঁধলেন,
এবং সেখানে আত্মরক্ষার বেদী আর পরিখা বানালেন,
এবং নিজের ছেলেকে হত্যা করবার জন্য ছুরি বাগিয়ে ধরলেন।
তখন, দেখ ! স্বর্গ থেকে একজন দেবদূত তাঁকে ডাকলেন,
বললেন, তুমি বালকটির গায়ে হাত তুলোনা,
তাকে কিছুই করোনা তুমি। দেখ,
ঝোপের মধ্যে একটা ভেড়া শিংয়ে জড়িয়ে আটকে আছে ;
এই আত্মাভিমানের মেষটিকে ছেলের বদলে উৎসর্গ করো।
কিন্তু প্রাচীন মানুষটি তা করেন নি, হত্যা করেছেন তার পুত্রকে,
এবং ইউরোপের বীজের অর্ধেক একে একে।

সং. চ.

হিউজ ম্যাকডায়ারমিড

শিশু-হাসপাতালে

এবারে ওই পা-কাটা ছেলেটা আমাদের
মহীয়সী মহিলাকে দেখিয়ে দিক
ক্রাচদুটো সে কেমন রপ্ত করে নিয়েছে।
সিস্টারের আপত্তি—'না না ও এখনও রপ্ত হয়ে ওঠেনি.'
কী এসে যায় তাতে—যখন তা
স্বয়ং মহারাণীর ইচ্ছে। এসো, খোকন
ভয় কী! ঘরের ভেতরেই কয়েক পা চলবার চেষ্টা করো ত।
দেখবে স্বয়ং মহারাণী আপন হাতে তোমার পিঠ চাপড়ে দেবে
দেখবে জীবনের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা হঠাৎ কোথায় উবে গেছে
দেখবে পা না-থাকাটা এমন কিছু কষ্টের নয়—
যখন তা এহেন দুর্লভ সম্মান এনে দেয়।
দেখবে, আর পাঁচটা ছেলে তোমাকে হিংসে করছে
তখন বুঝবে, যা হয়েছে ভাল-র জন্যেই।
কিন্তু তোমার ওই ক্রাচের ঠকঠক-ঠকঠক
কবে বাজপড়ার শব্দ নিয়ে
আমাদের মহীয়সীর মাথার খুলিটা চৌচির করে দেবে!

অ রু ণ

উইলিয়াম স্প্যোটার

শিশুরা

শুয়ে থাকে তারা রাস্তায় পথে ঘাটে
ভাঙা পাথরের কাছাকাছি লাগালাগি :
ভাঙা পাথরের থেকে শিশুদের রক্ত বিস্ফারিত চোখে তাকায়।

আকাশ থেকে নেমে এসেছিলো মৃত্যু
উজ্জ্বল বিকেলে :
উজ্জ্বল বিকেল ঢেকে গিয়েছিলো তির্যক আঁধারে।

আবার আকাশ নির্মল
কিন্তু মাটিতে একটা দাগ .
পৃথিবী আবৃত হয় আঁধারে বিষন্ন চিহ্ন নিয়ে

একটা ক্ষত যা সর্বত্রই
মানুষের বুককে করে নোংরা
শিশুদের খুন মানুষের হৃদয়কে করে নষ্ট।

এবং বাতাসে নীরবতা .
নক্ষত্রেরা যে যার জায়গা বদলায় ,
শব্দহীন চঞ্চলতাহীন নক্ষত্রেরা চলে-ফেরে নিজস্ব ভূমিতে :

এবং পৃথিবী থেকে শিশুরা অবাক চেয়ে থাকে
ভয়েভরা অন্ধ মুখ নিয়ে :
শিশুদের মুখেচোখে আমাদের দয়া বা করুণা।

স . চ.

এরিখ ফ্রেইড

খেলনা

১.
বাজার-হিসেবীরা জানাল
শিশু উৎসবের দিনে
বোমার বদলে
খেলনা ফেলা হলে
নিশ্চিতভাবে তা মানুষের মনে
দাগ কাটবে
এবং বাস্তবিকই
গোটা পৃথিবীতেই
এ একটা বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে

২.
বিমানগুলো যদি
দুসপ্তাহ আগে খেলনা ফেলত
আর বোমা ফেলত এখন
তাহলে আমার বাচ্চা দুটো
তোমাদের দয়ায়
খেলবার মত হাতে কিছু পেত
ওই দুটি সপ্তাহ।

অ.কৃ.দ.

ভিয়েতনামে 'শিশুউৎসবের' দিন আমেরিকার বোমারু বিমান থেকে গ্রামেগঞ্জে খেলনা ফেলা হয়; তার কিছু আগে তাদেরই বোমার আঘাতে সেখানে শত শত শিশু নিহত হয়েছে।

জোভান্নি পাস্কোলি

তখন

তখন··· সেই সেকাল, সেই সেকাল
ছিলাম সুখী চরম সুখী এখন নয় তখন,
সে কথা ভেবে এখনও পাই এখনও সুখ মনে
সেই যে সেই সেকাল সেই সেকাল।

সেই যে সেই বছর, কত বছর গেল কেটে
আরও অনেক বছর যাবে আরও অনেক বছর,
তবুও হৃদয়, তোমার কাছে একটি শুধু দামী
অন্য কোনো বছর নয়, শুধুই সেই বছর।

সেই আমার একটি দিন সঙ্গীহীন দিন
আসেনা আর ফিরে সে দিন আসে না আর ফিরে
আগেও জীবন ফাঁকা ছিল পরেও হলো তাই
মাঝখানে এক ক্ষণস্থায়ী তুলনাহীন দিন।

বিন্দু অতি ক্ষণস্থায়ী, এতোই ক্ষণিকের
যায়নি তাকে ধরা তাকে যায়নি যেন ছোঁয়া,
তবু ছিলাম সুখী আমার বিন্দু ছুঁয়ে ছুঁয়ে
ক্ষণস্থায়ী বিন্দুলীন সেই যে সেই সেদিন।

জ. চ.

উজিনো মনতালে

বান মাছ

বান মাছ, লাস্যময়ী
হিম সমুদ্রের, বাল্টিক উপসাগর ছেড়ে
এসেছো আমাদের সাগরে,
আমাদের মোহানায়, নদীর ভিতরে

নদীর প্রবাহ থেকে ক্রমশ গভীরে, প্রবল বন্যায়
ভেসে, নদীর প্রতিটি শাখা-উপশাখায়
শিরা-উপশিরায়, সুরু হয়ে—
আরও ভিতরে, পাথরের অভ্যন্তরে ঢুকে
কাদার ভিতর থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে—
তারপর একদিন
চেস্টনাট গাছ থেকে আলোর রেখা এসে ঝলসায়
নিবদ্ধ পুকুরে
পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণায়—
বান মাছ, আলো, চাবুক ;
মর্ত্যে ভালোবাসার তীর
যাকে শুধু আমাদের নদীর খাত অথবা
পিরেনিস পর্বতের শুকনো ঝর্ণার পথ
ফিরিয়ে দেয় প্রজনন স্বর্গে ;
সবুজ আত্মা আবার জীবন খোঁজে
যেখানে শুধু জ্বলন্ত বৃষ্টিহীনতা আর
নির্জনতার ক্ষয়,
স্ফুলিঙ্গ বলে ওঠে
সেই তো সব আরম্ভ, যেখানে সব
জমে যায় কাঠকয়লা, নিহিত কাষ্ঠে ;
তোমার চোখের পাতায় সাজানো
সংক্ষিপ্ত রামধনু
তুমি উজ্জ্বল হও, অচঞ্চল থাকো
মানুষের সন্তানদের মধ্যে, যারা
মগ্ন থাকে তোমার জীবনদায়িনী কর্দমে ;
তুমি কি মানো না
সে তোমারই সহোদরা ?

সু গ

সালভাতোরে কোয়াসিমোদো

বের্গামোর পাহাড়-দুর্গ থেকে

বাতাসে ভেসে আসছিল মোরগের ডাক
দেওয়ালের ওপার থেকে, অলক্ষ্য আলোয় তুহিনাভ দুর্গ-
তার ওপার থেকে ; তুমি সেই ডাক শুনেছিলে।
সেই ডাকে স্পন্দিত—জীবনের স্বর,
অন্ধ কুঠুরির গহ্বর থেকে ভেসে-আসা মর্মরধ্বনি,
আর, প্রাক্-প্রত্যুষে প্রহরী-পাখির আওয়াজ।

তোমার নিজের জন্য তুমি কিছুই বলোনি,
তোমার গতি তখন কাঁচ কাঁচ সূর্য কিরণের গতিপথে,
বিশ্রী ধোঁয়ার দমকায় আচ্ছন্ন কৃষ্ণসার তখন মূক,
সারস স্তব্ধ, প্রত্যাসন্ন পৃথিবীরই মায়া-প্রতীক যেন।

শীতের নগ্ন চাঁদ চলে গেল
পৃথিবীর ওপর দিয়ে—পৃথিবী তো নয়
যেন আপন নৈঃশব্দ্যে উদ্ভাসিত
কোনো স্মৃতির শরীর।

তুমি এখনও চলেছ
দুর্গপ্রাকারে সাইপ্রেস-তরুশ্রেণীর ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে।
এখানে সব ক্রোধ মৃত তরুণদের শ্যামলিমায় শান্ত,
আর দুরান্ত শোক, সে তো সুখেরই অনুরূপ।

জ. চ.

ইয়েহুদা এ্যামেচেই

আহা, আমরা এমন চমৎকার আবিষ্কার ছিলাম

তাঁরা কেটে ছিঁড়ে জুড়ে দিলেন
তোমার উরুর সঙ্গে আমার পাছা।
আমি যতদূর জানি বুঝি
তাঁরা সবাই শল্যচিকিৎসক। তাঁরা সবাই তাই।

তাঁরা আমাদের আলাদা করলেন
প্রত্যেককে আরেক জনের থেকে।
আমি যতদূর জানি বুঝি
তাঁরা সবাই ইঞ্জিনীয়ার। তাঁরা সবাই তাই।

হায়রে হায়। আমরা এতো ভালো ছিলাম
আর ভালোবাসতাম আবিষ্কার, উদ্ভাবনকে।
একজন বেটাছেলে আর একজন মেয়েছেলে থেকে তৈরী হলো উড়োজাহাজ
পাখাটাখা সব কিছুই।
আমরা মাটির ওপর একটু ডিগবাজি খাই লাফাই।

এমনকি সামান্য উড়েওছিলাম আমরা।

সা. চ

গ্যাসেপি আনগেরাটি

অন্য এক রাত্রি

এই অন্ধকারে
হাত দিয়ে
জমে যাওয়া
আমি বুঝে নিই
আমার মুখ

আমি দেখি আমাকে
অনন্তের ভিতর পরিত্যক্ত

সা. চ.

নক্ষত্রমালা

আবার আমাদের মাথার ওপরে উপকথামালা জ্বলে।
পাতাপল্লবের সাথে তারা ঝরে যাবে প্রথম বাতাসে।
কিন্তু আসবে আরেক নিঃশ্বাস,
আবার নূতন স্ফুলিঙ্গায়ণ ফিরে আসবে।

জোসুয়ে কার্দুচ্চি

আনত বিদায়

তিনরঙা ফুল, ওরে,
অস্ত গেল তারাপুঞ্জ সমুদ্র ভিতরে,
বুকে আমার গীতিগুঞ্জ গুমরে গুমরে মরে।

অ. দা. গু.

বদল্যারের ডায়েরী থেকে

৪৪. প্রেম কী ? নিজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা। মানুষ হলো সেই ধরনের জন্তু যে স্তুতি করে। স্তুতি করার অর্থ হলো আত্মোৎসর্গ ও গণিকাবৃত্তি। অর্থাৎ সমস্ত প্রেমই গণিকাবৃত্তি।

৪৫. সব প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণিকা হলো সেই পরম আত্মা, ঈশ্বর নিজেই, কারণ প্রত্যেক লোকের কাছে সব কিছুর আগে তিনি তার বন্ধু ; কারণ তিনি প্রেমের সাধারণ, অনিঃশেষ উৎস।

প্রার্থনা। আমার মায়ের মাধ্যমে আমাকে শাস্তি দিওনা এবং আমার মাঁকে আমার জন্য শাস্তি দিওনা—আমি আমার বাবা ও মারিয়েটের আত্মার ভার বিশ্বাস করে তোমার কাছে রাখছি—আমাকে এখনই আমার দিনগত কাজ করবার শক্তি এবং এভাবেই বীর ও সাধক হতে দাও।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় অনূদিত 'উন্মোচিত হৃদয়' থেকে নেওয়া।]

আর্তুর র‌্যাবো

ঊষা

আমি গ্রীষ্মের ঊষাকে আলিঙ্গন করেছি।

প্রাসাদের শীর্ষে তখন কিছুই নড়ছিল না। জল ছিল নিথর। ছায়ার শিবির বনের রাস্তা ছেড়ে যায় নি। প্রখর উষ্ণ নিশ্বাস জাগিয়ে আমি হেঁটেছি ; মণিমানিক তাকিয়ে দেখল, ডানা উপরে উঠল নিঃশব্দে।

মেটে পথ ইতিমধ্যেই ভরে উঠেছে তাজা অস্ফুট ঝলকে ; তার মধ্যে প্রথম উদ্যম হলো একটি ফুল, যে তার নাম বলল আমাকে।

জলপ্রপাতে আমি হেসে উঠলাম, ঝাউগাছের মধ্যে দিয়ে সে এলায়িত হলো : রূপালি চূড়ায় আমি দেবীকে চিনলাম। তখন একটার পর একটা গুণ্ঠন আমি খসিয়ে দিলাম। বীথির উপর, হাত নেড়ে। সমতলে, যেখানে আমি মোরগের কাছে তাকে চিনিয়ে দিলাম। বিরাট নগরীতে, গম্বুজ আর গির্জাচূড়ার মধ্যে দিয়ে সে

পালাতে লাগল আর আমি নদীর পাথর-বাঁধানো ঘাটে ভিখিরির মতো তার পেছনে ছুটলাম।
রাস্তার চড়াইতে এক লতাগুল্মের বনের কাছে আমি তাকে তার গুণ্ঠনের স্তূপ দিয়ে ঘিরলাম এবং তার বিশাল শরীরকে অনুভব করলাম। ঊষা আর শিশু বনের নিচে ধরাশায়ী হলো।

যখন নিদ্রাভঙ্গ হলো তখন দ্বিপ্রহর।

অ. মি.

সাঁ জাঁ প্যাস

আমাকে যেতে দাও

এখন আমাকে যেতে দাও, আমি একা যাচ্ছি।
আমি বাইরে যাব, কারণ আমার কাজ আছে। একটা
পতঙ্গ আমার অপেক্ষায় রয়েছে কারবারের জন্যে। আমার
ভীষণ আনন্দ হয় যখন দেখি পলাকাটা চোখ : কোণের
আকার, অভাবনীয়, দেবদারু ফলের মতো।
কিংবা আমার মিতালি আছে নীলশিরা পাথরদের সঙ্গে :
এবং তোমরা আমাকে বসে থাকতে দাও
আমার জানুর অন্তরঙ্গতায়।

অ. মি.

লুই আরাগঁ

স্বাধীন এলাকায়

বাতাসে বিষাদ হারায় বিস্মরণ
ক্ষীয়মান ভাঙা হৃদয়ের ক্রন্দন
অঙ্গারে নেভা ভস্মবিভূতি ভায়
মদের মতন বৈশাখ শেষ করি
সারা আউষের মাসটা স্বপ্নে ভরি
লাল পাথরের সাবেকী মহলে গাঁয়ে।

হঠাৎ কোথায় কে আনে শিশু না নারী
বাগানে কিসের কান্না হাওয়ায় ভারি
ঘোমটায় চাপা ও কার তিরস্কার
জাগিওনা আহা আমায় কয় নিমেষ
আর কিছু নয় ক্ষণিক সুখের রেশ
কেটে দেবে জানি হতাশার টঙ্কার।

মুহূর্ত শুধু মনে হয় রেশ টানে
পাকা ফসলের শয্যায় যায় কানে
এলোমেলো ছেঁড়া অস্ত্রের হুঙ্কারে
কোথা থেকে কাছে আসে এ বিরাট গ্লানি
ঢাকা পড়ে নাকো অশ্রুগন্ধ জানি
জুঁই চামেলিতে রজনীগন্ধা-ঝাড়ে।

কেমন ক'রে যে ভুলেছি, ভুলেছি তাও
আমার সে ঘোর কুটিল যন্ত্রণাও
নিজেই নিজেকে খণ্ডিত করে ছায়া
অন্তবিহীন আমার অন্বেষণ
স্মৃতির চিহ্ন হারানো আমার মন
আশ্বিনে হেরে নতুন ঊষার মায়া।

প্রেয়সী ছিলাম তোমার আলিঙ্গনে
বাইরে গাইল অস্ফুট গুঞ্জনে
কে এক পুরানো ফরাসি দেশের গান
যন্ত্রণা থেকে খস্‌ল ছদ্মবেশ
নগ্ন পদধ্বনির তড়িৎ রেশ
স্পন্দিত করে মৌন হরিতে প্রাণ ॥

বি. দে.

পল এলুয়ার

সৎ বিচার

মানুষের জ্বলন্ত আইন
আঙুর থেকে প্রস্তুত করে তারা পানীয়
কয়লা থেকে বানায় তারা আগুন
চুমুগুলি থেকে গড়ে তারা মানুষ

যুদ্ধ আর দারিদ্র্য আর দুঃখ
মৃত্যু আর মৃত্যুর ঝুঁকিগুলি সত্ত্বেও
মানুষকে সমগ্রতা আর অখণ্ডতায়, প্রত্যেককে, ধরে রাখবার জন্যই
মানুষের আইন নিষ্ঠুর, এবং কঠোর

মানুষের স্নিগ্ধ ভদ্র আইন বিনীত স্বভাব
জলকে বদলে করে আলো
স্বপ্নগুলিকে রূপ দেয় গভীর বাস্তবতায়, আর
শত্রুদের করে ভাই, সোদর ভাই

মানুষের পুরোনো আর নতুন আইন
ব্যক্তির আত্মশুদ্ধিকরণের এক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি, যা
শিশুর হৃদয়ের গভীর অনুভূতি ও চিন্তা থেকে আরম্ভ ক'রে
পল্লবিত হয় সর্বোচ্চ বিচার পর্যন্ত।

সা. চ.

পল ভেরলেন

বনের দেবতা

পুরনো পাথরে বনের দেবতা কে ঐ
মাঠের মধ্যে হেসে ওঠে হাহাকারে,
বলে : দুর্দিন পরিণামে হবে জয়ী—
মুহূর্তগুলি মিছে শুক্রাভিসারে।

আমায় এনেছে তোমায় এনেছে ধরে
শোকের তীর্থ এযে—
এই প্রহরে, যে-ঘূর্ণিপাখায় ওড়ে,
হাজার ঢাকের শব্দে যে ওঠে বেজে।

দা. গু

যোহান ভোলফ্‌ গাংগ্‌ ফন গ্যেট

বিদায়

বাগ্মী চোখে বিদায় নিতে দাও,
সাধ্য নেই মুখে সে-কথা আনি ;
দুঃসহ এ বিরহবেদনাও,
পুরুষ ব'লে, তা মানি বা না মানি ॥

সকাল নয়, সকাল উপনীত :
বর্তমানে শপথও শোচনীয়,
অধরসুধা নীহারে অবসিত,
অকিঞ্চন মুষ্টি মোচনীয় ॥

অথচ ছিল একদা বিস্ময়
তোমার লঘু, চকিত চুম্বনে,
মাঘের শেষে প্রথম কিশলয়
লাগায় যেন পুলক পাতী বনে ॥

হবে না আর বদল বরমালা,
মধুপ লীলাকমল জাগাবে না।
বাহিরে শুধু বসন্তের পালা,
হৃদয়ে জমে হেমন্তের হেনা ॥

সু. না. দ.

গেয়র্গ ট্রাকল্‌

শীতের সন্ধ্যা

তুষারপাতে ঢাকে যখন এই বাতায়ন
সান্ধ্যঘণ্টা দীর্ঘ ধূলিময়
পূর্ণ টেবিল বহুজনের তরে
অন্তরালে প্রচুর আয়োজন।

'অনেক আসে ভ্রাম্যমান, অন্ধকার
পথের শেষে বহির্দ্বারে
ধরিত্রীর শীতল রসের উৎস থেকে
লাবণ্যের বৃক্ষ ফোটায় হিরণ্যাভা।

ঘরে প্রবেশ করে পথিক শান্ত পদপাতে,
যন্ত্রণায় ভস্মীভূত হয়েছে তার সীমা
অপার্থিব দ্যুতিতে যেন রুটি এবং সুরা
জ্যোতির্ময়, টেবিলে ওইখানে।

মা. রা. চৌ.

আর্নেস্ট টলার

বেঁচে থাকা

এটা তোমার শোকের সময় নয়,
এখন দেরি করারও আর সময় নেই,
তোমার ভাইয়ের রক্তে ভেজা ঐতিহ্য
তুমি বয়ে নিয়ে যাচ্ছ,
গর্ভবতী দলিল তোমার জন্য
অপেক্ষা ক'রে আছে।

সময় তোমার ঘাড়ে বোঝার মত চেপে ব'সে আছে,
সদর দরজা ভেঙে রাস্তা খুলে দাও—
জ্যোতির্ময় সকাল নিয়ে এসো।

ম. ভ.

হাইনৎস কাহ্‌লাউ

বনের ভিতর সেই মানুষটি

মোজা আর জুতো, সার্ট আর পাতলুন পরেই
সে চলে গিয়েছিল, আর
পকেটে সামান্য টাকা, যা সে নিয়ে এসেছিল।
তার ঘড়িটা সে রেখে এসেছিল ঘরবাড়ির জগতে,
সেখানে ফেরার পথ নেই, শান্তিকেই সে
খুঁজতে বেরিয়েছিল।

অনুজ্জ্বল অরণ্যের ভিতর দিয়ে সে
হেঁটেছিল একাকী,
ওপরের সীমাহীন আকাশ নীল আর স্বচ্ছ।
শৈবালময় মাটিতে কোনো চিহ্নই রাখছিল না
তার পদক্ষেপ,
আর যেদিকেই চোখ যায় দেখেছিল সে
শুধুই সবুজ।

সে শুনছিল পাখিদের ভয়ার্ত চীৎকার, আর
হাওয়ার বিলাপ,
আর কখনো সঙ্কুচিত কখনো ফুলে উঠছিলো
তার নিজেরই বুক,
আর যতো কথাই সে বলছিল, বলছিল শুধু
নিজেকেই।
সময় সময় সে দেখছিল, বহু দূরে, বন্যপ্রাণীরা
দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর যখন সে শুয়ে পড়েছিল বিশ্রামের জন্যে
তার শরীরের নিচে খোলা জমিটুকু ক্লান্তিকর
আর শিশিরে ঠাণ্ডা।
সে তার ওপর শুয়ে রইলো যেন তার চতুর্দিকে
চামড়া আর চুল ছাড়া আর কিছুই
জানার নেই তার।

এখানকার এই ঘাস, এই জীবজন্তু, এই হাওয়া
সেই বন্যার সময় থেকেই তাদের বিধান

অপরিবর্তিত,
অনেক জিনিসই মরেছিল আর বেঁচেছিল,
ইচ্ছাশক্তিহীন আর অন্ধ,
অফুরন্তভাবেই জন্তু আর অরণ্যতে রূপান্তরিত।
একটি বাসনা জেগে উঠলো তার নিজের ঘর আর
টেবিলের জন্যে,
সেতুগুলো আর বইগুলোর জন্যে, আর সেই সব
রাস্তাঘাটের জন্যেও যেখানে দ্রুত চলছে বাস,
এবং তার নিজের কাজের জন্যেও, কেননা কাজই
এই জগৎটাকে মানুষের জগতে
রূপান্তরিত ক'রে এসেছে।

যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় সে দৌড়ে ফিরে গেল
সেখানে, যেখানে অন্ধকারের ভিতরে ছিল
তার প্রথর উদ্যোগগুলো,
এই তো সেই দেবতা যার রয়েছে জন্তু আর
বনস্থলীকে শাসন করবার নৈপুণ্য,
আর সে ব্যগ্র তার নির্মাণের দিনটিকে
শুরু করবার জন্যে।

কি সে গু.

হ্যান্স ম্যাগনাস এঞ্জেনস্‌বার্গার

মধ্যবিত্তের আকাশ

আমাদের নালিশ করার কিছু নেই।
আমরা কাজ থেকে ছাঁটাই হয়ে যাই নি।
আমরা উপোস করি না।
আমরা খিদে পেলেই খাই।

ঘাসগুলি দিব্যি বেড়ে ওঠে,
আমাদের জাতীয় সঞ্চয়,
আমাদের দুহাতের দশটা আঙুলে ততগুলিই নখ-
তারাও বেড়ে ওঠে,
আমাদের অতীত আকাশ ছোঁয়।

রাস্তাঘাট ফাঁকা।
যারা মারা গেছে তাদের মুরগী বোঝাই ক'রে
কবর দেওয়া হয়েছে।
সাইরেনগুলি এখন মৌনব্রত নিয়েছে।
তবে, এসব দিনও থাকবে না, দিন ঠিকই বদলাবে।

মৃতরা তাদের 'উইল' রেখে গেছে।
বৃষ্টি এখন এক-আধ ফোঁটা, আসে আর যায়।
যুদ্ধের ঢাক এখনও বেজে ওঠে নি।
এখনই এজন্য মালকোচা মারার কোনো কারণ নেই।

আমরা ঘাস খাই।
আমরা জাতীয় সঞ্চয় একটু আধটু চাখি।
আমরা নখ কামড়ে খাই
আমরা অতীত গিলে খাই।

আমাদের কিছুই গোপন করার নেই।
আমাদের কিছুই হারাবার নেই।
আমাদের কিছু বলারও নেই।
আমাদের বিস্তর আছে।

ঘড়ির কাঁটায় দম দেওয়া রয়েছে।
সমস্ত পাওনা মেটানো হয়েছে।
ধোওয়া-পোঁছার কাজ শেষ।
শেষ বাস সামনে দিয়েই যাচ্ছে।

ফাঁকা—ভেতরে কেউ নেই।

আমাদের নালিশ করারও কিছু নেই।

কি জন্য, কার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি?

বী. চ.

বেরটোল্ট ব্রেখ্‌ট

ঝটিকাবাহিনীর গান

খিধেয় আমি ধুঁকছিলাম
পেটের মোচড়ে বিষণ্ণ
চিৎকার ক'রে বললো কেউ
: ওঠো, দ্যাখো দেশ জাগ্রত !

দেখলাম আমি সজ্জিত
সৈন্যেরা করে কুচকাওয়াজ
যেহেতু আমার কিছুই নেই
হারাবার মতো—, আমিও তাই
ঐ সাথে চলি—যা হয় হোক !

আমিও করছি কুচকাওয়াজ।
ওদের সঙ্গে মিলিয়ে তাল
': রুটি আর কাজ !' স্লোগান দিই
আমার সাথে সে লোকটাও।

নেতাদের পায়ে দামী জুতো
ন্যাংচাই আমি খালি পায়ে
তবু করে যাই কুচকাওয়াজ
বেহায়া ক্ষুধাকে চড় মেরে।

বাম পথে আমি চলতে চাই
'দল, দক্ষিণে' !—আদেশ হয় ;
অন্ধের মত মেনে চলি
ভালো বা খারাপ যা হয় হোক।

নতুন একটা পথ দেখি
কোথায় গিয়েছে জানিনা কেউ,
ভরা পেট আর ক্ষুধার্ত
মিছিলে মিলেছি একই সাথে।

ওরা তুলে দিল রিভলবার
: 'মারো আমাদের শত্রুকে' !
যেমনি ছুঁড়েছি গুলি, দেখি
মাটিতে—রক্তে—আমারই ভাই !

সে আমার ভাই ! ক্ষুধা-পেট
করেছিল এক দুজনকে ।

এবং এখনো মিছিলে যাই
নিজের এবং সহোদরের
শত্রুর সাথে একই সাথে ।

তাই হারিয়েছি সোদর ভাই,
তার কাফনের ঢাকা বুনি !
এখন জেনেছি এই জয়ে
নিজের কবর খুঁড়ি নিজেই !

সা ৮

মারী ফারার-এর ভ্রূণহত্যা সম্পর্কে

মারী ফারার, জন্ম এপ্রিল মাসে
কোন জন্মচিহ্ন নেই, অপ্রাপ্তবয়স্ক !
পিতৃমাতৃহীন অনাথ,
এ পর্যন্ত কোনো পুলিশ রেকর্ড নেই
জানা গেছে, মেয়েটি নিম্নলিখিত
উপায়ে ভ্রূণ হত্যা করেছে :
তার জবানীতে জানা যায়
যখন তার দ্বিতীয় মাস,
তখন মদের দোকানে এক ঝি-র সাহায্য নিয়ে
সে দুবার ডুশ নিয়েছিল, যাতে বাচ্চাটা পেট থেকে বেরিয়ে যায়
জানা গেছে,
তাতে সে কষ্ট পেয়েছিল
কিন্তু কোন ফল অর্শায় নি ।
কিন্তু মশাই, আপনারা সব
রাগ-ঘৃণাকে আটকান,
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায় ।

মারী ফারারের জবানী
সে চুক্তিমতো পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেয়
বুক আর পেট আঁট করে বাঁধতে থাকে
মদের সঙ্গে গোলমরিচ মিশিয়ে খেতে শুরু করে
তাতে শরীরের মোক্ষণ হতে থাকে
কিন্তু শিশু বেড়েই চলে
বাসন ধুতে ধুতে তার শরীর যেন আর বয় না।

এখন এক নজরেই বোঝা যায়
পেটে কোন গোলমাল
মেয়েটি স্বীকারোক্তি করে
তখনও সে অপ্রাপ্তবয়স্ক
দেবতার কাছে রোজ সে ভক্তিভরে প্রার্থনা শুরু করে।
কিন্তু মশাই, আপনারা সব
রাগ-ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

প্রার্থনায় ফল হয় নি
সে সাহায্য চেয়েছিল
একদিন সকালবেলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল,
যখন হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছিল
তখন দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছিল তার।
দশ মাস পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত
সে তার গোপন কথা গোপনই রেখেছিল
কেউ বিশ্বাস করতে পারতো না
এমনটা ঘটতে পারে
এমন সাদামাটা মেয়েটার শরীর এমন প্রলোভনের শিকার হতে পারে
কিন্তু মাশাই, আপনারা সব
রাগ-ঘৃণাকে আটকান,
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

মারী ফারারের জবানবন্দী :
সেই বিশেষ দিনটি এলো
তখন সকাল
সে সিঁড়ি ধুচ্ছিল

হঠাৎ কে যেন একটা লম্বা পেরেক
তার তলপেট দিয়ে সোজা ঢুকিয়ে দিল
যন্ত্রণায় তার শরীর মোচড় দিয়ে উঠল
তখনও সে গোপন কথা গোপনই রাখলো।
সারা দিন কাপড় ধুতে থাকলো
আর মাথার মধ্যে দাপাদাপি চলতে লাগলো তার
মাথা ভার হয়ে এলো
পেটে বাচ্চা বুক ভারী
অনেক রাতে বিছানায় গিয়ে এলিয়ে পড়লো।
কিন্তু মশাই, আপনারা সব
রাগ-ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

শোওয়া মাত্রই আবার কাজের তলব এলো
বাইরে বরফ পড়ছে
সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলো মেয়েটা
রাত এগারোটায় কাজ শেষ।
বড় দীর্ঘ পরিশ্রান্ত দিন শেষ হোলো।
পেট ছিঁড়ে বেরোবার জন্য ছটফট করছে বাচ্চাটা।
মারী ফারারের জবানবন্দী থেকে :
বাচ্চাটা জন্মালো, আর পাঁচটা বাচ্চার মতোই দেখতে তাকে
কিন্তু মারী ফারার আর পাঁচটা মায়ের মতো নয়।
ঘেন্না করবেন না।
ছেলের জন্ম দিয়েছে যে মা,
সে মা নয়ই বা কেন ?
কিন্তু মশাই, সাবধান
রাগ-ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

যা বলছিলাম বলি,
যে ছেলে জন্মালো, তার কী হলো বলি :
মারী ফারারের জবানবন্দী :
এখন আর সে গোপন কথা গোপন রাখতে চায় না
কাজেই মশাইরা, বাকিটা শুনুন,

শুনে রায় দিন।
সবে সে বিছানায় গিয়ে উঠেছে
ঘরে সে একা
সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে
জানে না কী হবে
গোঙানি থামানোর জন্য সে মুখে বালিশ চাপা দিল।
আর আপনারা সব মশাইগণ
রাগ-ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

ঘরে কনকনে শীত
তাই শেষ জোরটুকু সংহত করে
ও নিজেকে টানতে টানতে নিয়ে গেল বাথরুমে
যতটা আদর ক'রে সম্ভব
বাচ্চার জন্ম দিলো,
কখন জানে না
বোধহয় ভোরের দিকে
বাথরুমের খোলা ছাদ দিয়ে বরফ পড়ছে
কী করে বাচ্চাকে ঢাকবে মা জানে না
ঠাণ্ডায় হাতের আঙুল জমে আসছে ; নীল হয়ে আসছে।
কিন্তু মশাইগণ, সাবধান
রাগ-ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

মারী ফারার বলছে :
বাথরুম থেকে ঘরে যাবার পথে
বাচ্চাটা কেঁদে উঠলো
চিল-চীৎকার,
ভয়ে পাগল হয়ে মারী তাকে কিল চড় ঘুঁসি মারতে লাগলো
থেমে-গেল বাচ্চা।
থেমে যাওয়া বাচ্চাটাকে নিয়ে তার বিছানায় ফিরলো।
সারারাত বুকে বেঁধে রাখলো শরীরটাকে
সকালবেলায় আস্তাবলের নিচে
ঘুম পাড়িয়ে দিল।

মারী ফারার, জন্ম এপ্রিল মাসে
কুমারী মা, শাস্তি পেয়ে জেলে মারা গেল
সে সমস্ত মানুষের পাপ বহন করছে।
ফর্সা চাদরের নিচে ডাক্তারের ছুরি-কাঁচির সাহায্যে
যাঁরা সন্তানের জন্ম দেবেন
তাঁরা পূণ্যবতী জননী আখ্যা পাবেন
পুণ্যবান পিতৃবৃন্দ
পুণ্যবতী মা-জননীরা
সাদামাটা একটা মেয়ে কামনার শিকার হয়েছিল
তাকে কুলটা বলবেন না,
তার পাপ ভয়ংকর
তার যন্ত্রণা আরো বেশি।
সুতরাং মশাইরা,
সব রাগ-ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

কেয়া চক্রবর্তী ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পিটার হুচেল

হারকিউলিসের নক্ষত্রপুঞ্জের তলে

একটা গ্রাম
সন্ধ্যার আকাশে
বাজপাখি আঁকে যে বৃত্ত
তার চেয়ে
বেশী বড়ো নয়।
একটা দেয়াল

আনাড়িভাবে কোপানো,
পিঙ্গল শ্যাওলায় ছ্যাংলাপোড়া।
একটা ঘণ্টাধ্বনি
ঝিলমিলে জলের ওপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যায়
জলপাইয়ের
ধোঁয়া।

আগুন,
চিমনী আর ভিজে পাতাগুলোকে
খাইয়ে যাচ্ছে,
তুমি জানোনা
চুল্লীগুলো বাষ্পময়।

রাত্রির ভিতরে ঝুঁকে নিচু হয়ে
ভারবাহী পশুদের বরফের মতো পোশাকে
উত্তরাঞ্চলের আকাশের ওপর দিয়ে
হারকিউলিস ইতিমধ্যেই নক্ষত্রপুঞ্জের শিকল-মই
টেনে নিয়ে চলেছে।

সা. চ

ফিড্রিখ গৎলিব ক্লপ্‌স্টক

গোলাপ-ফুলডোর

আমি তাকে পেয়েছিলুম বসন্তের মধুরিমায়,
বেঁধেছিলুম গোলাপ-ফুলডোরে।
দেয় নি সাড়া ভাঙে নি তার ঘুম।
চেয়েছিলুম তারই দিকে একটি পলকেই
আমার প্রাণ গ্রথিত তার প্রাণে।
বুঝেছিলুম, করি নি অনুভব।

কানে-কানে ভাষাবিহীন গুঞ্জরন করেছিলুম
মর্মরিত গোলাপ-ফুলডোর :
নিদ্রা হতে তখন জাগরিত।

চেয়েছিল আমার দিকে একটি পলকেই
তাহার প্রাণ গ্রথিত মোর প্রাণে,
চতুর্দিক সহসা স্বর্গীয়।

আ. স.

রাইনে মারিয়া রিল্‌কে

পৃথিবী যদিও

পৃথিবী যদিও দ্রুত পরিবর্তনে
লঘু মেঘ সঞ্চয়,
তবু অক্ষয় শাশ্বত নিকেতনে
পূর্ণ জ্যোতির্গময় ।

জনতাজটিল গর্জন পার হয়ে
উদাত্ত স্বরাঘাতে,
রণিত তোমার আবহনী স্তোত্র-এ
ঈশ্বর বীণা হাতে ।

আমরা এখনো ভুল বুঝি বেদনারে
আমাদের প্রেম শুরুই হয় নি ওরে,
মৃত্যুও যত রহস্য তার ভিতরে
পর্দায় আজে ঢাকা,
জাগো শুধু গান ধরনী কেন্দ্র করে
জ্যোতির আরতি আঁকা ।।

অ. দা গু

তিমোতেউৎজ্ কারপোভিৎজ

নৈশব্দ্যের পাঠশালা

যখনই কোনো প্রজাপতি
খুব জোরে তার পাখাগুলি
গুটিয়ে আনছিল—
গলা শোনা গেল ; ওহে, আস্তে !

যখনই কোনো ভয়ে চমকে ওঠা পাখির
একটি পালক
তীব্র আলোর লক্ষ্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল—
হুকুম শোনা গেল, আস্তে !

এইভাবেই হাতিকে শেখানো হ'ল
শব্দ না-করে পিপের ওপর হাঁটতে
আর মানুষকে
এই পৃথিবীতে।

গাছগুলি বাক্‌শক্তি হারিয়ে
মাঠের ওপর সোজা উঠে দাঁড়াচ্ছিল
যেভাবে দারুণ আতঙ্কে মানুষের মাথার চুল
সব একসঙ্গে খাড়া হয়ে ওঠে।

বী. চ.

তাদেয়ুঝ রোজেউৎস

দায়মুক্ত

তিনি আমাদের কাছে এলেন
এবং বললেন

তোমরা এই পৃথিবীর অথবা এই পৃথিবীর পরে যা আছে
তার জন্য দায়ী নও

তোমাদের কাঁধ থেকে ঐ দায়িত্বের বোঝা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে
তোমরা পাখিদের আর শিশুদের মতো
যাও, খেলা করো !

আর, তারাও খেলা করছে

তারা ভুলে গিয়েছে
আধুনিক কবিতা
নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য রক্তাক্ত হওয়া ।

বী. চ.

লিওপোল্ড স্টাফ

ভিত

বালু দিয়ে আমি গ'ড়ে তুলছি
তা ভেঙে পড়ছে
পাথর দিয়ে আমি গড়ছি
তা ধ্বসে পড়ছে
এরপর যখন আবার গড়ব
তা শুরু করব চিমনির ধোঁয়া দিয়ে ।

স. ব.

বিগনু্য হার্বার্ট

স্বর্গ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ

স্বর্গে কাজের সময় নির্দিষ্ট সপ্তাহে তিরিশ ঘণ্টা
বেতন অনেক বেশি দ্রব্যমূল্য স্থিরগতিতে ক্রমশ নিম্নগামী
শারীরিক পরিশ্রম মোটেও ক্লান্তিকর নয় (কেননা অভিকর্ষজ টান কম)
কাঠচেরাই করা এখানে টাইপ করার মতই সহজ
সমাজব্যবস্থা স্থিতিশীল এবং শাসকেরা জ্ঞানী
সত্যিই স্বর্গের মানুষেরা অন্য যে কোন দেশের চেয়ে ভালো আছে

প্রথমে অবশ্য অবস্থাটা অন্যরকম হওয়ার কথা ছিল
উজ্জ্বল আলোকবৃত্ত সমবেত সংগীত আরো নানা সূক্ষ্ম জটিলতা ছিল
কিন্তু তারা কিছুতেই শরীর থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি
আর তাই আত্মা এসে পড়েছিল একফোঁটা মেদ ও পেশীর দড়ি নিয়ে
অতএব প্রয়োজন ছিল ফলভোগ করবার
একদানা মাটির সঙ্গে একদানা চরমকে মেলাবার চেষ্টার
তত্ত্ব থেকে আর একবার বিচ্যুতি মানেই শেষ বিদায়
একমাত্র জন তা আগেই বুঝেছিল : তোমাকে রক্তমাংসের মধ্যে পুনর্জীবিত করা হবে

খুব বেশী মানুষ এখানে ঈশ্বরের দেখা পান না
তিনি শুধু তাদেরই জন্য যারা শতকরা একশ ভাগ নিবেদিত প্রাণ
অন্যেরা শুধু দৈবঘটনা আর বন্যা সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা শোনে
একদিন ঈশ্বর সবাইকেই দেখা দেবেন
কবে তা ঘটবে তা কেউ জানে না

এখন অবস্থাটা এরকম
প্রতি শনিবার দুপুরবেলায় মিষ্টি সুরে সাইরেন বাজে
আর কারখানা থেকে বেরিয়ে স্বর্গের সর্বহারার দল
বেহালা নেওয়ার মত ডানাগুলি বগলে গুটিয়ে
অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেঁটে যায়

উ. ব.

স্তানিসল গ্রোশোয়েইক

গ্রাম্য সিনেমা

হ্যামলেট দেখানো হলো আমাদের গ্রামে সিনেমায়
ঝাকড়া মাথা পাতায় ঢাকা আপেল গাছের তলায়,
অতলগর্ভ বিষাদময়তায়
চাষীরা সব তাকিয়ে ছিলো বিস্ফারিত চোখে।

পরে চোরের মতন তারা পেরিয়ে ঝোপঝাড়
পেরিয়ে ছোটো নদী
যে যার কুঁড়ে ঘরে এসে জীবনে এই প্রথম
চুমু খেলো অবাক হওয়া বৌয়ের পায়ের পাতায়।

দিন ফুরোলো সন্ধ্যা হলো গ্রামের যত বালক
নদীর ধারে এসে রেখে জলের ওপর মুখ
দেখতেছিলো, বোকা মেয়ে ওফেলিয়ার চুল
কেমন অবাক মসৃণতার স্রোতে ভেসে যায়।

সা. চ.

হেনরিয়েটি রোল্যাণ্ড-হোলস্ট

সমস্ত দিন ধরে আমরা

সমস্ত দিন আমরা বারণ করতে পেরেছি স্বরগুলোকে
কারণ কাজটা হরণ করেছে আমাদের সব শক্তি,
কিন্তু যখন দিনের ফল পেকে উঠেছে সন্ধ্যায়
আমরা টের পাই নানা প্রশ্নমালা ধনুকের মতো বাধা হচ্ছে।

আধখানা তৃপ্তি নিয়ে আমরা বাতি ঘিরে বসলাম
বসলাম ঘরের বিষাদ-লাঞ্ছিত উনুনের আগুন ঘিরে,
হাল্কা হলাম দিন যা উজাড় করে দিয়ে গেছে
ফেলে যায়নি বড়োসড়ো ব্যথার কোনো তলানি।

কারণ আমাদের ভয় পাবার মতো একটা কিছু তো সব সময়ই আছে ;
সমুদ্রে যাওয়া জেলেদের স্ত্রীদের মতো আমরা
যারা দিনের পর দিন জল আর বাতাসকে ছেঁড়ে খোঁড়ে :
তাদের যা কিছু আছে সব এনে স্তূপ করে তরঙ্গে সাজায়।

এই ঘুরন্ত-পৃথিবীর জাহাজে সওয়ারী আমাদের হৃদয়
ঝড় আর কাঠিন্য আমাদের নাড়া দেয়,
আছড়ে পড়া সমুদ্রের সচেতন ঢেউ ভেঙ্গে পড়ে আমাদের বিরুদ্ধে, আমরা টের পাই
প্রত্যেকটা কম্পন যায় আমাদের গভীরতার স্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

তৃ. চ.

সেসিল বডকার

বিষম ক্রোধের দিন

কোথায় যাবে বিষম ক্রোধ নিয়ে,
বাচ্চা,
কথা আর কথায় রাস্তা বন্ধ হয়েছে যখন,
এমন সব কথা যার মানে তুমি বোঝ না
তোমার ভয় তোমার আতঙ্ক শাস্তির চেয়ে
ঢের ঢের খারাপ।

কোথায় যাবে তোমার ঘৃণা নিয়ে
তোমার মা যখন
ভাবনা চিন্তা না করেই
তোমার আন্তরিকতাকে ভুল বোঝে
তোমার খেলাধূলা দেখে অপরিচিতের মতো
হো হো ঠাট্টার হাসি হাসে।

পিটিয়ে শুইয়ে দেবে কোনো খেতকে তখন
বাধ্য বালির বাক্সে
আর বুনবে
তোমার ক্রোধের প্রথম বীজদানা।
খেলবে তুমি কি মৃত পুতুলের
খেলা।

পৃথিবীর সাধাসিধা মানুষদের
বলো যে
তোমার পেকে ওঠা ঘৃণা
ফসল তাদের কাটতে হবে।
তোমার মুখ দেখার আগেই তাদের
চষে ফেলতে হবে তোমার ক্রোধের জমি ॥

সা. চ.

পার লাগারক্‌ভিস্ট
গোধূলিবেলার শোভার অন্ত নেই

গোধূলিবেলার শোভার অন্ত নেই।
স্বর্গের থেকে ক্ষরিত প্রণয় যেন
জ্বলছে এবং নিবছে
মাঠের উপরে, পৃথিবীর ঘরবাড়ির উপরে, আকাশে

সবই যেন বড় কোমল, ক্লান্ত ; কেউ
মমতার হাত বুলায় তাদের শরীরে
দূরের ভূমিকে মুছে দিয়েছেন ঈশ্বর।
সবই এত কাছে, সবই এত দূরে তবু।
যা-কিছু পেয়েছে মানুষ, পেয়েছে শুধু দু' দিনের জন্য।

সবই ত আমার। অথচ আমার কাছ থেকে সব কিছু
ফিরিয়ে নেবেন তিনি।
খানিক বাদেই সব কিছু ফের ফিরিয়ে নেবেন তিনি।
এই গাছ, ওই মেঘ, আর এই পায়ের তলার মাটি।
চিহ্নবিহীন চলে যেতে হবে, একা ॥

নী. চ

ভার্নার ফন হাইডেনস্ট্যাম
কত অনায়াসে ক্রোধে জ্বলে ওঠে মানুষ

কত অনায়াসে ক্রোধে জ্বলে ওঠে মানুষ !
কত অনায়াসে, হৃদয়ের কোনো খবর না নিয়ে, সবাই
ব্যক্তি-প্রাণের দোষারোপে দ্যাখো মত্ত !
অথচ প্রতিটি হৃদয়ে রয়েছে সেই অলঙ্ঘ্য কামরা,
দরজায় যার তালা দেওয়া, আর সে তালা খোলে না চাবিতে।
ঘরের ভিতরে দীপের আগুন, সে আগুনে কোন্ তেল
পুড়ছে তা কেউ জানে না।
শুধু দেখা যায়, চাবির ফোকর দিয়ে
ম্লান—বিশীর্ণ আলো এসে পড়ে বাইরে, এবং তার
আভায় আমরা ঘুরি ফিরি, জাগি, অথবা ঘুমিয়ে পড়ি।
সেই আলোতেই চিনি পথ, সেই আলোকিত পথ দিয়ে
চলি আমৃত্যু যেখানে পথের প্রান্ত ॥

নী. চ.

গুনার একিলফ

প্রতিটি মানুষই একেকটি

প্রতিটি মানুষ একেকটি পৃথিবী, তার মধ্যে অন্ধপ্রাণীরা
তাদের শাসক 'আমি' রাজার বিরুদ্ধে গোপন বিদ্রোহ করে।
প্রতিটি আত্মার ভেতর আরো হাজার আত্মা বন্দী হয়ে আছে
প্রতিটি পৃথিবীর ভেতর আরো হাজার পৃথিবী লুক্কায়িত
আর এইসব অন্ধ নিচের পৃথিবীগুলিই সত্যি এবং জীবিত
যদিও তা পূর্ণজীবন পায়নি, যেমন সত্যি আমি বেঁচে আছি।
এবং আমরা যারা রাজা জমিদার, আমাদের ভেতরের
সম্ভাবনাময় প্রাণীদের প্রভু ও শাসক, আমরাও
অন্য এক বৃহৎ প্রাণীর ভিতর বন্দী হয়ে আছি
যার নিজস্ব রূপ আমরা ততটাই কম জানি
ঠিক যতটুকু জানে সে তার প্রভুর।
তাদের মৃত্যু এবং ভালোবাসা থেকে আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতি
বর্ণপ্রাপ্ত হয়, যেমন যখন এক বিশাল জাহাজ
সন্ধ্যার শান্ত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলে যায় দিগন্তের পারে,
আর আমরা তার কথা কিছুই জানিনা যতক্ষণ না তার
ঢেউগুলি চলে আসে সৈকতে, আমাদের কাছে ;
প্রথমে একটি তারপর আরো এক তারপর অগুণতি
ঢেউ ধুয়ে দেয় ভেঙে দেয় সমুদ্র সৈকত, তারপর
ফিরে চলে যায়। তবুও সমস্ত প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ বদল হয়।
এভাবেই ছায়া আমরা এক অদ্ভুত অস্থিরতায়
সংক্রামিত হই, যখন যা হোক কিছু আমাদের বলে এই কথা
কোনখানে কিছু সম্ভাব্য প্রাণীর দল মুক্ত হয়েছে।

উ. ব.

মারিয়া ওয়াইন

নারী তুমি অরণ্যের ভয়ে ভীত

নারী, তুমি অরণ্যের ভয়ে ভীত
আমি দেখি যখন
চোখ বড়ো বড়ো করে অন্ধকারের ভিতরের দিকে তুমি তাকাও :
প্রতিরোধহীন প্রাণীর চাহনি
তোমার চোখে।
নারী, তুমি নিজেই তো এক অরণ্য
রহস্যময় আর গহন আমি দেখি
তুমি নিজের ভয়ে নিজেই ভীত।

তৃ. চ.

অ্যাসট্রিড টোলেফসেন

কাজের দিনের সকাল

মালপত্তরগুলি
জানেনা তাদের যৌথ নাম
বইপত্তরগুলির কোনো ধারণাই নেই
কী তারা ধরে আছে
বিড়িসিগারেটগুলো অসচেতন
তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে
টাইপরাইটারগুলো চাইছে না হাত কোনো
ছবিগুলো
কখনোই তাকায়নি আয়নায়
বেহালা নীরবতা রাখতে রাজি
ওর কোনো মন নেই
যা হতে পারে জলনিকাশী নালা
হতে পারে পুনঃনির্মিত

দিনের প্রথম সিগারেট
সৌরভ আর প্রজ্বলন্ত
তূর্যনিনাদ !
অজস্র
নীরব মানুষেরা
যাদের কোনো আকাঙ্ক্ষার
অথবা কোনো সন্ধানী চোখ নেই
বেদরদী
সরানো যায়না যাকে   সেই
অদৃশ্যভাবে ঘনিয়ে আসে কাছে

সা. চ.

ফিনল্যাণ্ড

পেণ্টি সারিকোস্কি
মানুষের জন্মের অধিকার দেওয়া হয়েছে

মানুষকে জন্মের অধিকার দেওয়া হয়েছে
একটি মাত্র কারণে,
ঠিক কিভাবে (উপুর অথবা চিৎ হয়ে)
সে মরতে চায়।

মাটির কলসের মতো জলভরা মেঘেরা
একের পর এক নিরুদ্দেশে পাড়ি দেয়,
তারাগুলি পাকাধানের গন্ধ নিয়ে
অনেক দূরে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে ;

আর পৃথিবী তোমার মুখের কাছে চ'লে আসে
একটি আস্ত রুটির মতো।

বী. চ.

ল্যাপল্যাণ্ড

ল্যাপেদের গান

খট-খটা-খট ছুটছে হরিণ
ছুটছে পাখির বেগেরে
শক্ত সরু ঠ্যাং জোড়া তার
ছুটছে ঝড়ের বেগেরে
উঠছে রে বন জেগেরে।
ও ভাই, ছোটার বেগে, পাহাড় কাঁপে
বরফ ওড়ে রে
যেন ঝরণা ছেটায় জলের গুঁড়ো
নজর ঘোরে রে,
খট-খটা-খট হরিণ ছোটে
বেদম জোরে রে।

র. র. চ.

কেট্‌রী ভালা

মালভূমিতে

হে চিরন্তন ঘাস,
সবুজ জনতা তোমাদের ভাইদের
পৌঁছে যায় পশ্চিমে আর পুবে
ইয়োরোপে, এশিয়ায়, আফ্রিকায়।
মাটির জমাট ঘন কালো দুধ
লালন করে তোমাদের ছোটোছোটো ভাইদের
উত্তমাশা অন্তরীপে।

তোমরা, গ্রীষ্মের সুরভি বাতাস,
তোমরা স্পর্শ করো আমার চোখ
তোমরা আমার কানকে শুনতে অনুমতি দাও।
দূরত্ব আর সময় পিছলে সরে যায়।
বাধাবন্ধহীন মালভূমি। গোধূলি আলোয়
লাল ফুলগুলি মেলছে , অন্তহীন
হৃদয়ের মালা ঘিরে থাকে
পৃথিবীর গোলক।
শত শতাব্দীর ওপার থেকে—আজকে
পৃথিবীর মতো উষ্ণ, দিনের মতো পরিষ্কার
একটা কণ্ঠ আওয়াজ তুলছে :
এই তো জীবনের রাস্তা !

স'. চ.

জোসেফ হানজ্‌লিক
স্তব্ধতা

স্তব্ধতা
কুঠার কিংবা শব্দের
আঘাতের মতন

স্তব্ধতা
গলায় চকচকে ছুরির
ফলার মতন

স্তব্ধতা
পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে
চীৎকারের মতন

স্তব্ধতা
বন্দুকের কিংবা দামামার
শব্দের মতন

স্তব্ধতা
মৃত্যুর পর উচ্চারিত
প্রথম শব্দের মতন

স্তব্ধতা এতকাল
আর স্তব্ধতা যদিনা

উ. ব.

ভাস্কো পোপা
আকাশের কোণে একফোটা রক্ত লেগে আছে

নক্ষত্রের দল কি আবার আকাশ বিভক্ত করে
পরস্পরকে কে কামড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে
নাকি তারা পরস্পরকে চুম্বন করছে

সূর্যের গোলটেবিলে
এ নিয়ে কোন কথা হয়না

শুধু আগুনে রুটিটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়
আলোর পানপাত্রগুলি হাতবদল হয়
আর মৃত নক্ষত্রেরা নিজেদের হাড়ে কামড় বসায়

আকাশের ঐ একচক্ষু কোণে
আকাশের ঐ একচক্ষু কোণে

উ. ব.

ডেন জেজ
সমস্ত পাখি

কা··· কা···
আমরা
সমস্ত পাখি হত্যা করবো। সমস্ত···সমস্ত···
ধূসর দাঁড়কাকেরা বলেছিলো।
আর নিষুত রাত্রে, আমি শুনলাম
বাগানে বাগানে কারা
আমার প্রিয় পাখিদের খুন করছে···
আমি জেনে গেলাম
এখন থেকে আমার সকালগুলিতে—না, আর গান নেই
কোনো গান নেই। বুঝলাম
বিপুল বিষণ্ণতা বিস্তৃত হচ্ছে আমার আত্মায়।

কা···কা···
কা···কা···কা···ক্রোর্র্
সমস্ত। সমস্ত পাখি···তারা বলেছিলো।
এখন আমাকে ঘিরে প্রহার কালো ডানার অন্ধকার
আর কাকের হলুদ চোখ,
স-প্রশ্ন চাহনি—মারাত্মক হয়ে উঠছে ক্রমশ।
'কি তুমি খুঁজছো হে দাঁড়কাক ?
মাথার ভিতরে আমি কোনো পাখি লুকিয়ে রাখিনি।'
কা···
কা···

সে বললো—সমস্ত সমস্ত পাখি আমরা খুন করবো।

আমি ভয় পেলাম ভীষণ ভয়।
হয়তো কোনো রাত্রে, স্বপ্নের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে
ঐ লম্বা শক্ত ঠোঁট—
আমার চিন্তার মধ্যে কোনো গায়ক পাখির আশ্রয়
আছে কিনা
আমার মস্তিষ্ক ছিন্ন ভিন্ন করবে
দেখবে··· ; আমি···আহ্

সা. চ.

মিকলোজ রাদনোতি

শিকড়

ক্ষমতা ব'য়ে চলে শিকড়ে
পান করে বৃষ্টি, জীবনযাপন মাটিতে
আপেলগুলো বরফের মত ধপধপে।

নিচে থেকে জেগে ওঠে, মাটি ভে'ঙে বেরোয়
গোপনে কাটে হামাগুড়ি,
বাহু তার দড়ি॥

শিকড়ের বাহুতে ঘুমোয় পোকা
কামড়ে থাকে পা,
দুনিয়া প'চে গিয়ে পোকায় বিলবিলে।

শিকড় কিন্তু নিচেই বাঁচে
ডালপালা, পাতায় তা ঘনকুঞ্চিত,
তারই জন্য সে বাঁচে, দুনিয়ার জন্য নয়।

তাকেই সে খাওয়ায় পরায়, ভালবাসে,
স্বাদুতা আনে তার ভিতরে,
আকাশ থেকে পেড়ে আনে মিষ্টি স্বাদ।

আমি নিজেই আজ শিকড়
পোকার ভেতরে আছি।
এই কবিতা লিখছি সেখানে ব'সে।

ফুল ছিলাম। এখন মূল।
ভারি কালো মাটি ওপরে চাপানো।
শ্রমিকেরা নিঃশেষিত এই জীবনে।
করাত বিলাপ করছে মাথার ওপর।

স ব

ফেরেন্ক জ্‌হাজ

ক্ষুধা আর ঘৃণায়

যদি কোন ঈশ্বর থাকেন আমি তাকে অস্বীকার করি
আমি তার মুখের চামড়া খুলে নিতে চাই,
কুকুরের মত আমি তার হাত কামড়ে দেব
তিনি যখন আমার পিঠে হাত রাখতে নিচু হবেন,
দু'চোখে জল আর হাতে বন্দুক নিয়ে আমি তার জন্য ওৎ পেতে থাকব।

আমি একটা রামধনু-রং-রুপোলী কাচ দিয়ে
উপড়ে ফেলব তার দু'চোখের মণি
আমি তার তলপেটে ক্রমাগত চাকু মেরে যাব
যতক্ষণ না উষ্ণ রক্তস্রোত গলগল করে ঝরে যায়।

আমি তার রোমশ হাঁটুর নচে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত
চিরে দেব, যার মুখ দিয়ে লালা ঝরছে শত শত
বিশ্বস্ত শতাব্দীর—
তারপর আমি তার হৃদ্‌পিণ্ড খুবলে তুলে নেব
ঠিক সেই যুগ যুগ ধরে রঙিন পাখনার মাছেদের
তেল চক্‌চকে পেট খুবলে খাওয়া হাঙ্গরের মতন।

উ ব.

ড্র্যাগস্ ব্র্যানসিয়েন্

পাহাড়ের খোলা মুখে

আমরা কাটি পাথরে সোনা
বাটালি দিয়ে আর খুলে দিই
মুখগুলি যতো। আমরা আঘাত হানি
সূর্যের দিকে তার অন্য এক শিকড়ে।

ঝোপঝাড় বাড়ে বাতাসে
সোনার-মুদ্রা আলগা পাহাড়ী নুড়ির মধ্যে—
হাজার হাজার সম্রাটদের
ঘুমন্ত মুখগুলি।

সবুজ দাঁড় থেকে পালিয়েছে পাখিগুলি
ভীড় জমাচ্ছে পহাড়ের আড়ালে,
যেন বা বসন্তে একটা ঝড়ে।
কোনো মানুষের স্পর্শ লাগেনি এমন
পাতাগুলি লিখি আমরা।

সা. চ.

বেন করলাসিউ

সূর্যের ক্রীতদাস

কেন, মাতাল, সরাইখানায় চুপচাপ থাকা,
স্বর্গের দ্রাক্ষাকুঞ্জের রক্ষক, আমার বাবা,
যখন তিনি চিন্তারাজ্যের শাসক,
সূর্য থেকে ছিনিয়ে আনা একদলা
সোনা যেন চটকাতেন,

তার একটা ছেলে ছিলো, ছেলেটাকে বিশাল আকাশে লোফালোফি করতেন
তার কুষ্ঠিতে লেখা ভবিষ্যৎ পড়তেন,
আর তার জন্য পৃথিবীর মানে খুঁজে খুঁজে বের করতেন,
দ্বিধা নিয়ে, কিন্তু ভুল ভাবে নয়,
আর যখন তিনি কাঁদতেন আর আলতো চুমুতে আদর করতেন
এমন আলতো যেন
নিশি-পাওয়া মানুষের চুমু।

কেন আমার বাবা বলতেন তিনি আমার জন্য চান
বিষণ্ণ চোখে রামধনুকের ঝিলিক দেয়া এক কন্যা
চুলে যার রাত্রি। এমন বাবা
কক্ষণো হবেনা আর, দশজন যীশু উঠে এলেও না।

সা. চ.

প্রাচীন গ্রীসের কবিতা

হতাম যদি হাওয়া

তুমি বসে আছ নির্জন উপকূলে
আমি যেন এক সমুদ্রচারী হাওয়া
কেবলই তোমার বুকের আঁচল তুলে
হাতড়াই যাতে হৃদয়টা যায় পাওয়া ॥

হতাম লাল গোলাপ

আমায় তুমি তুলবে জানলে হতাম লাল গোলাপ
তোমার পাণিপ্রার্থী হতাম, জীবন সঙ্গিনী
লজ্জা এ'কে দিত অঙ্গে আরক্তিম ছাপ
তোমাব বুকে মুখ রাখতাম যখন, হে বঙ্গিনী ॥

সি. পি. কাভাফি

নগর

তুমি বলেছিলে, 'আমি অন্য কোন দেশে চলে যাব, অন্য কোন সমুদ্রে,
খুঁজে নেব এই শহরের চেয়ে ভালো কোন অন্য শহর।
ভাগ্যহত, নিন্দিত আমি যা কিছু করেছি এতকাল
আমার হৃদয় শবের মতন শুয়ে আছে কবরের নিচে,
কতকাল আমার হৃদয় জড়িয়ে থাকবে এই বিষণ্ণতা ?
যখনি চারপাশে চাই যেখানেই হোক
দেখি শুধু আমার জীবনের ভগ্নস্তূপ, এইখানে,
যেখানে কাটিয়েছি এতগুলি বছর, নষ্ট করেছি ধ্বংস করেছি, পুরোপুরি।'

তুমি নতুন দেশ খুঁজেও পাবেনা, পাবেনা অন্য সমুদ্র।
এ শহর তোমাকে তাড়া করে যাবে। তুমি ঘুরে ঘুরে
বেড়াবে এই রাস্তাগুলিতেই, বুড়িয়ে উঠবে এরকম মহল্লার
বিবর্ণ ক্ষয়ে আসা ঠিক এই বাড়িগুলিতেই।
তুমি সবসময় এই শহরেই পৌঁছে যাবে।
পালাবার চেষ্টা করনা, তোমার জন্য কোন জাহাজ,
কোন পথ কোথাও নেই।
তোমার জীবন তুমি এইখানে ধ্বংস করেছ,
এই এক ছোট শহরের প্রান্তে,
এভাবেই সারা পৃথিবীতে তুমি জীবনকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত করেছ।

ট. ব

জর্জ সেফেরিস

এক বুক মগ্নতায়

পাহাড় এখনো নিবিড় মগ্ন আকাশে
শৈলশিখরে ধমকে ফিরছে এক বুক রোদ্দুর
জীবন কাঁপছে দিগন্ত ছুঁয়ে অস্থির প্রতিভাসে
পাতা কুড়ানিয়া জ্বালানি খোঁজায় মত্ত
উৎরাই-এ ঘন কোল ঘেঁষে বড় অবাধ্য দুইটি যুবক যুবতী;

সবাই মগ্ন সবাই কেমন স্বকীয় প্রভায় দীপ্ত
পাহাড় রৌদ্র দিগন্ত পাতা-কুড়ুনি প্রেমিক-প্রেমিকা
সবাই লিপ্ত নিটোল নির্জনতায়

ঈশ্বর, সুখ থেকে থেকে কেঁপে ওঠে সেডারের বনে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ওডিসিউস ইলাইটিস

করিন্থের সূর্যাস্ত পান করে

করিন্থের সূর্যাস্ত পান করে
শ্বেতপাথরের ধ্বংসাবশেষ পাঠ করে
আঙ্গুরক্ষেত ও সমুদ্রের উপর লাফিয়ে
হারপুনের গতিপথ দিয়ে পালিয়ে যাওয়া
এক উৎসর্গীকৃত মাছের দিকে তাকিয়ে
আমি দেখতে পেলাম
পাতাগুলি সূর্যের স্তব মুখস্থ করছে
আর সারা দেশটা খুলে গেছে আবেগে উচ্ছ্বাসে।

আমি জলপান করি, ফল কাটি,
বাতাসের ফাঁকে ফাঁকে হাত গুঁজে দিই
কমলালেবু গাছগুলি গ্রীষ্মকে নিষিক্ত করছে রসে
সবুজ পাখিরা সব ছিঁড়ে নিচ্ছে আমার স্বপ্ন
আমি একবার চকিত তাকিয়ে চলে যাই
এ এক বিশাল দৃষ্টিপাত
যার মধ্যে আবার সৃষ্টি হয় এক নতুন পৃথিবী
প্রথম থেকেই সুন্দর
এমনকি হৃদয়ের সকল মাত্রিক স্তরেও!

উ র

ক্যাটেরিনা অ্যাঙ্গহেলাকি-রুকি

আমার বাবার বিষয়

প্রাচীন মানুষটি তার নিজস্ব অন্ধকারে চলে ফিরে বেড়ায়,
একটা নৌকো। সাঁঝবেলার জেটিঘাটে সব আলো।
দ্বীপটা ছিলো ছোট্ট বসন্তে,
সূর্য বেরিয়ে এলো আচম্বিতে
ধাক্কা মারলো টালিগুলিকে আর
আবার অদৃশ্য হলো।
কি পারে প্রাচীন লোকটি আজ জানতে বসন্তের ?
সে বানান করলো বাচ্চারা যেমন করে ক-খ-গ'-র
আন্দাজে অনুভব কোরে ফুলগুলি ধীরে।
এরই মধ্যে মাটির মতন কিছু
সে হয়ে গেছে শুধু ওপরের স্তর।

সেই মানুষ চলে গেলো ভিতরে
কয়লায় চিড়ধরা ফাটল
পুরোনো বস্তাগুলি
ভর্তি ছিলো চারটি ঋতুতে
চার যুগ
গভীর বার্ধক্যে।
বাদামী ছোপ লাগা হাত
আর দুঃসাহসী নীল শিরা-উপশিরাগুলো।

তার জন্মের ঊষা
গ্রামটা ছিলো তুষারে
তরমুজের ন্যাকড়ার ফালির মতো চিলতেগুলি ঠাণ্ডায় লাল-
তার বাবা জঙ্গল থেকে ফিরলেন
কাঁধের ওপর একটা
মরা শুয়োর ঝুলিয়ে ;
তিনি সেটা রাখলেন ঘরের আগুনের পাশে।
তুষার আর শিকার খেলা
ছোট্ট যাদুর চিহ্ন
তার শীতকালীন পেট ঘিরে
শব্দহীন...

কেউ বাগানে দুলছে
কেউ মাটি ছানছে
রাত্রির শুভ্র মাটি।
আমি চাঁদের বেড়ে ওঠার প্রতীক্ষা করছি
আমার সব কিছু স্বস্তিকর হবার জন্য
মনে করবার জন্য
সমস্ত অলৌকিক মনে করবার জন্য
অপরিচিত
তাদের বেশীর ভাগ।
আমি থাকতে চাই যা জন্ম নিচ্ছে তার মধ্যে
আর যা শেষ হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে,
আমি যাদু ছড়াই আমার বিদায় নেওয়া বাবার ওপর
ভালোবাসার যাদু।
রাত্রির শেষের দিকে
পয়ঃপ্রণালীর শেষ মাথায়
চাঁদের অস্ত যাওয়ায়
এই আমি ছেড়ে যাচ্ছি ভালোবাসাকে
যাদুবন্ধ
মৃত্যুতে অব্যাহতি পাওয়া
আমার অস্পৃষ্ট সমস্ত শক্তি
অনন্তের জন্য।

এক সবুজ পটভূমিকায়
এক ছায়াময় পটভূমিকায়
করবী ফুলের বিষাক্ত বর্বর এক পটভূমিকায়
আমি প্রশংসা করি
শুরু হবার তলা থেকে
ভাগ্যের খাড়াই চড়াইকে।

১। চ

মিগ্‌জেনী

নতুন যুগের ছেলে

নতুন যুগের ছেলে আমরা নতুন যুগের ছেলে
বয়স্কদের নিষেধ বারণ ঠেলে
মুষ্ঠি তুলেছি লড়বো সকল যুদ্ধেই অবহেলে
স্বাধীন জীবন সুরু করবোই বলে।

নতুন যুগের ছেলে আমরা নতুন যুগের ছেলে
ক্রোধের ভূমিতে জন্ম থেকেই লালিত-পালিত বলে,
জোয়াল এবং চাবুকের নিচে খাটুনির ক্রন্দনে
থাকবো না আর শ্বাসরোধী বন্ধনে।

নতুন যুগের ছেলে আমরা নতুন যুগের ছেলে
ভায়েরা সবাই জন্ম নিয়েছে দুঃখে চোখের জলে,
গুরুজনদের পুরোনো কানুন আইনের চেয়ে বাড়া
সঠিক কর্মে যথার্থ কাজে নিজেকে সঁপেছে তারা।

প্রতিযোগিতার রক্তমাখানো এই দুনিয়ার বুকে
বিজয় জানি তা নিপীড়িতদের দিকে ;
সাহস এবং উদ্দীপণায় পূর্ণ হয়েছে বিজয়,
স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন অনুভূতির এইতো সময়।

তারুণ্য হলো দুর্দম আর সাহসী ও বলবান
সইবোনা আর ক্রীতদাস হ'য়ে থাকবার অপমান
না আর কান্না। ফোঁপানিও নয়,—হাড়ভাঙ্গা দমছুট
খাটুনিও নয়। কারণ আমরা এই মাটি মা'রই পুত।

নতুন যুগের ছেলে আমরা নতুন যুগের ছেলে
নয়া আর তাজা, যুদ্ধে মেতেছি মনেপ্রাণে দলে দলে
স্বাধীনতা চাই। মূল্যও দেবো দান
যত্ন লালিত আমাদের যতো প্রাণ ॥

সা. চ.

ম্যারিআ টেরেসা হোরটা
সাঁতারের দিঘি

ইচ্ছের পরেই
আমি দাম দিই যুক্তিব

জিনিসের কাঁচ
বাতাস যেন গর্ভাশয়
তৃষ্ণার নএগুর্থকতা
আর সতীত্বহানির
একটা শরীরের নিঃশ্বাস
ছুঁলে যা আঘাত করে

গভীর দিঘি
হাওয়া সাঁতরায় যেখানে

এক গোপন স্ত্রী-জননাঙ্গ
টানা-বারান্দা সহ

আমি সময়ের কাছে নিখোঁজ
আমি সময়ের কাছে নিখোঁজ

মুখ আটকানো আমার ফলের
মধ্যে
ভিতরে নিঃশ্বাস নিয়ে

তৃ. চ.

সোফিয়া ডি মেলো ব্রেইনার এণ্ড্রসেন
মৃত মানুষেরা

শান্ত সমাহিত ভাবে মৃতেরা আমাদের পাশে
পান করে আমাদের জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস।
শুধুমাত্র ছায়াগুলো অনুসরণ করে আমাদের জাগিয়ে তোলা ভঙ্গিগুলো
তাদের চলে যাওয়া অনুভব করে
যখন আলতোভাবে
রাত্রে তারা আসে
আমাদের অবশেষ খুঁজে পাবে বলে।

আমরা যে সব কক্ষে নিজেদের ছেড়ে গেছি তারা সেইসব কক্ষে ঘোরে
যেসব চিহ্ন আমরা ফেলে গেছি সেইসব দিয়ে তারা তাদের শরীর ঢেকে নেয়,
আমরা যে সব কথা বলেছি সে সব কথা তারা পুনর্বার উচ্চারণ করে
আমাদের ঘুমের ওপরে তারা ঝুঁকে
আমাদের স্বপ্নগুলো পান করে তারা
দুধের মতো।

স্পর্শাতীত, ভাবহীন অথবা নক্সাচিত্র ছাড়া
আমাদের রক্তের উত্তাপে তারা নিজেদের উষ্ণ করে তোলে।
যেভাবে আমরা বাঁচি তাই দেখে মুচকি মুচকি হাসে
আমাদের চোখের বাইরে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আর,
আমরা কোথায় যাচ্ছি—এরই মধ্যে জেনে গেছে তারা।

সা চ.

ফেদরিকো গারথিয়া লোরকা
মালাগুয়েনা

মৃত্যু আসে আর মৃত্যু যায়
সরাইখানার ভিতরে-বাইরে।
গহীন গিটারের রাস্তা বেয়ে
ঘোড়ার দল কালো
শতেক বদমাশ
কেবলি আসে কেবলি যায়।

সাগর সৈকতে গোলাপগুচ্ছে
গন্ধ লবণের,
নারীর রক্তের
জ্বরো আঘ্রাণ।

মৃত্যু আসে আর মৃত্যু যায়,
মৃত্যু যায় আর মৃত্যু আসে
সরাইখানার ভিতরে ॥

আ. ম. সে.

গ্লোরিয়া ফ্যুয়েট'স
আরোহণ

মৃত্যু সেখানে ছিলো, রাস্তার ধারে বসে
মৃত্যু যা আমি দেখলাম সেতো ছিলো না চর্মসার
অথবা হাড্ডিসার, শীতলতা জমিয়ে দেবার মতো.
কাঁথাকানি দিয়ে ঘোমটা টানেনি তার ঘন চুল ঘিরে ;

যেমনটা হয় তেমনি মৃত্যু প্রথামত ছিলো একা
বসে এক খাড়া দুরারোহ শিলাখণ্ডে
বুনছিলো এক সোয়েটার নিজে নিজেই ।
এতোই ব্যস্ত ছিলো সে খেয়াল করেনি আমাকে দেখেনি.
ঠিক তক্ষুণি চেঁচিয়ে উঠলো, "এটা তোর পালা নয় ।"
পাগলের মতো শুরু করলো সে তার সোয়েটার বোনা ।

—ঠিক আছে, তুমি নিলে নিতে পারো এসব কবিতাগুলি
ভালোবাসবার এই আশা আর চাহিদা সিগারেটের,
এই যে শরীর আমাকে মারছে নিতে পারো তুমি তাও,
তবে, সাবধান, আমার আত্মা আঙ্গুলেও তুমি ছোঁবে না ।

আমি মৃত্যুকে সত্যিসত্যি চিন্তায় ফেলে দিলাম
কারণ, সে আমাকে পাগল বানাতে পারেনি ॥

সা চ.

ফার্নেন্দো গোর্ডিলো সারভেংটজ
এখন তুমি জানো সে মারা গেছে

এখন তুমি জানো সে মারা গেছে
এবং তুমি জানো তোমার ভাইয়ের কবর কোথায়
এবং তুমি জানো তার কোনো সৎকার হয়নি
তুমি জানো তা
কারণ তোমার হৃদয় হবে
তাকে ঢেকে রাখার একমাত্র মাটি
এবং আমাদের সমস্ত দিনগুলো ফুটে উঠবে
তার কবরের ওপর বিস্ফোরিত নূতন নূতন ফুলে ।

মা. ব.

সেজার ভাইয়েহো

জনতা

যুদ্ধের শেষে
যোদ্ধা-মৃতের কাছে এলো একজন মানুষ
বললো, 'ম'রে যেয়ো না, আমি তোমায় কতো ভালোবাসি!'
কিন্তু সে লাশ, হায় রে হায়, ম'রেই যেতে লাগলো।

অন্য দুজন এলো তার কাছে, বললো আবার :
'আমাদের ছেড়ে যেও না, সাহস! জীবনের ভেতর ফিরে এসো।'
কিন্তু সে লাশ, হায় রে হায়, ম'রেই যেতে লাগলো।

ছুটে এলো বিশজন, একশো জন, এলো হাজার, এলো পাঁচশো হাজার
আর্তনাদ করলো তারা, 'এত ভালোবাসা! তবু কোনো পথে
মরণ যায় না ঠেকানো!'
কিন্তু সে লাশ, হায় রে হায়, ম'রেই যেতে লাগলো।

লক্ষ লক্ষ একক মানুষ ঘিরে রইলো তাকে
মুখে তাদের একই অনুরোধ : 'ভাই রে বেঁচে আয় রে, আয়!'
কিন্তু সে লাশ হায় রে হায়, ম'রেই যেতে লাগলো।

তারপর পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একজোটে
ঘিরে রইলো তাকে ; গভীর আবেগ নিয়ে সেই বিষণ্ণ লাশ
চোখ মেললো তাদের দিকে ; তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো,
জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেলো প্রথম জনকে, আর হাঁটতে আরম্ভ করলো।

স. ব.

ডেভিড এভিডেন

মরু প্রজন্ম

আতঙ্ক ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিক
গুরুগম্ভীরভাবে সাহসী আর্মাডিলোগুলো ঘোর
নিবিড় ঘাসগুলির মধ্যে থেকে তাদের জীবনের
সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ সূর্য দেখার জন্য
বেরিয়ে আসে। সুযোগ বলতে কী বোঝায়
তারা তোমাদের চেয়ে ভালো করেই তা বোঝে।
এই সুযোগ শুধু তাদেরই একান্ত নিজস্ব।
আতঙ্ক ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিক
এ ভেঙ্গে ফেলুক তোমাদের ছোট ছোট ঠাণ্ডা
তরঙ্গের ঝাঁকের পর ঝাঁকে। এ ভেঙ্গে ফেলুক
তোমাদের টুকরো টুকরো করে ; তারপরে এ
জুড়িয়ে যাক।
যতক্ষণ না ভেঙ্গে পড়বে ততক্ষণ এ রকম
করে যাবে।
এটা একটা সুযোগ—তোমাদেরও যা একান্ত
নিজস্ব।
আতঙ্ক ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিক
তোমরা একটু বেশীরকম ভালোভাবেই বুঝতে পারছ
যে তোমরা মরু প্রজন্মের অংশ।
তোমাদের বাবারা যে সব ঝলমলে রাস্তা তৈরি
করে থাকতে পারে এবং যেগুলি হয়তো কোনও
সৌভাগ্যে তোমরা ধ্বংস করতে পার সেইসব
রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো শিশুদের চোখে তোমরা
এই নিদারুণ আবিষ্কার দেখতে পাবে। প্রকৃত ঘটনা
ঘটবে ঠিক তখনই যখন তোমরা থাকবে না—
ঠিক যখন তোমরা থাকবে না।
দুনিয়াকে নস্যাৎ করার জন্য যাদের জন্ম
হয়েছিল—যাদের একমাত্র প্রমাণ নাস্তিকতায়
সেই তোমরা নিজেদের দৃষ্টিকটু অপরাধে জড়িয়ে
ফেলেছ : তোমরা কৃপা করে ফেলেছ।
আতঙ্ক ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিক
এর জন্য ধৈর্য ধরে নগ্নভাবে প্রতীক্ষা কর। একটি

চতুর চোরাগোপ্তার তোড়জোড় কর।' এর জন্য
ভুলে ভরা চালগুলি রেখে দাও। একে কখনও
বিশ্বাস করো না। ঘুমিয়ে পড়ো না। যাতে
তুমি গরীব হয়ে না পড় এজন্য ঘুমকে
ভালোবাসতে যেও না যেন।

আতঙ্ক ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিক

মরুসৈন্যদলের মত একে ধীর অগ্রগতি উপভোগ
করতে দাও।
এ যেন মরুভূমির আতঙ্কের মত তোমাদের
ভিতরে বলদর্পে ঢুকে যায়।
তোমরা বুঝতে পারছ যে তোমরা মরুপ্রজন্মের
অংশ—তবু খুব শিগগিরই তোমরা হয়তো
একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে—মরুভূমির মধ্যে
একটি কণ্ঠস্বর যা ঘোর নিবিড় ঘাসকে ছোট
ছোট পোড়া টুকরোয় পরিণত করবো।

আতঙ্ক ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিক

যেহেতু মানুষ মাঠের চারাগছ সেজন্য তোমরাও তাই।
মাঠের মধ্যে আতঙ্কের ওপর গাজোয়ারি
করো না কেননা এটাই হচ্ছে বাতাসের ইচ্ছে।

আতঙ্ক ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিক

শিগগিরই তোমরা সব কথাই ভুলে যাবে—
যে সমস্ত কথা তোমরা এ পর্যন্ত মনে করিয়ে
দিয়েছ। যে দূরের যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি কখনও লড়োনি
বা যেখানে তোমাকে কোনো সুযোগ দেওয়া
হয়নি, সেই যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে জ্বলন্ত
হাসপাতালটির ভিতর কালো এবং নিপুণ,
নিপুণ এবং কালো এক আর্দালির মত রাত্রি
তোমাকে পেরিয়ে চলে যাবে।

আতঙ্ক ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিক

এই সকালটি অন্য সকালগুলোর মতই
মনে হবে—অন্য সকালগুলোর মতই এবং
অন্য মরুভূমিগুলোর মতই।
আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে যতই তুমি না চাও—
আর মরুপ্রজন্মের খাঁই কিন্তু খুবই বেশী।

জ্যো. চ.

এস্কিমো লোকগাথা
হাসি-কান্নার গান

আমার হাসি আসছে, কারণ আমার
শ্লেজ গিয়েছে ভেঙে।
আমার শ্লেজ-এর পাঁজরা গেছে ভেঙে ;
আমার হাসি আসছে, হো-হো ! হা-হা !
বরফ, যে-কী শক্ত ! দিলো এমন প্রহার ;
আছাড় খেয়ে, কোমর-ভেঙে ডিগ্‌বাজি খায় শ্লেজ্ !

হাসতে গিয়ে, হো-হো ক'রে হাসতে গিয়ে,
নিজেকে আমি ধম্‌কে উঠি। নিজেকে আমি ভীষণ ধমকাই।
আহাম্মক ! তোর শ্লেজ্ গিয়েছে ভেঙে।
শ্লেজ্ গিয়েছে ভেঙে, ঠুঁটো জগন্নাথ !
এখনো তুই হাসিস ?

বী. চ.

নাজিম হিকমত

জেলখানার কোন এক সাথীকে

শুধু এ জন্যেই তোমার বেঁচে থাকা উচিত
আমি বলি
পৃথিবীর জন্যে, তোমার দেশের জন্যে আর মানবতার জন্যে
হয় তারা তোমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে লটকাবে
নয় তো বা তোমাকে জেলে পাঠাবে
দশ বছর পনেরো বছর
হয়তো বা আরো বেশী, কিন্তু তার জন্যে কে অত পরোয়া করে -

তোমাকে না বলাই ভালো
'আমি যেন দড়ির শেষ প্রান্তে
ঠিক পতাকার মতো দুলছিলাম।'
তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে
বেঁচে থাকার মতো আনন্দ আর কিসে,
কিন্তু এখন তোমার উচিত
শত্রুকে উপেক্ষা করে
আরো একদিনের জন্যেও বেশি বেঁচে থাকা।

কখনো বা তুমি ভীষণ ক্লান্ত অসহায় হয়ে পড়বে,
মনে হবে বন্দী জীবনটা যেন
কোন গভীর জলাশয়ের অতলে একখণ্ড পাথরের নুড়ি
আবার কখনো বা তুমি
হাজার মানুষের অরণ্যে
মর্ম-মুখর সুদূর বিশ্বের স্পন্দনে
উঠবে জেগে।

যদিও মধুময়
প্রতীক্ষিত চিঠির দিনগুলো
কিংবা কোন বিষাদময় গানের কলি
অথবা কড়ি কাঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে
রাত ভোর করে দেয়া
কিন্তু আসলে তা
বিষাদে ক্লান্তিকর।

যখন তুমি নিখুঁত হাতে দাড়ি কামাবে

তখন যদি তোমার মুখের দিকে তাকাও
বুঝতেই পারবে না
কত পালটে গেছে তোমার বয়েসটা।

তোমাকে সরিয়ে রাখ
কীট-পতঙ্গ আর বসন্তের সন্ধ্যার হাত থেকে।
তোমার না ভুলে এখন
শিখে নেয়া ভালো
রুটির শেষ টুকরাটিও
কীভাবে মুখে পুরতে হয়
কীভাবে হাসতে হাসতে
দিলটা লুটিয়ে দিতে হয়।

জানি না কে বলতে পারে
তোমার প্রিয়তমা বধূ এখনও তোমাকে
ভালোবাসে কিনা,
(হয়তো তোমার মনে হতে পারে
জেলখানার মানুষের কাছে এ এক ক্ষুদ্র ঘট।
যেন ঝরে-পড়া একটি সবুজ কুঁড়ি)
গোলাপ আর বাগানের স্বপ্ন
যতই দুঃখময় হোক না কেন
তোমার এখন উচিত
পাহাড় আর সমুদ্রের মগ্নতায় ডুবে যাওয়া।

আমি তোমাকে বলি,
তুমি পড় আর অক্লান্ত হৃদয়ে লেখ
তুমি চিন্তা কর
আর তোমার হাতের আয়নাটা
ছুঁড়ে ফেলে দাও দূরে।
দেখবে,
দশ পনেরো
অথবা তার চেয়েও বেশী বছরগুলো
জেলখানায় এমন কিছু নয়,
যদি না তোমার কলিজাটা
সেই আলাদিনের প্রদীপটা
ঠিক জ্বল জ্বল করে জ্বালিয়ে
রাখতে পার।

ক. সে.

খোস্রো গোল সরখি

যে কবিতার কোনো নাম নেই

তোমার বুকের চামড়া আর কাঁচা মাংস ছিঁড়ে
ভীষণ একটা দগদগে ক্ষত
সাংঘাতিক গভীর করে এঁকে দিয়েছে শত্রু।
কিন্তু
সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় পাইনের নিবিড় অরণ্যের মত
এখনও নিজের পায়ে ভর করে
কমরেড, তুমি স্পর্ধায় মাথা উঁচু করে রয়েছ
কারণ,
মৃত্যুর কাছে, ভীষণ কঠোর থাকা তোমার প্রকৃতি
তুমি কখনো নত হতে শেখোনি।
তোমার মধ্যে উছলে উঠেছে ঘাম আর রক্তের মহাকাব্য
তোমার মধ্যে ভীড় করেছে ঘরছাড়া পাখির ঝাঁক,
তোমার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যুদ্ধ-জেতার গান,
চোখ দুটো তাই তোমার এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
কারণ,
তোমার রক্তের মহিমায়
আমাদের স্মৃতির তুপাখনেহ *
অসংখ্য মানুষের ক্রোধ বুকে নিয়ে
আবার জেগে উঠবে।
আবার জেগে উঠবে শহরের ওপাশটা
আর তারপর
ছড়িয়ে পড়বে এপাশে, তখন
মানুষেরা নিজেরাই সমান ভাগ করে নেবে
রুটি আর ক্ষুধা।
তুমি সেই উন্নত পাইনের বৃক্ষ

এক বিখ্যাত ময়দান। ইরানবাসীদের কাছে সংগ্রামের এক প্রতীক হয়ে আছে এই ময়দান। বহু ঐতিহাসিক উত্থান ও বিদ্রোহের সাক্ষী এই ময়দান।

তোমাকে মহিমান্বিত করেছে
আর কেউ নয়
তোমার মৃত্যু।
চারিদিকে অনেক উঁচু করে শত্রুরা দেয়াল তুলেছে।
ছেঁড়া কাপড় পরা রুগ্ন যে সব মানুষ
দেয়ালগুলির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে
হয়ত
তারা এখনও তোমার নাম জানেনা
কিন্তু
যেদিন তারা জানতে পারবে
ঘনিষ্ঠ প্রশংসায় রক্তের বিন্দুগুলো আরো গভীর হয়ে উঠবে।
তখন
তোমার নাম নিয়েই তারা গাইবে
তাদের জাতীয় সংগীত।
তোমার নামেই সমগ্র ইরান
তোমার নামেই ক্যাসপিয়ান সাগর
আবার প্রাণ ফিরে পাবে।

সংবর্ত রায়

ফররুখ্‌ ফারোখজাদ

জন্ম পুনর্বার

শুধু একটাই কালো অন্ধকার শব্দ
আমি বারবার তোমায় শোনাই
যতক্ষণ না তুমি জাগো যেখানে চিরদিন প্রস্ফুটিত হও

এই শব্দে আমি নিঃশ্বাসে তোমাকে পাই
আর এই শব্দের বাঁধনে আমি তোমায় বেঁধেছি
বৃক্ষ জল অগ্নিশিখার শরীরে

হয়ত জীবন এক রাস্তা
যা দিয়ে ঝুড়ি হাতে সে রমণী হেঁটে যায় প্রতি দীর্ঘদিন
হয়ত জীবন গলার ওপর চেপে বসা দড়ি
যা দিয়ে সে নিজেকে ঝুলায়
অথবা জীবন এক শিশুর স্কুল থেকে ঘরে ফেরা

হয়ত জীবন ভালবাসাবাসির শিথিল বিরতির ফাঁকে
সিগারেট ধরানো

কিংবা পথচারীর শূন্য দৃষ্টি
যখন সে অন্যজনের শূন্য হাসির উত্তরে
টুপি নাড়িয়ে বলে, সুপ্রভাত

হয়ত জীবন সেই নির্দ্ধারিত মুহূর্ত
যখন আমার দৃষ্টিপাত তোমার চোখের কাচের ভিতর
খানখান হয়ে যায়
আর আমি নিজেকে জানতে পাই
অন্ধকারে মিশে যেতে যেতে টের পাই
আমার নিজের ভেতরই রয়ে গেছে চাঁদ

নির্জনতা দিয়ে মাপা এক ঘরে
ভালবাসা দিয়ে মাপা আমার হৃদয়
তার সুখের জন্য খোঁজে সাধারণ ছলছুতাগুলি
ফুলদানীতে ফুলের সুন্দর অপচয়
ঘরের আঙিনায় তুমি পুঁতে দাও চারাগাছ
আর ক্যানারি ক্যাণ্টালিনা পাখিদের গানে
জানলাটা ভরে থাকে
আহা !
এইসব আমারও ছিল
এইসব আমারও তো ছিল
এইসব আমার
পরদা ঘেরা একটুকরো আকাশ
একটা ভাঙ্গা সিঁড়ির নিচে নেমে আসা
নির্বাসনে বিয়ে আর নষ্ট হয়ে যাওয়া
স্মৃতির বিষণ্ণ উদ্যানগুলিতে হেঁটে যাচ্ছে আমার ভাগ্য
আসন্ন মৃত্যুর দিকে যেতে যেতে দুঃখকাতর এক কণ্ঠস্বর
আমায় বলছে : আমি তোমার হাত দুটি ভালবাসি

আমি আমার হাতদুটিকে বাগানে রোপণ করি
আমি জানি আমি বেড়ে উঠব, আমি জানি, আমি জানি
আমার কালিমাখা আঙ্গুলের বাসায়
সোয়ালো পাখিরা ডিম পাড়বে

টুকটুকে চেরীফুলের জোড়া হবে আমার আঙুলের আংটি
আর ডালিয়ার পাপড়ি সাজাবে আমার আঙুলের নখ

কোথাও এখনো এক গলি রয়ে গেছে
যেখানে রয়েছে একমাথা উস্কোখুস্কো চুল সরু ঘাড় ঢ্যাঙা পা ছেলেরা
সেইসব ছেলের মতন
যারা একদিন আমায় ভালোবেসেছিল
যারা এখনো স্মরণ করে
কোন এক রাত্রির বাতাসে মুছে যাওয়া
এক বালিকার সরল সুন্দর হাসি

আমার শৈশবের মহল্লা থেকে আমার হৃদয়
একটা গলি চুরি করে নিয়েছিল
সময়ের শুষ্ক রুক্ষ পথরেখা ধরে একটা শরীর হেঁটে যায়
আহা যদি সে শরীর সেই বন্ধ্যা পথকে ফলন্ত করতে পারত

উৎসবের আয়নায় ফুটে ওঠা প্রতিবিম্ব সচেতন
একটা শরীর

এভাবেই মানুষ মরে
এভাবেই টিকে থাকে

ছোট্ট নদীর বুকে ডুবে যাওয়া কুয়োর ভিতর থেকে
কোন ডুবুরীই কোনদিন মুক্তো তুলে আনবে না

আমি এক বিষণ্ণ ছোট্ট মেয়েকে জানি
সাগরের বুকে যার বাস
আর শান্ত কোমল হাতে সে বাজায়
তার হৃদয়ের কাঠের বাঁশি
দুঃখী ছোট্ট জলকন্যা
প্রতিরাত্রে চুম্বন স্পর্শে মরে যায়
আর দিনের বেলায় চুম্বন ছোঁয়ায় জন্ম নেয় পুনর্বার

উ ব.

মারূফ আল রুসাফি
দিন বদলায়

দোস্ত, ঘটনাবলী এখন টালমাটাল ,
দিন আর রাত আমাদের জন্য কি দুঃখভার নিয়ে আসবে ?
আল্লাহ্ হু আকবর ! প্রতিদিনই আল্লাহ্ তাঁর কোন ঐশী কাজে উদ্যোগী ;
খোদাতাল্লাহ্, এলাহী আকবর, অনাদি একক—
একটা শতাব্দীকাল তাঁর কাছে দণ্ড-পল মাত্র ।
খোদার বাণী নিয়েই খোদার জগৎ—তিনিই যোগান প্রতিটি শব্দের গূঢ় অর্থ ।
উনুনের ওপর কড়াইয়ের বুদ্‌বুদ্ শব্দের মতো
আমাদের রোজকার ঘটনাবলী এখন ফুটছে ।
ঊষার দূতকে আমরা দেখি আমাদের আকাঙ্ক্ষার দীর্ঘ ছায়া দেহে বিলীন ,
রণক্ষেত্রে প্রবাহিত শোণিতস্রোত তার গাঢ় রক্তিমাভা বৈ অন্য কিছু নয় ।
বস্তুত আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, সময়ের বদল শুরু হয়েছে সব জায়গা জুড়ে,
নিকটকে দূর, দূরকে নিকট মনে হয়,
মনে হয় শ্রদ্ধেয়রা আর শ্রদ্ধেয় নেই, অবাঞ্ছিতরা আর অবাঞ্ছিত নেই
দুর্বলরা স্বাধিকারে মর্যাদা কেড়ে নেয়—শোষকরা হারায় অনেক কিছুই ।...

[প্রথম স্তবক]

পৃ. স

প্রাচীন ইজরাইলের প্রেম গীতিকা খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী

এসো হে ভালোবাসা আমার, চলো যাই দু'জনে খোলা মাঠে, যেখানে
হেনারা ফুটে ওঠে, কাটাবো রাত সেথা শয়নে দুজনেই, বিহানে
উঠবো জেগে, আর দু'জনে যাবো চলে কাছেরই আঙুর বাগানে,
লতানো আঙুরেরা যেখানে ফুটে উঠে আফোঁটা কুঁড়িগুলো মেলে ধরে,
বেদানা ডালিমের পাতা ও পল্লব কুসুমগুলো করে প্রকাশিত,

সেখানে কুসুমের আঙুর কুঞ্জের ছায়ায় দেবো দান আমার প্রেম,
ঝরবে ভায়োলেট-পুষ্প-ঘোরলাগা ঘুমের মুখোসেরা ঘিরে ঘিরে···
এবং ফিরে এসে দেখবো দরোজায় স্তূপীকৃত তাজা ফলের রাশ,
সবার সেরা সেই সদ্য-তুলে আনা দীর্ঘ-সঞ্চিত, আমার প্রেম,
তোমাকে দেবো আমি আমার সবখানি যা আমি জমিয়েছি তোমার জন্যেই।

তৃ. চ.

নাটান জাচ্
দৈত্য

আমি একটা দৈত্য
এবং শুধুমাত্র আমি
একটা দৈত্য। যখনই আমি
আমার মাথা তুলি, নক্ষত্রেরা
আমার মাথা স্পর্শ করে। যখনই আমি
মাথা তুলি না, কেউই কোনো
মনোযোগ
দেয়না, কারণ
আমি মাথা
তুলিনি।

সা. চ.

ফাদওয়া তুকান
তুফান বন্যা এবং গাছ

উথাল পাতাল তুফান যখন আছড়ে পড়লো দুষ্টশনি
বর্বর তীরভূমি থেকে
বমির মতন বন্যা যখন উগ্‌ড়ে দেওয়া হলো
সবুজ শুভ মাটির ওপরে,
দুষ্টশনি ষাঁড়ের মত গর্জন করলো বাতাসে
গাছটি পড়ে গেলো,
ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হলো তার গৌরবময় গুঁড়িটা
তুফানে, গাছটি মৃত।

গাছরে, ও গাছ
তুমি কি মরতে পারো ?
লাল-ক্ষীণ-স্রোতধারা জিজ্ঞেস করলো তাকে।
প্রিয় গাছ, তোমার শেকড়-বাকড়
তাজা তরুণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে চোলাই হয়ে
সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হয় মদে
আরবের শেকড়-বাকড়, প্রিয় গাছ,
মরে না কখনোই।
ছড়ায় তারা গভীরে
পাষাণ পাথর পাহাড়ের নাগালের বাইরে
মাটির গভীরে
অনুভব করে তাদের কাজ করবার স্বাধীনতা

গাছরে, ও গাছ
তুমি বেড়ে উঠবে রৌদ্রে
তোমার পাতাপল্লববল্লরীমঞ্জরী
সবুজ হাস্যে লাস্যে কেমন
বিস্ফোরিত হবে।
সূর্যের দিকে রৌদ্রের দিকে
পাতায় পাতায়
বেজে উঠবে হাসি।
গায়ক পাখিরা সব পথ বদলে নেবে
ঘরের দিকে নীড়ের দিকে
বসন্তের দিকে।

শা. চ.

এ. এম. খেয়ির

আর এক নতুন সকালের জন্য

মাহমুদ, হে আমার মাহমুদ
আর এক নতুন সকাল
দীর্ঘশ্বাস ফেলার জন্যে
কেমন বুক ভরে নিশ্বাস নিচ্ছে,
যেন বন্দী সিংহ
মুক্তির জন্যে ক্ষেপে উঠেছে।
বস্তীর নোংরা আস্তাকুড় থেকে
শোনা যাচ্ছে মোরগের একটানা
কণ্ঠস্বর।
আর কুকুরগুলো ভয়ে বুক নামিয়ে
চিবিয়ে চলেছে হাড়ের টুকরোটা,
মাঝে-মধ্যে
ভাবলেশহীন চোখ দুটো তুলে
চীৎকার করছে
যেন আক্রোশে নতুন দিনকে দেখছে।
পূব আকাশ লালে লাল হয়ে
উঠেছে,
দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না,
শুধু দু-জন মানুষের অস্পষ্ট ছায়া
দুটি দীর্ঘায়িত প্রতিবিম্ব,
দু-জন মানুষের কালো ছায়া
একজন ওয়াদ তারফু, দুধওয়ালা
আর একজন কাপড়ের কলের মজুর।
মাহমুদ, হে আমার মাহমুদ
তুমি অবাক হচ্ছ মাহমুদ,
কিন্তু অবাক হবার কিছুই নেই
নতুন দিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে
শুধু আর একটি নতুন দিন
বুক ভরে নিশ্বাস নিচ্ছে।
আর তারা দুজন
তারা দু জন মানুষ
হাত ধরে এগিয়ে আসছে
পায়ে পা ফেলে।

ক. সে.

আসাদ আল-আসাদ
সর্দারের প্রত্যাবর্তন

ক্ষমা করুন মহোদয়,
জানি এই দেশ আর
আগের মতো দিতে পারেনা
দুধ আর মধু।
ক্ষমা চাই।

দেশের ক্ষতের বিবরে
শস্যকণা নষ্ট হয়ে যায়
কেননা, সর্দার যে ফেরেনি এখনো।
তাই রাতের নেকড়ে
চষে বেড়াও আমার দেশে।
কপালে জুটবে শুধু কাঁটা।
দেশের মালিক বিহনে
এখানে জন্মায় শুধু কাঁটা।

ফ. চৌ.

ওয়ালিদ হালি
ঈগলের স্মৃতি

আজ রাতে দেশ
শুয়েছিলো আমার পাশে।

আমরা করেছি কামনা
তৃষ্ণার্ত পাখির স্বাস্থ্য
যার ঠোঁট আমাদের
হৃদয়ে গাঁথা।

আমরা কাঁদলাম।
আমার স্মৃতিতে দেশ যেন
এক পাখা পোড়া ঈগলের মতো।

ফ. চৌ.

রাশা হুসেন

জাফা শহর

গাঁজার কল্কে জাফায় ছড়ায় ঘুম
নিষ্ফলা পথ দীর্ঘ হয়েছে ক্লান্তিতে আর মাছিতে
জাফার হৃদয় স্তব্ধ, পাথর-চাপা
স্বর্গের পথে পথে চাঁদের জন্য হা-হুতাশ
জাফা তখন চন্দ্রহীন
জাফা পাথরের ওপর রক্তের দাগ।

একদা জাফার স্তনের ধারায় বয়েছে কমলা দুধ
এখন তা তৃষাতুরা···
জাফা, যার তরঙ্গ আনতো ডেকে বর্ষা
জাফা, যার দিন শুরু হতো এই বালুতটে—
আজ সে দাঁড়িয়ে তার মৃত দুই হাত নিয়ে
হাতগুলো মরেছে যখন তার শিরদাঁড়াটা ভাঙলো—
একদা জাফার বাগানে ফুটেছে কত মানুষ
এখন সেখানে গাঁজার আড্ডা, ছড়ায় ঘুম।

আমি গিয়েছিলাম জাফার ভুরু থেকে ইঁদুর তাড়াতে
অশক্ত মৃতের ওপর জমা ধ্বংসস্তূপ সরাতে
আর তারাদের কবর দিতে
ধুলো আর পাঁচিলের নিচে
জাফার হাড় থেকে বুলেটগুলো বার করতে···
যার খোরাক হিংসা।

আমি নিহত চুলের গুচ্ছ নিলাম,
পোড়ালাম—
শুঁকলাম সেই ধোঁয়া······

ঠিক তামাকের মতো······বিশ্রাম করলাম
যখন শ্রান্তি এলো।

স. সে. গু.

মাহমুদ দারভিস

প্রতিরোধ

তোমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে শৃঙ্খলিত করতে পারো আমাকে
পিষে ফেলতে পারো অক্টোপাশের মতো নির্মম উল্লাসে
হয়তো বা লেখার খাতা কেড়ে
সিগারেট ছিনিয়ে নিয়ে
মুখের ভিতরে জোর করে মাটি পুরে দিয়ে
পারমানবিক পশুর স্পর্ধায় স্তব্ধ করে দিতে পারো
আমার চিরকালীন কণ্ঠস্বর
আমার দিগন্ত কাঁপানো ভাষা ;

সর্বস্ব লুণ্ঠন করতে পারো শক্তি মত্ততায়
কিন্তু আমার কবিতা ?
হৃদপিণ্ডের স্পন্দনে তরল রক্তোচ্ছ্বাসে
খাদ্যের লবণে, চোখের অশ্রুজলে
মিশে আছে যে কবিতা সেই কবিতা আমি লিখে যাবো
ধারালো নখে, চোখের আগুনে শাণিত ছুরির ডগা দিয়ে ।

সুরে সুরে গেয়ে উঠবো কবিতার গান
অগ্নিস্রাবী সেই গান অন্ধকার কয়েদখানায়
স্নানের ঘরে, আস্তানায় ছিটকে পড়বে অজস্র সুরের ঝর্ণায় ।

চাবুকের নির্মম আঘাতে
শৃঙ্খলিত যন্ত্রণায়
আমাকে রণরক্ত আন্দোলনের লড়াইয়ের গান শোনাতে
আমার কবিতা আমার মনের ভেতরে বুকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
বেঁধে দিয়েছে সুর ঝরা লক্ষ লক্ষ পাপিয়ার বাসা ।
আমি কখনো ফুরিয়ে যাবো না
ফুরিয়ে যাবে না আমার কবিতা ও গান
উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এই তো প্রতিবাদের ভাষা
প্রতিরোধের জ্বলন্ত চাবুক ।

মো. মো গ.

সামার আতার
মৃতদের ফিরে আসা থেকে

এবং তুমি তো ফিরে এসেছিলে
একদিন গ্রীষ্মের সকালে
ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো
তোমার কাফন হয়েছিলো আলগা
তোমার দু'চোখ ছিলো চকচকে কাঁচের উজ্জ্বল
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম
আমাদের মার্বেল পাথর সব পড়ে ভেঙ্গে গেছে
খোয়ার রাস্তায়
তুমি ঢেউ তুলেছিলে, তারপর ধীরে সুস্থে হেঁটে গিয়েছিলে।

না কোনো চড়ুই নয়, কোনো কাক না
ঝাড়ামোছা ঝকঝকে শহরে
'কোথায় গিয়েছে তারা ?'
প্রশ্ন করেছিলে
'তারা কি সবাই মারা গেছে ?'

মারা গেছে
মারা গেছে

এবং আমরা শুনতে পেলাম তোমার
কণ্ঠের প্রতিধ্বনি
প্রাচীন মানুষ
এবং দেখলাম আমরা
তোমার নষ্ট পঁচা দাঁতগুলি
তোমার ওপড়ানো দুই চোখ
আমরা দৌড়ে পালিয়ে গেলাম।

তখন ছিলাম আমি ছোট্ট বালিকা
আমাদের বাড়ি থেকে।
দেখলাম তোমার চলে যাওয়া
বড়ো, দীর্ঘ পরিশ্রমী মানুষেরা

তাদের মাথায় করে
বইছিলো কফিন তোমার।
আহা রে, কেমন সেই শবযাত্রা মিছিলটা যাচ্ছিলো চলে যাচ্ছিলো
আর আমি দেখলাম দোকানীরা সব
দোকান-পসার বন্ধ করে
শীতের দিনে
হেঁটে চললো
ক্রন্দমান জনতার পিছনে পিছনে
এবং শুনলাম আমি কেউ একজন
আল্লার নাম গাইছিলো
মেয়েরা ভীষণভাবে আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে কাঁদছিলে
আর আমরা বাচ্চারা সব দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।

সূর্য ছিলো ঠাণ্ডাশীতল
এবং বাদামী মাথার লম্বা সারি
আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে সবুগলি পার হচ্ছিলো
এবং দূরের বাঁক পার হলো যখন মিছিল
আমি দেখলাম তুমি ডাইনে বাঁয়ে দুলছো।
না-ঢাকা মাথার মানুষেরা
ছেড়ে দাও মৃত কে
চেপে ধরো কাফনটা তার
আমি বললাম, আমরা বললাম
আর সব বাচ্চাগুলি কেঁদে উঠলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

আহা রে মৃতের শহর
আমরা ভাসাই যতো পালতোলা নৌকো আমাদের
আমরা সংগ্রহ করি খাদ্য আমাদের
আমরা প্রার্থনাগীত গাই আমাদের
কিন্তু এটা কি সত্য
ঐখানটায় ঐ জমির ওপরে
পুষ্পিত হবে না কোন তৃণ আর
ফল ধরবে না কোনো গাছ ?

বাগান থেকে বাগানে
উপসাগর থেকে উপসাগরে
আমরা ঘুরলাম

ওঠা নামা করলাম অনেক
দিন আর রাত
একটা বিদেহী কিছু অলৌকিক কিছু খুঁজে খুঁজে
এবং সমস্ত মাঝিমাল্লা আমরা যাদের দেখলাম
কেউই কিছু বলতেই পারলো না
শুধু মাথা নাড়লো তারা।
পিতা, কোথায় আমরা যাবো তবে?
মৃতের জন্য কোনো শহর আছে কি?

একটা তাঁবুতে আমরা ঠাসাঠাসি গাদাগাদি ছিলাম
আমাদের বলা হয়েছিলো
আমাদের মা মারা গেছেন
অথবা হয়তো তিনি নিহত
কেউই জানতো না

এবং আমরা বন্দী
আমাদের পিতার শহরে
যেখানে মুক্ত হাওয়া বয়ে যায় বয় নিরবধি।

নীরবে প্রার্থনা করি আমরা
তোমার ফিরে আসবার জন্য
পিতা
আমরা তো বাচ্চা আর দুর্বল ছিলাম।
আমাদের পথঘাটগুলির হলো অন্যসব ভিন্নতর নাম
উৎসর্গ করোনি কেন আমাদের
ব্যবস্থা করোনি কেন কবরের
একটু খানি
অখ্যাত গোপন কবরের?

আজকে নদীর মোহনায়
তোমার কুৎসিত মুখ দেখি
সত্যি কি তোমার কোনো মুখ ছিলো?

তুমি দ্রুত চলে যাও বাদলা-বাতাস যেন
আর ঢেউ তোল।
তুমি কিন্তু কখনো বলোনা
আমি এক বৃদ্ধ মানুষ
একজন বৃদ্ধ আর কীইবা বলতে পারে?

ইতিহাসের তত্ত্বমালা
আর যুক্তি বিন্যাস
আর আমরা ছোটো ছোটো বোকার হদ্দরা
কেমনে প্রার্থনা করি
আর ধন্য পবিত্র করি
মানুষের এই বসত-বসতিকে।
কিন্তু আমরা এখন
কবরে ফিরে যেতে পারি
তোমার শান্তিতো তোমার নরক
তোমার উপস্থিতি অবমাননার।

'কে আমাকে চালাবে ?' আমি প্রশ্ন করি
'আমি, তুমি, আমরা', তারা বলেছে
'আর আল্লা ?'
'তোমাদের জঘন্য প্রভুকে
পাথর হতে দাও।'
'আহ, তাকে পাথর হতে দাও', তারা বলেছে।

আমাদের মাগো
খুলে ফেল ঘোমটা তোমার
কারণ এই তো আমরা এলাম
তোমার তামার থালাগুলো
তোমার জঙ্গলে ভরা উঠোন
পরিস্কার করে দেবো বলে
তুমি দেখতে পাচ্ছো নাকি, মাগো
তোমরা ছেলেরা আজ
প্রায় মানুষ হয়ে উঠেছে ?

শা. চ.

মুহম্মদ শেরগুল খান

পাথর ও রাখালের গল্প

স্থির পাথরে নিচে শব্দ হয়
                    শব্দ ওঠে
প্রতিদিন ; দুম্বার পাল এখানে ওখানে ঘোরে
খোঁজে ঘাস লতা পাতা সবুজ কাঁটা
দূরে বড় পাথরের পিছনে ক্লান্ত রাখাল
বসে, পাগড়ীর চূড়া দেখা যায়।
মাথার ওপর আকাশ নীল-শাদা
সমুদ্র কতদূর কেউ জানেনা
জানেনা রাখাল বালক
বজ্র মেঘে মাঝে মধ্যে নামে তুষার
কালো বৃষ্টি
কাঁপে বুক ; বালকের হাতে রাইফেল

রাখালের খোঁজ নেই
তার ছেঁড়া পাগড়ী নাগরা বন্দুক
পড়ে আছে
দুম্বার পাল এখনও এখানে-ওখানে ঘোরে
স্থির পাথরের নীচে শব্দ হয়।

কি. গু.

আফগানিস্তানের লোক-কবিতা

সাধুরা তাকান নোংরা ধুলোর দিকে

সাধুরা তাকান নোংরা ধুলোর দিকে
ধুলো হয়ে যায় সোনা।
আমার প্রেমিক কিন্তু অন্য রকম।
সে আমাকে ডাকে সোনা।
কিন্তু চাহনি তার
আমাকে বানায় ছাই ॥

আমার মাথার চুলগুলি সব বাড়ুক

আমার মাথার চুলগুলোকে বাড়তে দাও
দয়া করে ছেঁটে দিয়ো না, মা।

কেঁটে ছেঁটে দেওয়া কোনো গাছ
গানের পাখির জন্য জায়গা না ॥

তুমি গ্রীষ্ম কাটা'লে শীতল কাবুলে

সারাটা গ্রীষ্ম কাটালে শীতল কাবুলে।
বর্ষণে তুমি ফিরে এলে আর চাইছো
তোমার কুসুম অক্ষত অনাহত ?

মা. দ.

আদিব পেশোয়ারী
যুবক মুসলিমদের প্রতি

তোমাদের ভাগ্যে যদি আলোকের সূর্য চাও, তবে
শিরস্ত্রাণ পরে নাও মাথায় কর্মের
এবং দু'হাতে নাও
ভীষণ কষ্টের তরবারি।

লজ্জা আর অসম্মানে ভরে গেছে যেই দেশ আজ
এবং যেখানে শুধু শত্রুদের দৃপ্ত আনাগোনা
কি করে তা হবে বলো তোমার স্বদেশ ?
কি করে তা হতে পারে তোমার সার্থক জন্মভূমি ?

'স্বদেশকে ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ'
বলেছেন এই কথা রসুলে করিম।

যদি বা এ প্রেম
না থাকে তোমার
তা হলে তোমরা কিন্তু আসলে মুসলিম কভু নও।

আবদুল সাত্তার

নাদিয়া ট্যুয়েনি

মৃত সমুদ্রের চেয়েও দূর

এশিয়া এবং মাংসের মৃত সমুদ্রের চেয়েও দূর
শব্দগুলি সব তোমার মতন
অথচ তোমার চোখের ঘাসে জীবনের নীল অনুভব।
তুমি কি ভোরবেলার ধীরশান্ত ভয় ?
রক্ত ও মহাশূন্য থেকে মুক্ত যে মানুষ
তুমি তার চেয়ে আরো বেশি দূর, বলো তুমি কে ?
তুমি কি অগ্নিকামনার কাছে মেলে ধরা ফুল
নাকি আলতো চুমুকে পান করা হাসি ?

তোমার ও পৃথিবীর মাঝখানে ছিল একই নির্জনতা।
ছিল সূর্যের প্রবল প্রপাত
এক পাখি।
স্তব্ধতার চেয়েও নিকট
আকাশের গায়ে নির্জন হাতের মতন, তুমি কে ?
তুষারপাতও ছিল বরাবর একই রকম।
একজন রমণী ছিলেন
নিসর্গচিত্রের এক ছেঁড়া টুকরোয়
প্রস্থানের মতন।

উ. ব

রাচিদ বে

হায়াত

একটু আগেই নক্ষত্রের দল ঝুঁকে পড়েছে ফসলের ক্ষেতে
কুমারী বাতাস
এগিয়ে এসেছে
আমাদের নম্রতার কাছে
আমরা ছিলাম মরুভূমির হৃদয়ে প্রোথিত
দুটি প্রতিধ্বনির মত
ওষ্ঠসিক্ত করবার মত এতটুকু জলও ছিলনা
আমাদের হৃদয়ের ভিতর উঁকিঝুঁকি দেবার কোন আদেশ ছিলনা
আমাদের বাসনা ব্যর্থ করার মত কোন অবক্ষয় ছিলনা
আমাদের সত্তা সবুজ
আর তোমার পূর্ণ তরুণ
তুমি ছিলে সমুদ্রের মত।
আর আমরা বলেছিলাম, সেই রাত ছিল স্বল্পায়ু
গ্রীবায় দংশিত
আকাশের মত
সমুদ্র ছিল বিষাদমলিন,
পৃথিবীর শান্ত গভীর নীলের ভিতর
আমাদের ভালবাসা যেন
শুষে নিয়েছিল মাটির পৃথিবীর শুদ্ধতা
প্রভাতের এক কোণে
বৃষ্টিতে আনত
সূর্যের একটি রশ্মি
একটু আগেই
সমুদ্রের দিকে চেয়ে
চোখ মটকে হেসেছে।
শিশির ভেসেছিল তোমার ওষ্ঠের কিনারায়
কিন্তু বলো, তোমার বেলা, হায়াত,
তা ছিল অশ্রুজলও

হায়াত, তোমার কি মনে পড়ে ক্লান্তির শেষ প্রান্তে
আমাদের নীরবতা
আমাদের মুখ পরস্পরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে
জীবন এবং·········
কিন্তু প্রিয়তমা
সেই সন্ধ্যায় তোমার মৃত্যু হয়নি
ওদের ডেকে বলো তুমি বেঁচে আছো

আর বলো যে আগামীকাল তুমি পুষ্পিত হবে তোমার সুন্দর অবিনশ্বরতায়
(নাফিসা, বেটি, নাদিয়া, সোফি, আউরিদা
নাসিরা, ডালিলা ও ফরিদার মধ্যে)
(তুমি সবসময়ই শুধু তুমি, প্রিয়তমা হায়াত)

উ. ব.

আলি আবদাল্লা খলিফা

ধোঁয়ার পাহাড়ে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি

তুমি দেশের প্রান্তরে প্রান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছে অন্তরঙ্গ স্মৃতির ছায়া
হাজার বছরের স্পন্দমান ইতিহাস, তুমি ঘুমিয়ে আছ তোমার
নিজের ভিতর, ঝড়ের বিস্ফোরণ তোমার দু'গাল জুড়ে
কেননা বাতাস বড় নিষ্ঠুর

বহু মানুষের দলবেঁধে চলে যাওয়ার পথে তুমি হও আলো
তুমি ঢেউ, আর সহসা মাঝে মাঝে দুর্ভাবনা ছুটে এসে মেলে
সে দুর্ভাবনায় যা এখন গোটা দেশে ছড়িয়ে গিয়েছে

তুমি বড় বিলম্ব করছ, আমি কতদিন প্রতীক্ষায় আছি, সবদিকে আজ
জং ধরে গেছে, এমনকি তোমার কথাগুলিও আজ জং ধরা
গোটা দেশের রংটাই আজ বদলে গেছে, তিনটে নক্ষত্র হারিয়ে গেছে
আর গভীর সমুদ্রের তিমি ঘোষণা করছে তার ক্ষুধা
উটের সারি নিয়ে মরুযাত্রীদল নিঃশব্দে হেঁটে চলে গেছে
দুঃখিত ঘুঘুর ঝাঁক তাও চলে গেছে
দীর্ঘ অপেক্ষার শেষে, সবকিছুই ডুবে যাচ্ছে ভাঙছে,
বাতাস বইছে দ্রুত, তবুও কঠিন পাহাড় চুড়োগুলি
বাতাসের স্ফুলিঙ্গ কুড়িয়ে ঝড়ের রাতের কাছে
বিদ্যুৎ উপহার দিচ্ছে,
অনুপস্থিতি আমাদের প্রস্তরবৎ স্তব্ধ করেছে
আমরা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি।
একসময় তুমি কাছে ছিলে আর আমরা তখন
স্মৃতিকে পূর্ণ রেখেছিলাম। আমরা তোমার হাত ধরেছিলাম
আমরা দেখেছি তুলাদণ্ড, আমরা বিস্মিত হয়েছি
আর আরো কাছে এসেছি। আমরা বাতাসের পিঠে চড়ে উড়ে গেছি
আমরা বদলাতে চেয়েছিলাম।
এসো, এখন আমাদের পূর্ণ কর।

তুমি বড় বিলম্ব করছ, আমি কতদিন প্রতীক্ষায় আছি।
আমি জানি তুমি সন্তানসম্ভবা। তবু কখনো কখনো
পশ্চাদ্ধাবিত হলে শিশুর হাসির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি
দেখতেই হয়। এখন সময় শুধু লক্ষ করার, দেয়ালে কান পাতবার
কেননা একটি শিশুও ঘুমোতে চায় না, শুধু বেদনার গান যন্ত্রণা আনবার
ভয় দেখায় কেননা একটি শিশু ঘুমিয়ে পড়তে অস্বীকার করেছে।
জল-চক্রের দণ্ডটা লম্বা হয়ে গেছে অঙ্কুরিত বিবেকের দিকে
একটা গান ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছে, প্রভাত আসন্ন, এক নতুন দিগন্ত…
কিন্তু তরুণ পাখিরা!
কোন্‌খানে তারা নিরাপদ হবে!
তুমি মরতে চলেছ, না তুমি বেঁচে ওঠো গোপনতার গভীর শিকড়ে,
আমাদের ভিতরে যে বিস্ময় রয়েছে যার মধ্যে আমরা বেঁচে থাকি
সেই বিস্ময়ের ভিতর তুমি বেঁচে ওঠো,
দূরত্ব ছুটে আসছে আমার দিকে। জল ধাক্কা দিচ্ছে জানলার কাচে
ওইখানে, হে বন্ধু, উর্বর বালুকারাশি
দুপুরবেলার রোদে তৃষ্ণার্ত,
অর্থময়, দু'ভাগ হয়ে একটা বীজ শ্বাস নিচ্ছে,
আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি আর এক অদ্ভুত আনন্দ……
তুমি এইখানে এই উপসাগরের তীরে এলোচুলে বসে আছো
এই জলে ধুয়ে নিচ্ছ শরীর আর তোমার ললাটের দীপ্ত আলোকে
অসংখ্য ক্ষুধিত মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছ দুঃখের করুণ পাতাগুলি।

ট ৫

ফার্নাণ্ডো কস্টা ডি আন্দ্রাদা

যোদ্ধা

আমরা বাতাসকে বলিনি
সংবাদ বয়ে নিতে

আমরা বাতাসকে বলিনি
আগুয়ান কমাণ্ডারের দীপ্ত নির্ঘোষ
চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে।

প্রকৃত ঘটনার সাক্ষী ছিল শুধু
পড়ন্ত বিকেলের সূর্য

ওদের উদ্দেশ্যই ছিল
আমাদের বীরকে হত্যা করা।
এক ব্যাটালিয়ন মৃত্যু
সঙ্গে হেলিকপ্টারে আনা অস্ত্রসম্ভার
বীর কমাণ্ডার কোয়েনির বিরুদ্ধে,
কোয়েনি, মৃদুহাসি একটি মানুষ
এক হাতিয়ার এবং নিশ্চিত,
অ্যাঙ্গোলায় বেড়ে ওঠা একটি শরীর
বীর কমাণ্ডার কোয়েনি।

বীর কমাণ্ডার
তুমি আক্রমণের আদেশ দিলে
আমাদের মধ্যে কিছু ভূপাতিত হল

ভয়ঙ্কর ব্যাটালিয়ানের বেষ্টনী
ভাঙতে গিয়ে
হে অ্যাঙ্গোলার বীর কোয়েনি
তুমিই স্বদেশ
আকাঙ্ক্ষা
স্বপ্ন

বনঘুঘুর মত সরল
মুক্তপক্ষ স্বাধীন কোয়েনি।

কিন্তু আমরা সবাই কোয়েনি
বীর কমাণ্ডাব কোয়েনি

আমরা ভেঙ্গে দিয়েছি ওদের বেষ্টনী
মৃত্যুর কাছে দিয়েছি তোমাব নাম
আর তার উদ্যত কাস্তে পরাস্ত হয়েছে
যে মৃত্যু মারতে এসেছিল
বীর কমাণ্ডার কোয়েনিকে
যে নায়ক
মৃদুহাসি
একটি মানুষ।

ডেভিড দিয়াপ
আফ্রিকা

আফ্রিকা আমার আফ্রিকা
পূর্বপুরুষের সাভানায় গর্বিত যোদ্ধাদের আফ্রিকা
বহুদূরের নদীতীরে
যে-আফ্রিকাকে মনে রেখে গান করতেন
আমার ঠাকুমা
আমি তোমাকে কখনো দেখিনি
কিন্তু তোমার রক্ত বয়ে যাচ্ছে আমার স্নায়ুর ভিতর
তোমার সুন্দর কালো রক্ত যা মাঠের
সেচের কাজে লাগছে
তোমার স্বেদের রক্ত
তোমায় কর্মজনিত ঘাম
তোমার ক্রীতদাসের কাজ
তোমার সন্তানসন্ততির দাসত্ব
আফ্রিকা আমাকে বলো আফ্রিকা
যা বেঁকে যায় তাই কি কালো তাই কি তুমি
এই কালোই কি চুরমার হয় অপমানের ভারে
এই কালো যা কাঁপছে থর থর ক'রে লাল দাগে চিহ্নিত
এবং মধ্যাহ্ন দিনের চাবুকের আঘাতে জানায় সম্মতি
কিন্তু একজনের গম্ভীর স্বর উত্তর দিল আমাকে
অস্থিরমতি বালক ওই গাছটা
তরুণ আর শক্ত
ঐ জায়গার ওই গাছ
যা দাঁড়িয়ে আছে চমৎকার নির্জনতায়
শাদা আর মলিন ফুলগুলোর মাঝখানে
এই হলো আফ্রিকা তোমার আফ্রিকা।
যা বেড়ে উঠছে ধৈর্যের সঙ্গে দুর্দমণীয়ভাবে
আর এর ফল আস্তে আস্তে পেয়ে যায়
স্বাধীনতার তিক্ত আস্বাদ।

কি. শ. স

আন্তোনিও জাসিনটো
সেই মানুষটি, যে ফসল ফলিয়েছিল

সেই বিরাট খামারটিতে কোন বৃষ্টি হয় না
আমার কপালের ঘাম দিয়ে গাছগুলিকে তৃষ্ণা মেটাতে হয়।
সেখানে যে কফি ফলে আর চেরীগাছে যে টুকটুকে লাল রঙের বাহার ধরে
তা আমারই ফোটা ফোটা রক্ত, যা জমে কঠিন হয়েছে।
কফিগুলোকে ভাজা হবে, রোদে শুকোতে হবে,
তারপর গুঁড়ো করতে হবে
যতক্ষণ না তাদের গায়ের রঙ হবে আফ্রিকার কুলির গায়ের রঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ !

আফ্রিকার কুলির জমাট ঘোর কৃষ্ণবর্ণ !
যে পাখিরা গান গায়, তাদের জিজ্ঞাসা করো,
যে ঝর্ণারা নিশ্চিন্ত মনে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে, তাদের
এই মহাদেশের মধ্যকার মানচিত্র থেকে যে বাতাস মর্মরিত হচ্ছে তাদের :

কে ভোর না হতেই ওঠে ? কে তখন থেকেই খেটে মরে ?
কে লাঙল কাঁধে দীর্ঘ রাস্তা কুঁজো হয়ে হাঁটে, আর কেইবা
শস্যের বোঝা বইতে বইতে ক্লান্ত হয় ?
কে বীজ বপন করে আর তার বিনিময়ে যা পায় তা হলো
ঘৃণা, বাসি রুটি, পচা মাছের টুকরো,
শতচ্ছিন্ন নোংরা পোশাক, কয়েকটা নয়া পয়সা ? আর এর পরেও
কাকে পুরস্কৃত করা হয় চাবুক আর বুটের ঠোক্কর দিয়ে ?
—কে সেই মানুষ ?
কে ক্ষেতগুলিতে গম আর ভুট্টা ফলায়, আর সারি বাঁধা
কমলাগাছগুলিতে ফুলের উৎসব আনে ?
—কে সেই মানুষ ?
কে ওপরওলাকে গাড়ী, যন্ত্রপাতি, মেয়েমানুষ কেনার টাকা
আর মোটরের নিচে চাপা পড়ার জন্য নিগ্রোদের মুণ্ডুগুলি যোগান দেয় ?

কে সাদা আদমীকে বড় লোক তৈরী করে,
তাকে রাতারাতি ফাঁপিয়ে তোলে, পকেটের টাকা যোগায় ?
—কে সেই মানুষ ?

তাদের জিজ্ঞাসা করো ! যে পাখিরা গান গায়,
যে ঝর্ণারা নিশ্চিন্ত মনে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে,

যে বাতাস এই মহাদেশের মধ্যকার মানচিত্র থেকে মর্মরিত হয়,
তারা সকলেই উত্তর দেবে :
—ঐ কালো রঙের মানুষটা, যে দিনরাত গাধার খাটুনি খাটছে।

আহা! আমাকে অন্তত ঐ তালগাছটার চূড়ায় উঠতে দাও
সেখানে বসে আমি মদ খাবো, তালগাছ থেকে যে মদ চুঁইয়ে পড়ে
আর মাতলামোর মধ্যে আমি নিশ্চয়ই ভুলে যাব, ভুলে যাব,
ভুলে যাব :
আমি একজন কালো রঙের মানুষ, আমার জন্যই এই সব।

বী. চ.

বালেকাক্‌গো সির্টসিলে
বর্শাফলক

টান্‌টান্‌
আমরা টুকরো জোড়া-দেওয়া ধাঁধার মতো
স-টান
চারিয়ে দিই জীবন আমাদের মধ্যে
তীব্র টানে
সেই প্রচণ্ড হাঁক
এ বছরটা হ'ল বর্শার
সলোমন, আমরা এলাম,
আমাদের সম্ভ্রমের সন্তান ও জনক,
এলাম আমরা

সি

আগোস্টিনহো নেটো
ব্যাকুল-বাসনা

কঙ্গো আর জরজিয়া আর আমাজানের জন্যে
আমার করুণ উথালপাথাল
কান্না আমার দুঃখ ঘন জমাট
তীব্র হয়ে উঠছে।

টইটম্বুর চাঁদনীরাতে ফিনিক দেওয়া জ্যোছনায়
আমি মগ্ন হয়ে ডুবে যাচ্ছি গভীরতর কালো
মানুষদের নাচের স্বপ্নে।
হাতের পেশী হয়ে উঠছে দিনেদিনে শক্তিধর
চোখের দৃষ্টি ক্রমশঃ প্রখর ধারালো আর স্পষ্টতর
গলার আওয়াজ ভরাট হয়ে উঠছে নিখাদ ছুঁয়ে সপ্তগ্রামে

দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর
পিঠের ওপর চাবুক উঠেছে নেমেছে ক্রমেই জোরে
মার ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে আমার হৃদয়কে
ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে আমার বিশ্বস্ত সত্তাকে
সন্দেহ আর সংশয় দিনে দিনে প্রবল
প্রখর হয়ে উঠতে চেয়েছে।

এখন এই থেমে থাকা আতুর খোঁড়া সময়ে
আমার আশা আমার স্বপ্ন
আমার দৃষ্টি আমার কান্না
টুকরো টুকরো আমার ভুবনটিকে ঘিরে
আমার গান
আমার স্বপ্ন আমার আশা ভালোবাসা জোরদার
লতিয়ে উঠছে তাজা ॥

মা দ

জিঞ্জি মান্দেলা
মান্দেলার প্রতিধ্বনি

অদূরে দাঁড়ানো শহীদেরা
নিঃশব্দে মাথা নিচু করে
অভিবাদন জানায়
শৃঙ্খলাবদ্ধ
তাদের যন্ত্রণায় বেঁকে যাওয়া শরীর
তারা বসতে জানে না
একটা রক্তাক্ত কুয়াশার ভেতর
পিছিয়ে যেতে যেতে
পিছিয়ে যেতে যেতে

সমাহিত স্বাধীনতার ক্ষয়িষ্ণু কঙ্কাল
চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে বলে
আমাকে স্বাধীনতা দাও
আমাকে স্বাধীনতা দাও
মানুষেরা চেল্লাচ্ছে
আর পেছন ফিরলে
মৃত্যুর গহীন খাদ ছাড়া
আর কিছুই তাদের চোখে পড়ছে না
কোথায় উল্লাস তার
এতটুকু গানের স্পন্দন
কেন অশ্রুপাতের শব্দগুলি নিয়ে
স্বীকারোক্তির শবাধারগুলোকে
আঘাত করতে করতে
আঘাত করতে করতে
সমাহিত স্বাধীনতার ক্ষয়িষ্ণু কঙ্কাল
চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে বলে
আমাকে স্বাধীনতা দাও
আমাকে স্বাধীনতা দাও
মানুষেরা চেল্লাচ্ছে
দিন এসে গেছে
দিন এসে গেছে
আর অদূরে দাঁড়ানো শহীদেরা
একদৃষ্টে দেখে নিয়ে
মাথা নাড়ছে আর
শূন্যতার কানে কানে
ফিসফিস করে বলছে
ফিসফিস করে বলছে
সমাহিত স্বাধীনতার ক্ষয়িষ্ণু কঙ্কাল
চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে বলে
আমাকে স্বাধীনতা দাও
আমাকে স্বাধীনতা দাও
মানুষেরা চেল্লাচ্ছে
দক্ষিণ আফ্রিকা !
দক্ষিণ আফ্রিকা !
তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না ?

অশোক চট্টোপাধ্যায়

লিওন ডামাশ

ঘোষণা

[কবি লিওন ডামাশের নির্বাসিত কবিদের নিয়ে গঠিত একটি সংস্থার ঘোষণাপত্র থেকে]

আমার ঘৃণা পল্লবিত হয়েছিল সংস্কৃতির সীমান্তে
আলসেমির আষাঢ়ে গল্প আর তত্ত্ব ও মতবাদের সীমারেখা দিয়ে
জন্মলগ্ন থেকে তারা শ্বাসরুদ্ধ করেছে আমাকে
এমন কি আমার ভিতরে নিগ্রো হয়ে উঠবার সব উদ্দীপনাকেও
বিধ্বস্ত আর লুণ্ঠন করেছে যখন তারা আমার আফ্রিকাকে।

রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

জোয়েফ কারিউকি

এসো এসো প্রিয়তম

চলে এসো, প্রিয়তম, রাস্তা থেকে
যেখানে নিষ্ঠুর চোখগুলো
আমাদের আলাদা ক'রে দ্যাখে,
আর দোকানের জানালাগুলো
জানিয়ে দেয় আমাদের ব্যবধান।
এসো আমার বিশ্বস্ত ঘরের আশ্রয়ে,
জিরিয়ে নাও।
কেননা সেখানে মতামত থেকে নিরাপদ দূরত্বে
মতামতগুলোকে পিছনে ফেলে এসে
আমি শুধু তোমাকেই দেখতে পাচ্ছি,
আর আমার কালো চোখের মধ্যে তোমায়
ধূসর চোখের দৃষ্টি
একাকার হয়ে যায়।
মোমবাতির আলো
দু'টো কালো ছায়াকে ছড়িয়ে দিয়েছে দেয়ালে,
যা একটি ছায়াতেই লীন হয়ে যায়
যখন আমি তোমার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে যাই।
যখন অবশেষে আলোগুলো নিভে যায়,
আর আমি আমার হাতের মুঠিতে অনুভব করি
তোমার হাতের স্পর্শ,
দুটো মানবীয় নিঃশ্বাস এক হয়ে যায়,
আর পিয়ানোর সুর বুনে যায়
এই মিলনের দ্বন্দ্বরহিত সাযুজ্য।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

ক্রিশ্চিন এমা এটা এ্যাইডো
নান্দীমুখ

পথের ধারের একটা পাখি আমি—
অপুষ্টতায় হঠাৎ ভবঘুরে,
অথবা এক কাণ্ডবিহীন গাছের
কোণার দিকের ছায়ার মাথা আমি।
আমি যেন এক বুড়োহাবড়া হাঁপানী রোগী
যে অনন্তকাল ধরে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বাদামের খোসা আর
যার তরকারীর ঝোল, হায়রে,
লালন করে সাদা হাড়ের আঁটি—
কিম্বা আমি তোমার পড়শী সেই দুই মহিলা
যারা গালগপ্পে কাটিয়ে দেয় জীবন।
আমি তোমাকে যুক্তি দেখাতে পারি কেন
এটা সেটা ইত্যাদি প্রভৃতি সব ঘটনা
ঘটে। কিন্তু, আগন্তুক,
আমাকে তুমি কিইবা বলতে পারবে
ওডিয়া গোষ্ঠী সম্পর্কে ?...
তোমার চারপাশে দেখে নাও,
কারণ মুখতো সব কিছু বলতে পারে না।
কখনো কখনো চোখ দেখতে পারে
আর কান নিশ্চয়ই শুনতে পায়।
শহরের যে কোনো বাড়ির চেয়ে
অদূরের বাতিটা বৃহত্তর—
প্রাচীন নামগুলো যেমন
ওবুরুমান্‌কুমা, ওডাপেডজান, ওসান,
দুর্ঘটনার চেয়েও তাড়াতাড়ি তারা গুণিতক হারে বাড়ে
আর তারা অর্জন করে সোনা
সোনা মনে হয় যেন শস্যের দানা—
অথচ একজন লেখা পড়া জানা
পণ্ডিত বানাতে
কতো কিছুই চলে যায়
তুমি আগন্তুক, জানোনা।

সা. চ.

মিশরীয় লোক-কবিতা

আমার ভালোবাসার যাদু

আমার ভালোবাসা দেখি মাছের মতো খেলে
অল্প জলে তাঁর দু'পায়ের পাতায়।

প্রাতঃরাশ সারি আমরা দু'জনে মিলে
পান করলাম বীয়ার।

আমি আমার উবুর যাদু তাঁকে দিলাম, সে
যাদুমন্ত্রে ধরা পড়েছে ॥

বাগানের জয়িং ফুলেরা

বাগানে জয়িং ফুলেরা।
আমি কাটি আর ফুল বাঁধি তোমার জন্য,
বানাতে থাকি একটা মালা,
আব তুমি যখন মাতাল হয়ে
ঘুমের জন্য শুয়ে পড়ো মালা ফেলে দিয়ে,
আমি সেইজন যে তোমার পায়ের ধুলোয় স্নান করে ॥

মালা দত্ত

মিরিদা ন' এঈট এ্যাটিক
ধোঁয়ার মতন

লাল্লা হালিমা*, বয়ে যাওয়া কিশোরীদের তুমি রক্ষা করো।
কাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো, করুণাময় ঈশ্বর!
আমার কথা যদি বলো, আমি কোনো পুরুষকেই বিশ্বাস করবো না
তাদের প্রতিশ্রুতি সব ধোঁয়া আর বাতাস।
যখন আমি মাঠে মাঠে গরু বাছুর নজর রাখতাম
মোকাদ্দেমের* ছেলে আমাকে বড়ো বড়ো দিব্যি গেলে ছিলো,
কিন্তু যে খচ্চরটার আর তেষ্টা নেই
সে আর জলপান করতেই চায় না।

মায়ুন* তার পদক পদবীমালা নিয়ে ছুটিতে যাবার সময়
যা সে চেয়েছিলো সবই নিয়ে গেলো, অন্যদের মতোই
যে খচ্চরের আর তেষ্টা নেই
সে আর জলপান করতে চায়না কিছুতেই।

দশজন তাজা তরুণ, বৌছাড়া মানুষ দশজন, দশজন বুড়ো
প্রত্যেকেই আমাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে
একজনও তাদের কথা রাখেনি।
আমি তাদের তেষ্টা মিটিয়েছিলাম।

এখন তারা অন্য কোথাও জল খেতে গেছে।
কাকে তুমি বিশ্বাস করবে, করুণাময় ঈশ্বর।
আমাকে, আমি আমার বিশ্বাস রাখবোনা কোনো পুরুষের ওপর
তাদের প্রতিশ্রুতি সব ধোঁয়ার মতো
ধোঁয়ার মতো, ধোঁয়ার মতো, ধোঁয়ার মতো।

তৃ. চ.

*লাল্লা হালিম একজন ফকির দরবেশ। কথিত হয় ইনি পথভ্রষ্টা বালিকাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন পিতার মতো স্নেহে। মোকাদ্দেম গ্রামের ধনী মোড়ল। মায়ুন—অঞ্চল শাসক, কোতোয়াল।

গ্লোরিয়া ডি সাণ্ট' অ্যানা

আফ্রিকার দিন

কাকেরা লক্ষ করে
দীর্ঘ ধূমকেতু চলাচলের পথ সাদা দিনের ভিতরে
কালো গান
গায়কদের মাথার ওপরে।

ছড়ানো ছিটানো হাওয়া
নোখের দাগ কাটে গাছগুলোর পাতায় পাতায়,
পুরনো দিনের ব্যথা লাঞ্ছনার
মৃদু সুর-মূর্ছনা।

এবং আলোর ধারা
জমাট মেঘে অন্তর্নিহিত এক সূর্য থেকে
ঝরে ছাদগুলো থেকে
পাথরে নুড়িতে বাজে।

সমস্ত কিছুই আজ দুর্বহ বোঝা
যেন ছন্দোময় ভঙ্গির খোদাই এক পাথর
কাচের শার্সিতে আঘাত করে
বাইবেল থেকে আলগা-আলাদা হয়ে।

সা. চ.

বিরাগো ডিয়প

এক উলঙ্গ সূর্য হলুদ সূর্য
ভোরেই সম্পূর্ণ নগ্ন সূর্য
হলুদ নদীর তীরে
সোনার ঢেউ ছড়িয়ে দিল

এক উলঙ্গ সূর্য সাদা সূর্য
সম্পূর্ণ নগ্ন শ্বেত সূর্য
সাদা নদীর ওপর ছড়াল
রুপোর ঢেউ

এক উলঙ্গ সূর্য—লাল সূর্য
সম্পূর্ণ নগ্ন, আর লাল—
রক্তের ঢেউ ছড়িয়ে দিচ্ছে
নদীর লাল জলে

ত. সে.

অ্যানেট্টি এম' বেঈ

সিল্যুয়েট

হেনরিয়েট বেদিলী'র জন্য

পিছনে, সূর্য, সামনে, ছায়া !
সিধা মাথার ওপর একটা তরমুজ ;
একটা বুক, এক টুকরো লংক্লথ পতপত করছে
বালির ওপর নকশা মুছে দিচ্ছে দু'খানা পায়ের পাতা।

মা. দ.

ওভিডিও মার্টিনস

লবণাক্ত-গাথা

আমি জন্মেছিলাম উপকূলের প্রান্তে।
তাই আমার মাঝে পেয়েছে ঠাঁই
সকল দেশের সব সমুদ্র।

আমার চিঠি বয়ে আনে ঢেউয়েরা—
তারা আমার কাছে আনে আবার নিয়েও যায়
বারতা, আর গোপন সব কথা।

আর আমার দিনলিপি
(আমার ক্ষুদ্র স্মৃতির পাণ্ডুলিপি)
লবণাক্ত দীর্ঘশ্বাসে লেখা—
কুড়িয়ে পায় সাগরের মায়াবিনীরা
যারা ঢেউয়ের চূড়ায় চড়ে বেড়ায়।
পৃথিবীর সাগরের তীরে,
পড়ে থাকা শুক্তি ও শঙ্খে
বাঁধা পড়ে থাকে—
প্রেমের সঙ্গীত।

আমি জন্মেছিলাম উপকূলের প্রান্তে।
তাই আমার মাঝে পেয়েছে ঠাঁই
সকল দেশের সব সমুদ্র।

স সে. গু.

রজার নিকিয়েমা

ক্ষণিকের রহস্য

চাবুক-কষা, ঘৃণিত আর, তাড়িত ছিল ভাই আমার !
এবং, ক্রুশ-চিহ্নকে যেহেতু সে চিনতে পারে নি,
লোহার-বেড়ী পরিয়ে ওঁরা ওঁকে জোর-করে
একরাশ খাটুনী আদায় করত—
আর, ওঁরা চেঁচিয়ে বলে উঠেছে ওঁকে : খেটে মর, নোংরা পশু তুই।
অরণ্যের দুহিতা আর, উড়ন্ত প্রাণনাশী এক ধরণের মজার খেলায়
সাদা চামড়ারা যে-যার দোলনার বিছানায়—
ওঁদের সিন্দুক-ভর্তি ছিল, সবকিছুতে সাদা রঙ,
ডিম, মুরগীর মাংস থাকত হাজির,
এবং দীপ্তিমান সূর্য ;

বাকী রয়ে গ্যাছে আরও অনেক কিছুই করতে সেখানে ;
বজরার জন্যে আবলুষ কাঠ
সাদা চামড়াদের জন্যে চওড়া রাজপথ
সাদা চামড়াদের জন্যে কফি
সাদা চামড়দের জন্যে চমৎকার প্রাসাদ
আর আমার ভাই, ক্রুশকাঠের কব্জির তলায়
আমরণ দুমড়ে-মুচড়ে থাকবে এমনিভাবে ওঁর পিঠ ;
তবু, ওঁর মাথা কিনে নিতে পারে নি মহাশয়রা ;
পাহাড়ের গায়ে মাথার একটা খুলি রয়েছে পড়ে, সব সাদা ;
আগাগোড়াই সাদা ঠিক ঐ সাদা চামড়াদের সিন্দুক যেমন ;
ডুবতে-থাকা দুটো চোখ আর দাঁত দিয়ে হি-হি করে,
হাসি বের হচ্ছে এখনও ;
ঐটিই-তো আমার ভাইরে !

রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

গ্যাব্রিয়েল ওকারা

যাদুই ড্রাম

আমার ভেতরের যাদুই ড্রামটা বেজে উঠ্‌ল—
নাচে মাতলো নদীর জলে মাছ
আর ডাঙ্গায় নাচে মাতলো নারী ও পুরুষ
আমার ড্রামের ছন্দে তাল রেখে,

কিন্তু একটি গাছের আড়ালে
নিতম্বে পাতার আবরণ নিয়ে সেই রমণীটি
শুধু মাথাটি বেঁকিয়ে একটু হাসলো।

তবু বেজে চল্‌ল আমার ড্রাম
ক্রমে দ্রুত লয়ে বাতাস দুলিয়ে—
টগ্‌বগে মানুষ ও প্রয়াতরা
বাধ্য হ'ল যারযার ছায়ার সঙ্গে নাচতে গাইতে।

কিন্তু একটি গাছের আড়ালে
নিতম্বে পাতার আবরণ নিয়ে সেই রমণীটি
তারপর আমার ড্রাম বাজতে লাগলো
শুধু মাথাটি বেঁকিয়ে একটু হাসলো।

মাটির নিচের ছন্দে
সম্মোহনে টেনে আনলো
চন্দ্র, সূর্য আর বরুণ দেবতাদের—
নেচে উঠলো বৃক্ষকূল
মাছেরা হ'য়ে গেল মানুষ
আর মানুষেরা মাছ
শুব্ধ হ'ল সমস্ত প্রাণের বেড়ে ওঠা

কিন্তু একটি গাছের আড়ালে
নিতম্বে পাতার আবরণ নিয়ে সেই রমণীটি
শুধু মাথাটি বেঁকিয়ে একটু হাসলো।

আর তখনই থেমে গেল আমার ড্রামের বাজনা—
মানুষ ফের মানুষ
মাছেরা আবার মাছ
বৃক্ষ, চন্দ্র, সূর্য ফিরে গেল যে যার স্বস্থানে
মৃতরা ফিরে গেল কবরে—
ফের শুরু হ'ল সমস্ত প্রাণের বেড়ে ওঠা

আর গাছের আড়ালে স্থির হ'য়ে গেল সেই রমণীটি
পায়ের পাতা থেকে ছড়িয়ে পড়ল শিকড়
তার মাথা থেকে জন্মাতে থাকল নতুন নতুন পাতা
তার নিঃশ্বাস ছড়ালো ধূম্রজাল
তার স্ফুরিত অধর হ'য়ে গেল এক গহ্বর যা থেকে
উৎসারিত হতে থাকলো গাঢ় অন্ধকার

আর তখনই আমি
ঐ যাদুই ড্রামটি যত্নে ঢেকে নিয়ে
ফিরে এলাম—
আর কোনও দিন অত উচ্চগ্রামে
ও ড্রাম বাজাবো না

ত. সে.

সি এ রফ্‌টাস ফাল্দ্রি হামানানা
আমি কালো

সেকি রাত্রির অন্ধকার যে আমার চামড়া এত কালো বানিয়েছে
আমার ভয়কে বাড়িয়ে দিতে
নাকি সে আমার প্রতিদিনের মাথায় বয়ে নেওয়া গোবরের ঝুড়ি !
ছেঁড়া পোশাকের ফাঁক দিয়ে আমি দেখি
আমি কালো, আমার চামড়া কালো !

ওরা ভেবেছিল মাত্র কয়েক ফ্রাঙ্কের বিনিময়ে
আমায় চিরদিনের মত কিনে নেবে
আর আমি জানি যে
শুধু লড়াই আমার একমাত্র উত্তরাধিকার···আমার শেষ সম্পদ
আমার সত্তার একমাত্র যন্ত্রণা

আমার শিরায় বয়ে চলে লাল শোণিত
আমার শরীর বাঁচিয়ে রাখে
আমার স্নায়ু যথেষ্ট দৃঢ়
আমার শক্তির প্রমাণ

আমার একটা কঙ্কাল আছে সাদা
শুধু আমিই কালো

যে দরজার ভিতর দিয়ে আমার যাবার কথা
তা বন্ধ, কারণ আমি কালো

শক্তিমানেরা দখল করেছে আমার সত্তা আর সেই জগৎ
যেখানে আমি জন্মেছি
ওরা কেড়ে নিয়েছে আমার যা কিছু প্রিয়
আমার পৈতৃক ভিটেমাটি,
আমার গানের সুর স্তব্ধ হয়ে গেছে
আমায় তাড়িয়ে ওরা ঘরছাড়া করেছে
আমার চোখের জল গড়িয়ে যাচ্ছে···

আমার আর কিছু বলবার নেই, করুণ আমার প্রার্থনা
আমার আকাঙ্ক্ষা কুঁকড়ে গেছে
আমার কাছে পৃথিবীর রং কালো
আমার সব গান শুকিয়ে গেছে
আমার চামড়ায় কালো রঙের ছাপ   আহ্।

আমি কালো, মাগো যখন তুমি আমায় পেটে ধরেছিলে
যখন তুমি আমায় জন্ম দিয়েছিলে
তুমি কি জানতে মা এই পক্ষপাতময় পৃথিবীতে
আমায় কি ভীষণ লড়তে হবে ?
ছেঁড়া পোশাকের ফাঁক দিয়ে আমি দেখি
আমি কালো, আমার চামড়া কালো।

ইমানুয়েল ইপনিয়া ইয়ণ্ডো

কচ্ছপ

আমিই সেই নয়খানি ঘৃণ্য চাতুরীর কচ্ছপ
যখন আমি নিজেকে টেনে নিয়ে চলি
গাছের গুড়ির নিচ দিয়ে
বনভূমির আনন্দ উচ্ছল যত পশুপাখি
আমাকে বিদ্রূপ করে :
কোকোট্যু—ব্যোয়ম
ঐ দ্যাখ্ কচ্ছপ টেনে টেনে হাঁটছে

অলিম্পিক দৌড়বীরের মত চট্পটে শশকের বিদ্রূপে
আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠি
তবু আমি তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করি
আর তার গৌরবের মুকুট সত্ত্বেও
এক ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতায়…
কোকোট্যু—ব্যোয়ম
ঐ যে কচ্ছপ টেনে টেনে হেঁটে যায়

শশক বলে ওঠে, আমিই সেই
যে ঋতুর পর ঋতু
শুধু ঘুরে বেড়িয়েছে
পৃথিবীর সব পথে পথে
আর যার প্রতীকচিহ্ন বোনা রয়েছে
প্রধানত, সব অনুষ্ঠান-মঞ্চের উপর
আমি কি আরো নিচু হব
কচ্ছপের সম্মুখীন হতে

যে মাস্তুলের গতিতে হেঁটে যায়
যদি আমি তার আহ্বান গ্রহণ করি
কোকোট্যু—ব্যোয়ম
ঐ যে কচ্ছপ টেনে টেনে হেঁটে যায়

উ. ব.

ঈরিহ্যাপেটি রঙ্গি তে-আপাকুরা

বিয়ের প্রস্তাবের উত্তরে

কারো হাতে তুলে দিও না আমায় একটি কথার সঙ্গে
দোহাই তোমার তোঙ্গীহাও !
দিওনা দিও না তে-কীপার হাতে তুলে ।
কারোয়ার চোরাবালির বিষয়ে যতোদূর সম্ভব
লোকেরা যা সব বলাবলি করে তা-কি যথেষ্ট নয় ?
আমি তো বাতিল ছোট্ট ডিঙ্গি, তচ্‌নচ পাক খাওয়া-বড়ো-ঢেউয়ে
বুড়ো হয়ে যাই, ভালোবাসবার রঙ্গতামাসার দিন হয়ে যায় শেষ
খুব দেরী নেই আমার কবর খুঁড়বার ।

পেওয়া, তোমার যে রাস্তা ছিলো আমারও তো সেই রাস্তা
কৌলিক এই রাস্তা আমার তে-হোয়া কাউরঙ্গা বেয়ে
সিধা চলে গেছে, না-ভাঙ্গা দৃশ্য জ্বলন্ত দ্বীপটার
হোয়াকারী, অপদেবতার ক্রোধশিখা ।
সে পারে ভুলতে হিংসুটেপনা তার !
সে পাবেই তার স্বামীকে
আমি একবার এক নিমেষের জন্যে কেবল বুকে চেপে ধরি তাকে

স্বাদ গ্রহণের জন্য ঠোঁটের জন্ম
কিন্তু শরীর দৃঢ় মুষ্ঠিতে ধরা ॥

সা চ

এলিজাবেথ রিডডেল

বুড়ো সৈনিক

বুড়ো সৈনিক ছোট্ট একটা দ্বীপের স্বপ্ন দেখে
বিস্তৃত সবুজ সাগরে পাকখাওয়া এক আপেলের মতো,
হাতের মুঠোয় সে ধরতে পারে এমন একটা দ্বীপ
এইভাবে তাকে উল্টেপাল্টে দিতে পারে আর তারপর সেটা
এখানে বুনতে পারে একটা গাছ,
আর তালপাতার টোকা মাথায় ঐতো একজন কালো মানুষ।

সারা জীবন ধরে সেতো বেয়েছে
যতোদিন না তার রক্ত হয়েছে সমুদ্রের মতো লোনা,
তার জাহাজ তার প্রাণেশ্বরী তার স্ত্রী।
সে পেরিয়ে গেছে সাদা উজ্জ্বল বাঁক খাওয়া তীরভূমির বালি
বহু বহু দ্বীপ শুধু এক পলক তাকিয়ে।
কিন্তু এখন তো সে বৃদ্ধ
আপেলের মতো ছোট্ট একটা দ্বীপ সে পেতে চায়
শুধু দেখবার জন্য আর হাতের মুঠোয় ধরবার জন্য।

সা. চ.

রোলাণ্ড ম্যাককুয়েগ্

ক্ষুধার্ত পতঙ্গরা

হতভাগা ক্ষুধার্ত পতঙ্গেরা, তোরা
যারা খেয়ে নিস্ আমার প্রেমিকার পোশাক
কে বলতে পারে শিগ্‌গিরি
তোরা তাকে দেউলে করে ছেড়ে দিবিনা,
এখানে চাঁদের তলায়
তোদের রাজি করাতে সাহসী হই আমি,
তোরা তার সমস্ত জামাকাপড় খেয়ে ফেলতে পারিস
ছেড়ে যা আমার ভালোবাসার নারীকে,
হতভাগা
ক্ষুধার্ত
শাদা
পতঙ্গেরা।

জুডিথ রাইট্

বাচ্চাদের প্রতি

তোরা যারা ছিলি আঁধার আমার শরীরে জুগিয়ে উত্তাপ
যেখানে অন্ধকারের বাইরে উঠেছিলো বীজ জেগে।
তারপর আমি আমার ভিতরে ভুবন একটা গড়লাম ;
একটা ভুবন যা শুনিস তোরা যা দেখিস. আমি ধরলাম
সেই সে ভুবন, আমার স্বপ্ন দেখা-রক্তের প্রবাহে।

চলন্ত ছিলো অগুন্তি নক্ষত্র
এবং রঙিলা পাখি আর মাছ নাড়া দিয়েছিলো মনকে।
সাঁতার কাটলো পিছল পিছল মহামহা দেশগুলি সব
সবটা সময় গড়াতে থাকতো আমার ভিতরে, অনুভব
আর ভালোবাসা জানতো না তার ভালোবাসবার জনকে।

আহা, পৃথিবীর সংযোগস্থল, নাভি ;
ধারণ করেছি তোদের গভীর এই কুণ্ডের ভিতরে
পালাবি অথবা পালাবি না তোরা মোটে—
ঐ আয়নায় এখনো তোদের ঘুমঘুম ছবি ফোটে ;
এখনো তোদের বাড়ন্ত কোষগুলি যে লালন করে।

আমি ঝরে যাই আর তোরা বের হোস আমার ভিতর থেকে ;
এমনকি তোরা যদিও নাচিস জ্যান্ত-আলোর রঙ্গে,
আমি মাটি, আমি শেকড়, আমি বৃক্ষের মূল কাণ্ড
ফলেদের মুখে জোগায় যে রস-ভাণ্ড
ধারাবাহিকতা আমি, যা তোদের বাঁধে রাত্রির সঙ্গে ॥

তৃ. চ.

হ্যুয়ে ম্যাকরে

বৃষ্টির গান

রাতি
এবং ঘরে হলুদখুসীর উজল মোমবাতি···
প্রাচীন গ্রন্থ বাদামী বরণ ঘড়ির সদয় মুখ
ধোঁয়ার ঘোমটা টানা আগুনটা—রোমন্থনের সুখ।

মিনি
সবুজ করে তুলছে দুচোখ আগুনে মাদুরও বেগ্‌নি
দুষ্টুমি আর মতলবভরা হাঁই তোলে সোজা বৃষ্টির দিকে চেয়ে
জানালার কাচে গোলাপেরা পড়ে এলিয়ে
আমার হৃদয়-বিহঙ্গসম শুরু করে এক গান
ঘুরে ফিরে সেই একই সুমধুর তান—

আকৈশোরের ভালোবাসা সহ ঘরে নিরাপদে এখন,
ওপরে শোবার ঘরে আমাদের ছেলেরা স্বপনে মগন॥

সা. চ.

ম্যাক্‌স্‌ ডান্‌ন্‌
পা না হবার আগেই নেচেছিলাম

দুই খানা পা হবার আগেই নেচেছিলাম আমি
জিভ না হতেই গেয়েছিলাম গান
দু'চোখ ফোটার আগেই হেসেছিলাম হা হা হো হো
যুবক হবার আগেই হৃদয় করেছিলাম দান।

দু'হাত হবার আগেই আমি সাঁতরেছিলাম আর
দূরত্বকে রেখেছিলাম ধরে পায়ের পাতায়
গ্রহ তারার বিষয় শোনা এবং জানার আগেই
জেনেছিলাম বন-গোলাপের বাধ্যবাধকতায়।

এ দিনটিতে পৌঁছে যাবার অনেক অনেক আগেই
ধরেছিলাম অযুত প্রাণের ফল
আমার কবর তৈরী হবার আগেই জেনেছিলাম
মৃত্যুকে শেষ করে খেয়ে কেবল পোকার দল॥

সু. E.

ক্লাইভ টার্নবুল

আমার জন্য এইটুকু কোর, তখন

জিওভ্যানি ॥ কাকা, মৃতেরা কি করে ? তারা খায়, গান শোনে,
শিকারে যায়, খুশী হয় কি আমরা যারা বাঁচি,
তাদের মতো ?

ফ্রেন্সিসকো ॥ না, ভাইঝি, তারা ঘুমোয়।

মনে কি পড়ে, পড়ে কি মনে হ্রদের পারে গরু ছাগলের কথা
এবং ধূসর জলের প্রবাহ পাহাড় আকাশ তলায়,
তেতো বাতাসের বিরুদ্ধে কুঁজো গাছাগাছালিবা যতো
এবং ঈগল দূর আকাশের উঁচুতে পাক খায় ?
হ্যাঁ, মনে পড়ে, মনে পড়ে তাদের।

মনে পড়ে, পড়ে কি মনে, সবুজ ধানের ক্ষেতের আলে চরে বেড়ানো ভেড়া
দৌড়ে এসে বসে পড়তাম যেই রেলিংয়ের মাথায়,
মরে যাওয়া মাদি-ওক গাছটায় বসতো বিহংগেরা
চেয়ে দেখতাম, পোষা কুকুরটা রদ্দুরে শুয়ে ঘুমোয় ?
হ্যাঁ, মনে পড়ে, মনে পড়ে তাদের।

....
....
....
....

মনে কি পড়ে, সেই উত্তাপ, ঘাম, ও বালির কথা
শেষ দিনখানা আর জগৎটা দূরে দূরে যায় সরে,
কার্তুজহীনগুলির বাকলা গরম লোহার নল
বন্দুকটার, গুলি লেগেছিল স্পষ্ট বুকের ভিতরে ?
না, আমি সে সব ভুলে গেছি।

মনে পড়ে, এক কিশোরীর কথা গোধূলিতে একা ছিলো যে,
মনে পড়ে, আহা সবুজ জমিতে বৃষ্টি মধুর ঝরে,
নির্ভয়ে দিয়েছি চেঁচামেচি আর চোখ ঝলসানো আলো আর সব গন্ধ
জলো বাতাসের ঘূর্ণি দামাল আর ওঠা পড়া, মুখগুলি, সব দিয়েছি আঁধার করে
এখন তো আমি ক্লান্ত।
ঘুমে চলে যাবো নিজেকে সঙ্গী করে সুশান্ত আঁধারে
নরম বছরগুলির ছায়ায় আরোগ্য পাব বলে একা যাবো সাদরে।
আমার জন্য এইটুকু করো তখন :
সরিয়ো না এই পাথরে।

সা. চ.

টরেণ্টো, কানাডা

জন ক্যুঈনন্‌

মুক্তি

মৃতের সংগে তুমি তর্ক করতে পারো না।

কাদা থেকে তার মাথা তুলে ধরতে পারো না তুমি
তার চোখ থেকে কাদা মুছিয়ে দাও
তার সাথে ঝগড়া করো
রাজ্য আর সাম্রাজ্য নিয়ে,
সর্বহারা আর পোপদের নিয়ে।

তাকে একটা লাল তারা সম্পর্কে প্রশ্ন করো
অথবা বাঁকা ক্রুশ সম্পর্কে
সে তোমাকে উত্তর দেবে না।
তার কালো আকাশে কোনো তারা শোভা পায়না।
তার একমাত্র ক্রুশ হলো তার কবরের সূচী,
আর সে তা জানেও না।

তুমি অসহায় ভাবে তার দিকে চেয়ে থাকতে পারো,
তুমি ভাবতে পারো,
"একদিন সে গুলতানি মারতো
আর একমাত্র বিয়ারেই ক্রোধে দীপ্ত হয়ে উঠতো,
মুখ লাল হয়ে উঠতো তার,
অথবা হো হো হা হা হাসতো
বলতো, তুমি একটা চমৎকার বেজন্মা, তুমি।

একদা
সে সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে থাকতো।
একদা
প্রত্যূষে সে ঘাস টেনে টেনে তুলতো ;
নাড়তো
আর লক্ষ করতো ঝরে পড়া, রামধনু শিশির
হরিয়াল আলোয় ঝলক দিতো
"এটা ঠাণ্ডা" সে বলতো "এটা পরিষ্কার"।

একদা
সে ব্রম্মের কথা বলেছিল।
বলেছিল, "চলো, শিকার করতে যাই।"
একদা
সে বলেছিল, 'পরবর্তী সময়ে আমি ছুটিতে থাকবো
আমি শীতে ধরা পড়ছি—
মেয়েটির বাদামী চুল আর চুলগুলি কোঁকড়ানো
আর কাঁধের ওপর দিয়ে কি অদ্ভুতভাবে সে তাকায়
আর হাসে।

কিন্তু এখন,
তুমি চাইছো তার সঙ্গে তর্ক করতে।
বলতে চাইছো : তুমি একটা মহৎ কিছুর জন্য মারা গেলে
তুমি একটা কারণ-এর জন্য মারা গেলে।
কারণ-এর জন্য মরাই কি ভালো নয় ?
তাই না কি ?
কাদায় তার মাথা আবার শুইয়ে দাও,
মুছে দাও হাত থেকে রক্তের দাগ।
তুমি মৃতের সংগে তর্ক করতে পারো না

স: দ.

বার্মার লোক-কবিতা

১. গোলাপবরণ হল আপেলগুলি
জল উঠেছে জেগে
পেকে মজা ফলগুলি সব ঝরছে এবং বাদল
ধারা নামছে ধীরে
অঝোর ধারে।

ইচ্ছে করে বাড়ী যেতে বড়
ইচ্ছে করে মায়ের কাছে যেতে
স্বামি, আমাকে রাস্তা দেখাও।

২. এক নিমেষের জন্য হলাম অসতর্ক
ক্লান্ত, পড়লাম ঘুমিয়ে।
আমার মোহন-তরুণ-মানুষ
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জিতবে বলে যে,
বাদামী ঘোড়ায় চড়েছে সে তার,
এসেছে আমার কাছে। নিচু
শয্যায় শুলাম আমরা দুজনে
এবং ঘুমোই ভদ্রভাবেই। এটা
হয়তো বা এক স্বপ্নই হবে, হয়তো।

হয়তো বা এক স্বপ্নই হবে।

তৃ. চ.

উ থেইন হান

বিডাফুল

জলের ঘনিষ্ঠ দোসর বিডাফুল
আর তার কচুরীপানার ঝাঁক নদীতে ভাসছে।
বাতাস স্থির, তবু তারা ভেসে যায় স্রোতে
অবিরাম অন্তহীন এই ভেসে যাওয়া।
তীরে বসে একটি কিশোর কচুরীনালের বাঁশিতে
কাউঙ্কাল পাখির ডাক নকল করছে
পাখিটা গাইছে আর কিশোরের বাঁশি সে সুর তুলছে,
"ওগো বিডাফুল, তুমি জোয়ারের স্রোতে ভেসে আসো আর
ভাঁটার টানে যাও
তুমি কি জাননা তুমি চলে গেলে আমি কত দুঃখ পাই?
নদীর এপার থেকে ওপার তুমি ভেসে যাও
ওগো কোথায় তোমার দেশ, বলো, কোন বা দেশে যাও,
যখন সূর্য্যি যাবেন পাটে আর এই স্রোত আসবে থেমে
বলো, কোন পাড়ে এসে তুমি স্থির হবে, ওগো বিডাফুল?"

উ ব

আনন্দ মল্লু

তাজমহল সম্পর্কিত কয়েকটি চরণ

যমুনার
উজ্জ্বল দ্যুতির পাশে
নীরব শ্রমের
শান্ত হাতগুলি
অপরূপ
অর্ঘ্যে
সাজিয়েছে
মানুষের ভালবাসা
এক বিরল সৌন্দর্যময়
দৃশ্য
শ্বেত পাথরের
গম্বুজ চূড়ায়
স্বর্গীয় মর্মরে
সিংহাসনে
আসীন

অ. মু.

আমাদো হারনানদেজ

জন্মভূমি, তোমার অশ্রু শুকিয়ে যায়নি তো

কাঁদো আমার জন্মভূমি—কাঁদো। বুকচাপা বেদনায় হাউ হাউ করে
কাঁদতে কাঁদতে বলো,
কি হতভাগ্য আমরা, কি হতভাগ্য দেশ—
যেন করুণারও অতীত :
যে পতাকা তোমার সত্তার অবিচ্ছেদ
তাকেও আচ্ছন্ন করেছে ঐ বিদেশী পতাকা যেন কফিন তোমার।

তোমার মুখের ভাষা যা তোমার পিতৃপুরুষের দান
জারজ করেছে তাকে
অন্য এক ভাষা এসে জুটে ; অতএব আজ সেইদিন
যে দিন তোমার মধ্যে জন্ম দিতে পারে আর একটি দিনের
সেইদিন, যখন তোমার মুক্তি ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছিল।

তেরই আগস্ট, এদিনই তো মার্কিন-দস্যুরা
ম্যানিলাকে ধর্ষন করেছে*।
এই তো কাঁদার দিন জন্মভূমি
যখন উল্লাসে আর ফাঁপা দম্ভে দস্যুগুলো এই দিন উদযাপন করে ;
ফুর্তি করে উচ্ছন্নে যাওয়া কবরের পাশে পাশে
সাম্রাজ্যবাদের পোষা নিকৃষ্ট কুত্তারা।

তুমি কি জুলির মতো হলে, ঋণ শোধ করতে গিয়ে
ক্রীতদাস হলে ;
তুমি কি সিসার মতো হলে, দুঃখে উন্মাদ হয়ে গেছো,
নিজেকে রক্ষা করে শক্তিটুকু নেই,
যখন তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত নির্মম আঘাতে তখনই কি আর্তনাদ করো,
আর্তনাদ করো যখন তোমার সব কেড়ে নেয় ওরা!

যন্ত্রণার হাজার কালসিঁটে ফেটে পড়ে
ফেটে পড়ে ব্যথা, ওরা ঝাঁঝরা করে তোমার শরীর
আর তেজীয়ান করে তোলে বিদেশী শক্তিকে।

তোমার কি হৃদয়ের সবকিছু লুঠ হয়ে গেছে
সমস্ত, সম্পদ তুমি হারিয়ে বসেছো,
যতটুকু স্বাধীনতা ছিল সবটুকু খুইয়ে বসেছো, নিঃস্ব, চিরতরে !

অপলক চোখ মেলে দেখ, তোমার বিচ্ছিন্ন, ছেঁড়া স্বদেশভূমির দিকে
সাম্রাজ্যবাদের সেনা কিরকম লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে,
তোমার বুকের থেকে কেড়ে নেওয়া সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখ, শোষকের
জাহাজেরা কিরকম মুক্তভাবে ভেসেই চলেছে।

এরপরও কাঁদতে পারো যদি হৃদয় নিংড়ে দিয়ে
বিসর্জন দিয়ে থাকো সবটুকু আশা,
যদি তোমার আকাশে সূর্য সর্বদাই মলিন আলোয় উঠে থাকে,
যদি তোমার সমুদ্রে ঢেউ
ক্রোধে, ক্ষোভে ভেঙ্গে পড়তে ক্ষান্ত দিয়ে থাকে,
যদি তোমার বুকের মধ্যে জ্বালামুখ বেয়ে
লাভা আর কোনদিন উদগীরিত হবে না ভেবেছো।
যদি ভেবে থাকো, বিনিদ্র রজনীকালে তোমার জন্যে অশ্রু
ফেলবার একজনও নেই,
তবে তো কাঁদতেই হবে, কারণ, তোমার মুক্তি
চিরতরে কবরে ঢুকেছে।

তবে একদিন সেই ভোর প্রস্ফুটিত হবে তো নিশ্চয়ই
যখন তোমার খরা চোখ বেয়ে অশ্রুই ঝরবে না
তবে আগুন ঝরাবে, আগুন রক্তের রঙ
দাউ দাউ জ্বলে উঠবে আক্রোশে ও ক্ষোভে
যখন তোমার রক্ত জ্বলতে থাকবে, ফুটতে থাকবে
ইস্পাতের তরল আগুন !
তখন তোমার কণ্ঠ তুর্যনাদ করে উঠবে ন্যায্য সংগ্রামে
জ্বলতে থাকবে হাজার মশাল
এবং এ প্রাচীন শেকল তুমি ছিঁড়ে ফেলবে বুলেটের কামড়ে কামড়ে।

ন. মু.

১৮৯৫ সালের তেরই আগস্ট লোক দেখানো যুদ্ধের পেষে স্পেনীয় উপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক ম্যানিলা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

চু হঙ কোয়া

উঠবে ঘুড়ি, হেঁই উঁচুতে

সারা বিকেল কাটিয়ে দিলেম কাঠির গায়ে কাগজ সেঁটে
কিন্তু বাতাস একটুও নেই, গোত্তা খেয়ে পড়ছে ঘুড়ি
সুতলিটা যে ভীষণ ছোট, তাই কি হাওয়ায়
টান লাগেনা ? তাই কি ঘুড়ি ছোঁয় না আকাশ,
মেঘের সীমা ?

এই এসেছে তুমুল হাওয়া :
সুতলিটাকে লম্বা করে ছাড়লে তবে,
উঠবে ঘুড়ি, আমার ঘুড়ি, হেঁই উঁচুতে !

প. হ.

তো হু

দক্ষিণের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা

আবার একটা কবিতা লিখবো আমি,
উষ্ণতর হাওয়ায় যেমন বৃষ্টি ঝরতে থাকে,

প্রাঙ্গণে যদি হাওয়া দেয়, যদি লতাগুল্মের ফাঁকে
গানের পাখিরা ঋতু-বর্ষাকে ডাকে ।

একি আনন্দ ! গাইলো পাখিরা গান···
আনন্দেরি বার্তাবহ নতুন তবু, অনেক দিনের গান
অবাক ভিয়েৎনাম ! কাঁপছে উত্তর-দক্ষিণ !
বুকের মধ্যে বসন্তকাল, ফুটছে ফুলের কুঁড়ি !

নবান্নেরি ঝলমলে পাকা ধান
উজাড় করে যে পান্না-সবুজ মাঠ
আমরা যখন একপা-ও ভয়ে নড়িনি,
দুঃখ-নদীর হিংস্র জোয়ারও দশ পা পিছিয়ে গেছে ;

মাটির মানুষ সুর ধরেছিল কবে,
বনে-জঙ্গলে চুল্লীর আঁচে পুড়ে গেছে ভিজে হাওয়া,
শীষ দিয়ে ঠোঁটে ফেলছে কদম লড়াইয়ের মানুষেরা
প্রতিশ্রুতি-ও রাখলো সবাই লে-মা-লুয়ঙ* আহবে।

লেহম গামের মতো ! কঠিন মেয়ের কাঁধেও কঠিন বোঝা
দেশকে শত্রুমুক্ত করার অস্ত্র-সরঞ্জাম !
জন্মভূমি ! হৃদয়ের গঙ্গোত্রী !
দুনিয়ার পথ লাল করে দাও হো চি মিনে'র লালে

কমরেড ! বলো তোমাদের নিয়ে কতো না অহঙ্কার ;
বসন্তকাল এলো যুদ্ধের মাঠে !
সেই গৌরব জড়িয়ে ধরতে বুকে
অনেক রক্ত ভিজিয়ে দিয়েছে মাটি !

কমরেড আনে লড়াইয়ের মাঠে সহস্র কমরেড
দীর্ঘ মিছিল কেবলি বাড়ায় বীরের চওড়া ছাতি
স্বাধীনতা নয় এমন পণ্য কেনা-বেচা চলে, যাকে
নিশান উড়িয়ে বিজয়ীর মতো আসবে সে একদিন,

গান গেয়ে যাবো হৃদয়-জ্বালানো দক্ষিণ দেশ নিয়ে
ঘরে ফেরবার স্বপ্ন দেখলো দূরের প্রবাসী ছেলে
লতাগুল্মের আড়ালে গাইলো পাখিরা এমন গান
গণ-প্রতিরোধ বাহিনীরা সবস্পর্ধায় আগুয়ান

রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

* মার্কিনীদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে সেইসব বীরদের কথা বলা হচ্ছে

ভিয়েতনামী লোকসঙ্গীত

বেন-হাই নদীর বিলাপ

এপার থেকে ওপার সে তো শুধু শতেক গজ,
কে রেখেছে আড়াল ক'রে সেতু ?
দু-তীর জুড়ে ঝরে হৃদয়। শয়তানকে ঘৃণা—
তত আমরা পরস্পরের ভালোবাসার হেতু।

আকাশভরা পাখির দ্রুত ঝাপট্,
ভিতরজলে মাছের খোলা সাঁতার।
হঠাৎ কেন পথ গিয়েছে থেমে ?
আমরা তবু চলব ঠিক, এপথ সোজা হাঁটার।

মধ্যে তো ঐ একটি নদী। তাও কি এমন দূর !
কে ছিঁড়ে দেয় উত্তরে-দক্ষিণে ? দম্পতিরও বাঁধন রবে খোলা ?
এক নদীতে স্নান আমাদের, হায়
একদিকে জল কাকচক্ষু, অন্যধারে ঘোলা।

বুকে কেমন বাজে !
নির্ঝরও-বা শুকোয় যদি, পাহাড় যদি খসে,
হৃদয় তবু স্থির,
ভালোবাসার দায় আমাদের, নিরবধির প্রেম।
শত্রু যদি হঠাৎ নদী দু-ভাগ ক'রে যায়
এক সাগরে ছুটবে তারা মিলনমোহনায়।

শ. ঘ.

* (এই নদীটি উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যবর্তী অস্থায়ী সীমারেখা

য়ি কোয়াঙ-স্

বাতাসী ফুল

বালি ক্ষেতের ধারে ধ্বসে যাওয়া এই কবরটা
হয়তো নিশ্চয়ই কোনো চাষীরই কবর হবে
একদিন সে বাস করতো এই কুঁড়ে ঘরটায়।

ঘাড় নুইয়ে ফুটে আছে এক
বাতাসী-ফুল, এখানে

আহারে আহা, একদিন এই না মাঠে সে বাস করতো!
আহারে আহা, একদিন এই বালি গাছগুলোকে না সে ভালোবেসেছিল।
সবুজ আর হলুদ,
কতো না বসন্ত নিশ্চয় চলে গেছে।

এই বসন্ত ও
বালি গাছগুলো সবুজ,
বাতাসী ফুল ফুটে আছে এখন,
তার সন্তানসন্ততিদের হাতে
কাদামাটি মাখা
সব্জি-নিড়ানো নিড়ুনি।

আহারে, চিরবসন্ত দেশের গ্রামে গ্রামে।
আহারে, জীবন বয়ে চলে বয়ে চলে।

শা. চ

চেইরিল আনোয়ার

আমি

যখন আমার সময় আসে
শুনতে চাইনা কারো কান্নার চিৎকার,
তোমারটাও না

কাঁদছো যারা দূর হটো।
এই আমি বুনো জানোয়ার একটা,
দলছাড়া, সঙ্গীছাড়া, দূরে
বুলেট পারে আমার চামড়া ছ্যাঁদা করে দিতে
তবুও আমি চলবো আমার নিজের মতো।
সামনে বয়ে নিয়ে আমার ঘা আর বেদনা।
আক্রমণের পর আক্রমণ করে
আক্রমণের পর আক্রমণ করে
যাবো, যতোক্ষণ না
যন্ত্রণার শেষ হয়

আমি কাউকেই পরোয়া করি না

আমি এক হাজার বছর বাঁচতে চাই

লো হেঙ্-হ্সিন (মিঙ-য়ুগ)

সৈনিক বধূর গান

গত বছরে সাঙ্ কানের নদীর ধার
তুমি গিয়েছ যুদ্ধে,
এ বছর চিয়াও হো, সম্মুখ সমরে তুমি,
তোমার চিঠি এলো, এত ঠিকানা বদল করে
এত ঠিকানা বয়ে
স্বপ্নেও ভাববো কি যে কোথায় মিলবে দেখা ?

সি. সে.

১ সম্রাটের জিজ্ঞসা : 'পাহাড়ে তুই কি করছিলি রে ?
উত্তরে

পাহাড়ে আমি কি করছিলাম, রাজা !
স্বাধীন ধলা মেঘের খেলা দেখতেছিলাম বসে
এটাই আমার আনন্দ ! বুঝি দিতে আমাকে সাজা
বেঁধে এনেছো রাজসভাতে ! যে মেঘ ভেসে চলে—
রাজাধিরাজ, স্বাধীন মেঘকে হুকুমে বেঁধে কসে
আনতে পারো রাজসভাতে তোমার পদতলে ?
(কবি—তাও হুঙ চি, ৪৫২—৫৩৬)

স. চ

২. সন্তানদের ভবিষ্যৎ ভাবনা থেকে

অধিকাংশ লোক
চায়, কামনা করে তাদের ছেলেপিলে সবাই
চালাক চতুর বুদ্ধিমন্ত হোক।
আমি আমার ছেলের জন্মদিনে
তেমন কোনো স্বপ্নে নিবিড় প্রার্থনা করছিনে।
নিরেট গাধা জড়দগব হোক আমার সন্তান।
আমার মতো সারা জীবন ওপরতলার ঘৃণা
ওপরতলার মানুষগুলোর লাথির অপমান
বুঝতে যেন না পারে সে; তবেই তো সে জানি
অ-সুখ ছাড়া বাঁচবে সুখে, সমাজে পাবে স্থান
আমার ছেলে হয়ে উঠুক নম্বরী মস্তান।
(কবি—সুশি, ১০৩৬-১১০১)

সা. চ.

কিয়াংসু, নতুন চতুর্থবাহিনীর অঞ্চলের ছড়া

১. একজোড়া শয়তান

বুড়ো দামড়া সিয়াঙ আর ওয়াঙ-চিঙ
ডান ডাইনীর রাজা দুটোই একজোড়া শয়তান
একই বংশের হারামজাদা; কেবল নাঁকি সুরে
বিনোয় কম্যুনিস্ট-বিরোধী দুঃখী-দুঃখী গান।

২. জাপান থেকে শয়তানরা, তারপর মার্কিন থেকে রসপুষ্ট ঢ্যামনারা

ক্ষুদে আর বেঁটে শয়তানগুলি এলো তো জাপান থেকে
ঘরের খাবার রইলো না কিছু—বাসী পচা তাও শেষ।
মার্কিন রসে ভরা ঢ্যামনারা একে একে তারপর,
মানুষ, দেশের মানুষ,
হাঁটু ভেঙ্গে বসে ধুলোয়, তখন খাবার জন্য
বাকি রইলো পোড়া হলুদবরণ মাটি শুধু।

সা. চ.

পিউ সিন

বহুসংখ্যক নক্ষত্র

শূন্যতা শুধু—
নিয়ে যাও তোমার নক্ষত্রের অবগুণ্ঠন
আমি পুজো করি
তোমার মুখের উজ্জ্বল দীপ্তি।

এই সুবাসিত পংক্তিমালা
জ্ঞানসাগরের ওপরে শুধু
বারিবিন্দুসম।
তবুও তো উজ্জ্বল ঝলমলে
বহুসংখ্যক, নক্ষত্র, অন্তর্বাহিত
হৃদয় আকাশে।

উজ্জ্বল চাঁদ—
সমস্ত দুঃখ, বিষাদ, একাকীত্ব সম্পূর্ণ
রুপোলি আলোর মাঠগুলি
কে, ছোট্ট নদীর ওপারে
দোলদোলানো বাঁশী বাজায়?

তৃ. চ.

ত্‌সা্‌ তি-ফান

বসন্তের তিন মাস

গাছেরা তাদের পান্না-হাতে হাততালি দিক
বেগুনী ফুলেরা উঁচু করে ধরুক তাদের উজ্জ্বল মশাল,
দীর্ঘ তৃণাঞ্চল সবুজ ঘাসের তরঙ্গ তুলুক,
কোকিলরা বসন্তের গাঁথা করুক গান
আমাদের রণসঙ্গীত
সুনীল আকাশের মতো ছড়িয়ে যাক অসীমে।

সা। চ

লন্‌ সন-এর কবিতা

একটা হাওয়া বেড়ে উঠছে নানকিং-এ
অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছে হাজার উপবনকে ।
কুয়াশার রাশ গলা টিপে ধরেছে আকাশকে,
শত কুসুম ধ্বংস হয়ে যায় ।
আমাদের শিল্পীর কাছে এক নোতুন শিল্প চাই,
বসন্তের কিছু খাড়া পাহাড়
গভীর লাল রঙে আঁকা ॥

সা. চ.

জেন চিন্‌

পনেরো বছর

তাকিয়ে দেখো
কোন্ শহর, কোন্ গ্রাম, কোন্ নদী
কিংবা কোন্ পাহাড়ের চূড়া
আগুনে জ্বলছে না ।

তাকিয়ে দেখো
কার দু' চোখের মণি
অথবা কার হৃদয়
আগুনের মত জ্বলছে না ।

১৯৪১

পা. ব.

কুয়ো-মো-জো

আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ছে সন্ত্রাস

যতদূর চোখ যায় ছড়িয়ে পড়ছে শ্বেত-সন্ত্রাস
কিন্তু আমরা এই সন্ত্রাসকে আর পরোয়া করি না
ঘরে ফেরার মতই মৃত্যুকে আমরা গ্রহণ করেছি
আর যে পথ আমরা বেছে নিয়েছি জানি সে পথে দুস্তর বাধা

যদি আমাদের হত্যা ক'রতে চাও, এগিয়ে এসো,
হত্যা করো !
মনে রেখো, আমাদের প্রত্যেকটি মৃত্যুর ভেতর থেকে
জেগে উঠবে এক একশো মানুষ
মনে রেখো, আমরা সেই রক্তবীজের সন্তান
এক একটা রক্তের ফোঁটায় জন্ম নিচ্ছে হাজার হাজার সহযোদ্ধা

যতদূর চোখ যায় ছড়িয়ে পড়েছে শ্বেত-সন্ত্রাস
কিন্তু এই সন্ত্রাসকে আমরা আর পরোয়া করি না
আমরা যখন কাউকে হত্যা করি, তার-ই মত
হাজার মানুষকে বলি : হুঁশিয়ার
বিষ আর আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের সন্ত্রাস।
—হুঁশিয়ার !

পা. ব.

মধ্যশরতের উৎসবে চাঁদের দিকে তাকিয়ে

ভুং পি-য়্ন

শরতের চাঁদ ঝলমল করছে এই রাতে,
ঝরে পড়ছে তরল জ্যোৎস্না,
স্বচ্ছ আকাশে নেই একটুকরোও মেঘ ;

এই স্থির রাতে শিশিরেরা ঝরে যায় শব্দহীন ;
আমার হাতের বাইরে ঐ চাঁদ—
তার দিকে চেয়ে
হারাই চেতন, থাকি চুপ করে ;

এমন রাতটিতে কী ভাবছে সাথীরা আমার
যখন যাচ্ছে তারা দক্ষিণে, লড়াই-এর মাঠে !

স. দে.

ঝরা ফুল

ফেং সুয়ো-ফেং

ঝরা পাপড়িগুলো ঝরে যায় জলস্রোতে,
হে বহমান স্রোত, আস্তে যাও।
যখন বয়ে যাবে আমার ঘরের দুয়ারের পাশ দিয়ে,
কয়েকটি পাপড়ি দিও আমার মা-কে—
চুলে পরার জন্য ;
যাতে ঢাকা পড়ে তাঁর কয়েকটি শাদা চুল।
কয়েকটি পাপড়ি দিও আমার বোনকে,
সেগুলো থাকবে তার গালের উপর ;
আর আয়নায় ছায়া ফেলবে তার তরুণ হাসি।

আর কয়েকটি পাপড়ি দিও সেই মেয়েটিকে,
তুমি কি চেন তাকে!

তার কপোল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে।

স, দে

লি ইউ

আমাদের পাহাড়িয়া মা

বর্ষার কুয়াশার আবছায়া এক ভোরে
উপত্যকার উঁচু পথ ধরে আমরা
ঝর্ণা আর বনের ভেতর দিয়ে
কুচকাওয়াজ করে যেতে যেতে সহসা
আমার সামনে উদ্ভাসিত আমাদের
পাহাড়িয়া মা'র মুখখানি।
কে দেখেনি তাঁকে, অন্ধকারের বছরগুলিতে, যখন
দিনের কঠিন পরিশ্রমের পর
ক্ষুধার্ত আর শীতার্ত তাঁর সন্তানদের
আগুনের পাশে টেনেটুনে আনছেন ; সেকি
ছেঁড়া কাঁথাকানি সেলাই রিপুর জন্য ?
ঝড়ো বাতাসের ঝাপটায় খড়কুটো যেমন
লেগে থাকে বড়ো গাছের মাথায়, শুকনো
খড়কুটো লেগে থাকে তাঁর
উখুবুখো চুলে : আর নিশুত রাতে বাতাস
যখন গর্জায় আর ফোঁসে, মেঘ এসে
ঢেকে দেয় পাহাড়, তখন তাঁর
হুঁসিয়ারী গলা বাজতে থাকে জাগরণে,
দ্রুত হাতের চাপড়ে যেন পাহাড়গুলিকে
নাড়া দিতে থাকেন, যেন মা
ডাকছেন তাঁর ছেলেদের শত্রুকে মোকাবেলা করতে।

গরীব আমাদের দেশ আর
সব চেয়ে গরীব আমাদের পাহাড়িয়া মা
কিছুই তো আর নেই ; একমাত্র ভাঙ্গাচোরা
শরীরের খাঁচা ছাড়া, মাংসবিহীন চিমসে
হাতের আঙুল : একফোঁটাও মেঘ নেই
তাঁর বরাতে।

কিন্তু আমাদের এই
দুর্দমনীয়া মা
এতো দীন তবু মুক্তহস্ত, ডুবন্তপ্রায় তবুও উদার হৃদয়া।
তার গুহা থেকে নিয়ে আসবেন সঞ্চিত শেষ কণা
নুন, আমাদের ক্ষতগুলি ধুয়ে দিতে হবে বলে ;

আমাদের জন্যই তাঁর সঞ্চয়ের
শেষ শস্যদানাটি নিয়ে আসবেন
'জাউ' রে'ধে খাওয়াবেন আমাদের, আর
তাঁর নিজের জন্য সম্বল শুধু
গাছের শেকড় বাকড় আর পাতা…
কর্কশ ফাটা হাতে উখুবুখু এলোচুল
হাত খোঁপা বেঁধে নিয়ে
আমাদের জনকে জন চামচের পর চামচ
খাইয়ে যাবেন মা, যতক্ষণ না ছেলেরা তাঁর
সবল হচ্ছে, সুস্থ তাজা হয়ে উঠছে
যতক্ষণ না তারা আবার কুচকাওয়াজে ফিরে যাচ্ছে
লড়াই করতে
মাতৃভূমির সবখানে তারা লড়বে লড়ছে……

আমাদের এই পাহাড়িয়া মা
তোমরা যদি
এই মা'কে বুঝতে না পারো
তোমরা
বিপ্লবের কিছুই বুঝবে না।

শং. চ

হু ঝেং
সাদা পোশাক পরা মেয়ে

তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা, রাতে !
কোন এক গাঁয়ের কুটীরে !
পরদিন, ঠিক পরদিন
ভোর না হতেই আমরা দুজনে দুই পথে !

সেই রাত !   জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে আমি দুলছি
তুমি আমায় পরীক্ষা করলে, দেখলে—
তোমার বাঁ হাতের পঞ্চাশ সি. সি. রক্ত
আমার শরীরে সঞ্চারিত হোল—
কমরেডের ভালোবাসা, নীরব ভালোবাসা
আমাকে জীবন দিল ;
আমার জীবনের তার বেঁধে দিলে !

আমার গভীর অনুভূতি থেকে উচ্চারিত বিশ্বাস বন্ধুত্ব চেয়েছিলো
সারা জীবনের !

আমি চেয়েছিলাম তোমার পবিত্র রক্তে, তোমার বন্ধুত্বে
জীবন পরিশুদ্ধ হোক !

আমি তোমার নাম জানিনা !
সেই রাত ! তোমার মুখ আমার মনে পড়ে না !
সাদা পোশাক পরা শুধু !

মেয়ে, অভিনন্দন তোমার রক্তকে
আমি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসেছি।
কিন্তু তুমি ?
রক্তের ভেতরে আর এক যুদ্ধ !
আহা, সাদা পোশাক পরা মেয়ে !

ইয়েনান—১৯৪২ স. বা.

লি চ্

ফসলের গান

এটা একটা ভালো ফসলের বছর
ঝাড়াই-মাড়াই'র উঠোনে এখন গমের আউনি-বাউনি।
মেঝো বোনে পেষে গম

বড়ো বোনে আছড়ায়
ছোটো বোনে ঝাড়ে গম এবং সাবধানে
তুষ-তুষালি বেছে বেছে সরায়।

সোনার বরণ গমের দানা জমতে থাকে উঠোনে
গোল হয়ে, দানা গোলগোল গমের দানা বেদানার চেয়ে ভালো!
দাঁতে কেটে দ্যাখো, বাঃ বাঃ কী চমৎকার।
গমের প্রথম স্তুপ সত্যিই কী দারুণ।
রোদে শুকিয়ে নেবার পর আমরা
ঝাড়াই বাছাই সাফ করে নেবো, তারপর
গমকে বদলে দেবো জনগণের হাতে
জনগণের প্রাপ্য অংশ করে॥

ভৃ. চ.

লু য়ুয়ান

যখন আমি কচি ছিলাম

যখন আমি কচি ছিলাম
আমি পড়তে শেখার আগেই
মা ছিলেন আমার পাঠাগার
আমি মাকে পড়ি—

একদিন
শান্তির একটা যুগের আর সমৃদ্ধির বিহান হবে ;
মানুষ উড়বে,
তুষার জমিন থেকে গমের পল্লব হবে মঞ্জরিত
টাকাপয়সা হবে অকেজো অর্থহীন…

সোনা ব্যবহৃত হবে বাড়ি-ঘরের ইট হিসেবে,
ব্যাংক নোটগুলো হবে কাগজের ঘুড়ি,
পুকুর-ডোবায় রুপোলি ঢেউয়ের ঝিলিক ছড়াবে রুপোর ডলার…

আমি বেড়িয়ে বেড়াবো দেশে দেশে
সঙ্গে বইবো সোনার গিল্টি করা একটা আপেল,
আর একটা রুপোয়-বানানো মোমবাতি
আর ঈজিপ্টের থেকে একটা আইরিস পাখি,
পরীর গল্পের পরণকথায় ঘুরে ঘুরে
মিশ্রী রাজকন্যার হাত খুঁজে খুঁজে…

কিন্তু মা বললো :
"এবার তুমি কাজ করতে যাবে।"

সা. চ.

নিয়্যু হান
ভালোবাসা

যখন আমি বাচ্চা শিশু ছিলাম
মা আমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে রাখতেন,
জিজ্ঞেস করতেন,
তোর জন্যে যখন কনে এনে দেবো
আমাদের এই সোনার গ্রামের কোন কন্যা তোর পছন্দ ?
আমি বলতাম,
ঠিক আমার মা'র মতো একজন,
মা আমাকে দোল দোলাতেন
সুখে খুশী হয়ে হাসতেন…

যখন আমি বড়ো হয়ে উঠেছি
গাঁবাসী সব লোকজনেরা বলাবলি করতো,
মা ছিলেন এক ঘুঁটেকুড়ুনি ভিখারিনী।

একদিন এক শীতের রাত্রে
রান্নাঘরের বঁটিখানা বসিয়ে দিলেন নিজের বুকে
আর কারো কাছেই বিদায় না নিয়ে
(সেই বছর, আমি তখন মাত্র পাঁচ বছরের
সোদর ভাইটা সবে মাত্র বুকের দুধ ছেড়েছে)
ঘোড়ায়টানা কাঠকয়লা বোঝাই একটা গাড়িতে চেপে
শান্ত ঠাণ্ডা মা আমার চলে গেলেন নদীর ধারে একটা গ্রামে
চল্লিশ লী দূরে।

গাঁবাসী সব মানুষজনরা বলতো,
মা ছুটে গেছিলেন একটা বাগানে
অঞ্চলের মাথা একটা শয়তানকে খুন করবেন বলে,
পাহারাদাররা তাঁকে ধরে ফেলে আর বেঁধে রাখে তিনদিন তিনরাত্তির
তারা মাকে গবেট ভেবেছিলো, ভেবেছিলো পাগলী মেয়েছেলে…

সেই সময় থেকে, কাছের আর দূরের ঝুপড়ি গ্রামগুলোতে
মানুষজনরা বলাবলি করে যে মা ছিলো এক ভয়ংকরী নারী,
তবুও আমি তাঁকে ভালোবাসি
বাচ্চা বয়সের চেয়েও অনেক বেশী ॥

হ্যা. চ.

ডি. পুরেভডোর্জ

সৈনিক শোনো

সৈনিক, যে অস্ত্র তুলে নেয়
তুমি কেন তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছ ?
সৈনিক, রণক্ষেত্রে তোমার বন্দুক
কাকে তাক করে ?

আমিও যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছি,
ফিরিয়ে দিয়েছি আমার ইউনিফর্ম—
চামড়া থেকে খসিয়ে।
প্রিয়জনদের আলিঙ্গন করবো, তাও হচ্ছে না.
দ্যাখছো না,
আমার শূন্যবাহু আস্তিন
দু'পাশে লতপত ঝুলছে।
সৈনিক, তুমি কি আমাকে মারতে চাও ?
তাই কি আমার দিকে তোমার বন্দুকের নিশানা ?

সৈনিক, ফিরে এসো, কেননা
আমি একজন মানুষ,
তুমিও একজন মানুষ
এবং আমরা প্রত্যেকেই মানুষ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত এক নির্জন কুঠীতে এক রমণী
নবজাত সন্তানের মুখে দিচ্ছে দুধের ফোটা ;
অঙ্গহানির দরুণে দুধটুকু জুটেছিলো আমার বরাদ্দে.
শিশুটির জন্যে নয়।
সৈনিক, তুমি কি এই রমণীকে খুন করতে চাও ?
তাই কি তার দিকে বন্দুক উঁচিয়েছ ?

সৈনিক, ফিরে এসো, কেননা
আমি একজন মানুষ,
তুমিও একজন মানুষ
এবং আমরা প্রত্যেকেই মানুষ।

দুই মহাযুদ্ধে কতো না মৃত্যু—মৃত্যুর ছড়াছড়ি।
কাঠের ক্রুশের জঙ্গলে
সব হারিয়ে মা সন্তানের কবরের ওপর কাঁদছেন ;
সেই মাকেই কি তুমি খুন করতে চাও, সৈনিক ?
তাই কি তুমি তাঁর দিকে বন্দুক উঁচিয়েছ ?

ফিরে এসো, সৈনিক বন্ধু, ফিরে এসো,
আমি একজন মানুষ,
তুমিও একজন মানুষ,
এবং আমরা সবাই মানুষ।

পৃ. সা.

থাইল্যাণ্ড

ইর্কিরি অ্যাণ্ডো
বাহুর স্থিরচিত্র

দস্তানা থেকে এক্ষুণি বেরিয়ে এলো তোমার হাত ;
দুধের মতো সাদা, অথচ
প্লাস্টিকের মতো স্বচ্ছ নয়—
চাঁদের আলোর ছোঁয়া লেগেছে তাতে।

একটা গ্রীক গলি আরণ্যক ঝরণার কাছে গিয়ে মিলিয়ে যায়
গ্রীক দেবতারা সেখানে উর্বশী-মেনকাদের নিয়ে পুলকে নৃত্যরত—
তোমার দেহটার ক্ষীণ নড়চড়ায়
সেই দূরত্ব কখনো বাড়ে, কখনো কমে।...

আঙুলের ডগার মালমশলা সামান্য নড়াচড়া করে।
একটা শব্দ বা আর্তির পরেই
কোন তরুণের রক্ত হিম হয়ে যায়, কারো চোখে পড়ে না।

তারপর, ক্ষণিকের জন্য বিষাদগ্রস্ততা ;
টেবিলের ওপর, ঠাণ্ডা চীনেমাটির পাত্রটার পাশে
তোমার সেই হাত লিলি ফুলের মতোই কাৎ হয়ে থাকে।

পৃ. সা.

মিকি রোফু

চুমুর পর

শুধুচ্ছি আমি : ঘুমুলে !
তুমি সাড়া দাও : না।

মে মাসের ঘন দুপুরে
কুসুম উঠলো কুসুমি

হ্রদের কিনারে সবুজে
ঘাসের বিছানো রৌদ্রে
'চোখ বুঁজে যদি এখানে মরতে পারতাম'—
তোমার বাসনা বিনোও গানের মতো।

সম্রাট মেঈজী

তান্‌কা

আমার উদ্যানে পাশাপাশি
দেশী আর ভিনদেশী চারা
বেড়ে উঠতে দেখি একসাথে

যুবকেরা চলে যায় রণস্থল, উদ্যানের দিকে
নিঃসঙ্গ বৃদ্ধেরা গৃহস্থের
ক্ষেতে দেয় একাকী পাহারা

যখনই তাকাই—দেখি
বিগতদিনের স্মৃতিলিপি,
আমার শাসিত প্রজাগণ
কি রকম ? মনে মনে ভাবি।

চিরদিন তুমি চিরদিন
রক্ষা করো প্রজাকে আমার,
এবং সাম্রাজ্য—এ প্রার্থনা
জানাই মহান দেবতাকে ।

তাবৎ বিশ্বের মুখরতা
কাগজে সবাই পড়ে, তা তো
পৌঁছে দেয় না কোনোখানে,
যা ভালো তা লেখাও থাকেনা ।

প. মু.

ওকামোটো জান
অদৃশ্য এক সেতু

যুদ্ধ ভেঙেছে সেতুটা
খানা হয়ে গেছে ভরতি :
সেতুটা সেখানে নেই আর ।
সেতুটার এই অদৃশ্য হবার বিষয়ে
কেউই খেয়াল করেনা, যাহোক, লোকজন
ব্যস্ত পথের স্রোতের ভিতরে হাঁটছে

স্বা. চ.

টারো ইয়ামামোথো
আলোকস্তম্ভ

আলোকস্তম্ভগুলি কবিবাবুদের মত
বিপদ আশঙ্কায় সদা প্রহরারত
বাতাসে বুঝি ওই ঝড়ের আভাষ
নাকি আসন্ন জোয়ারের গ্রাস

কবিরা আলোকস্তম্ভের মত
নিজস্ব নির্জনে গড়া
গোপন বেদনাহত

কেননা তাদের আলো নিরন্তর
চুরি হয়ে যায় সুদূরের মুগ্ধ সম্মোহনে
এবং হৃদয় অভ্যন্তর
জাগে অন্ধকারের চেয়েও গভীর গোপনে

উ. ব.

আমানো টোডেশী

চাল

রেল লাইনের পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চালগুলি
বৃষ্টিতে ভিজছে ; এসো
কুড়িয়ে নাও।
স্টেশনে ট্রেন ঢুকবার ঠিক আগে
থলেভর্তি চালগুলি
দরজা-জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল
বাইরে।
রেললাইনের পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চালগুলি
বৃষ্টিতে ভিজছে ; এসো
কুড়িয়ে নাও।
ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে পুলিশ
তাড়া করেছিল যে বউটিকে
তাকে ডেকে নাও
তাকে জিজ্ঞেস করো কেন
তার স্বামীকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে,
জিজ্ঞেস করো কেমন করে
বাড়ন্ত ভাণ্ডার নিয়ে সে
বাচ্চাকাচ্চাদের বড়ো করে তুলবে,
জিজ্ঞেস করো তার বাচ্চারা যদি
উপোস ছাড়া বাঁচতে পারে,
জিজ্ঞেস করো বউটিকে
তার বাচ্চারা কখনো ইচ্ছেমত পেটপুরে
কোনোদিন সাদা—ধবধবে সাদা—ফুরফুরে

ভাত খেয়েছে কিনা,
শান্তভাবে জিজ্ঞেস করো, উত্তেজিত হয়ো না
জলে কাদায় ছড়ানো ছিটানো চালগুলি
হাসছে
নির্দয়ভাবে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে যা
সেই চাল
চাষীদের ধৈর্যে
সহনশীলতা আর সাধ্যাসিধা সরলতায়
ফলেছে।
সুন্দর এই চালগুলি তাদের জন্য
কুড়িয়ে কাচিয়ে জোগাড় করো
না, কোনো কথা বলো না।
কুড়িয়ে নাও
একটার পর একটা দানা—এই চমৎকার
সাদা-ধবধবে
বৃষ্টিভেজা চালগুলি।

স. চ.

মাকাটোউকা

কৈশোর

বসন্ত এবং তখন এক চকিত বর্ষণ
সূচীশিল্প শুরু করে
চিঠির মতন
গোধূলি আলোয় স্নাত শহরের
জলগুল্মলতার দীর্ঘশ্বাস মাখা
পাথরের সিঁড়িতে
পায়রার দল খুঁটে খায় আমার স্বচ্ছ ছায়া
মৃতেরা প্রবেশ করে ঝরণা ধারার ভিতর
আর দূরের আকাশ উঠে যায়

বাতাস বইতে থাকে
শুকনো পাতার বৃষ্টিপাত

মুছে দেয় আমার চোখের তারা
এক শিশু
জলপাত্রে সোনালীমাছের পিঠে চড়ে
শাপলার নাল চিবুতে থাকে
সূর্যাস্তের ফ্রেমে বন্দী
দূরের শহর থেকে
আমার নগ্ন পায়ের ভালবাসা
একগোছা পেঁয়াজকলি দোলাতে দোলাতে হেঁটে যায়

ট্ৰ. ব.

এডওয়ার্ড কামাউ ব্রাফেট

মজুর

তাকিয়ে দ্যাখো ওর হাত দুটির দিকে ঃ
ফণিমনসার মতো ফাটা, কাঁটাবেঁধা,
নিড়ানির ঘর্ষণে জীর্ণ মসৃণ
চুনাপাথরের জমি—এই রকম তার রং ;
সে তার বাঁ হাতের তিনটে আঙুল হারিয়েছে
ঘুমিয়ে পড়েছিলো কারখানায় :
ইস্পাতের দাঁতালো চাকার কালো
চুরমার করা মুচ্‌কি হাসি
নিংড়ে নিচ্ছিলো ফারলে হিলের আখগুলো
তারপর খেয়েছে তাকে এখন নুলো
আর কাউকেই দোষ দেবার জো নেই

ইস্পাতের কাছে ঐ পিষে-যাওয়া হাড় ছিলো
রসালো, কোনো তফাৎই ছিলো না
তার আঙুলের গাঁট আর
আখগুলোর সঙ্গে ; মাটি
ঢকঢক শুষে ফেলেছিলো এই রস শীতল শিষ দিয়ে,
আখের একটা টুকরোরও দাম হবে না
এই তিনটে আঙুলের ; রক্তের
মিশোল দেখা যায় না, নক্ষত্র-
দর্শী স্ফটিকশ্বেত চিনি ঝকঝক ক'রে ওঠে
নুলো-করা ঐ কামড়ের জন্য অবশ্য আরো-উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠেনি

আর কিছুই দেখাবার নেই
তিরিশবছরজোড়া এই মেরুদণ্ড—
স্ফটিকচক্ষু, সাগর থেকে ফেরা,
উপত্যকার ঢালে কাদার মেদ
গড়িয়ে দিয়ে যায় ঝরঝরে বর্ষা, পাহাড়ের ঢাল দিয়ে

গড়িয়ে যায়, গভীরে ঢুকে পড়ে, চেতিয়ে তোলে
গভীর-প্রোথিত আখগুলোর পরিশ্রম, মাটি আঁকড়ে ধরে,
যাতে কেমন যেন সুস্থির ঢিলে হ'য়ে আছে সন্ধি আর জোড়
অঙ্কুরে-অঙ্কুরে আর তার ফলে কী হাস্যকর হ'য়ে উঠলো
এই লজ্জা। লজ্জা, কী লজ্জা, নির্লজ্জতার
একশেষ এই নাম-
হীন দিনগুলো কাটানো জলন্ত আখের ক্ষেতে
ভালোবাসাহীন ; শপাং
তার চীৎকার আবর্জনা, ছাই তোলা
ভস্মের ঘূর্ণি ; নোনতা গন্ধের পলি
যা ওর গলা থেকে কখনও যাবেনা, কাস্তের
কোপ প্র-
কোপ : ঘাম, আঙুলের ফাঁকে-
ফাঁকে চট্‌চটে নোংরা, শর্করা
তার মধুর নীড় পেড়ে তা দিচ্ছে তার পায়ের আঙুলের যন্ত্রণায়
আর তারপর কিনা এই এখন কিনা এই

এক বুড়োমানুষ, আবহাওয়া
শিরশির তুলেছিলো তার গায়ে, ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলো তাকে
তার শ্রম, কাজ, হাড়ভাঙা খাটুনি,
আর তারপর তার হাত হারানো এইভাবে...

ম. ব.

রেজি পেরেরা
হে মিশর-সন্তান

হে মিশর-সন্তান
তোমাদের ভাগ্য গড়ার লগ্ন এলো।
ঐ পিরামিডের চূড়া থেকে
দেখ তোমাদের ইতিহাস
শোনো গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্য।

কমরেডদের রক্তে ভেজা সিনাইয়ের বালুকণা,
মরুভূমি লাল হয়েছে ভাড়াটে সৈন্যের খুনে—
তোমাদের প্রাণদান হবেনা ব্যর্থ, কমরেড,
স্বপ্নে তোমাদের দেখা দেবে সোনালী ভ্রমর।

ফ্যারাওদের কাল হতে পবিত্র নীল নদের জল
বয়ে চলেছে অগণিত শতাব্দী পার হয়ে,
শরবনে অস্ফুট গুঞ্জন তুলে—
মর্মরধ্বনিতে তার বিস্মিত-প্রশংসা।

হাতিয়ার নিয়ে আগে চলো ভাই,
তোমাদের হাতের বন্দুকগুলো তেতে উঠুক
তোমাদের রাগে, প্রতিশোধের আগুনে—
মরণপণ সংগ্রাম করো দেশের জন্য।

সংগ্রামী সাথীরা, দৃঢ় করো আত্মবিশ্বাস,
তোমাদের ভাই বোনেদের সাথে,
তাদের দীর্ঘ ভবিষ্যতের কামনায়—
এই তো নবজন্মের লগ্ন, জয়ের মুহূর্ত।

হে মিশর-সন্তান
সংগ্রাম করো অশুভ-পীড়িত পৃথিবীর উদ্ধারে
সংগ্রাম করো নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে—
নামিও না অস্ত্র, হও আগুয়ান,
তোমাদের ভাগ্য গড়ার লগ্ন এলো।

নিপীড়িতের জন্য যারা আনছো আশার বাণী
সেই তোমাদের আসার সময় হলো,
এই তো নবজন্মের লগ্ন, জয়ের মুহূর্ত! [আংশিক]

(ফরাসি থেকে অনুবাদ)—সত্যকাম সেনগুপ্ত

ফৈজ আহমদ ফৈজ

কথা

কথা বলো : তোমার ঠোঁট স্বাধীন।
কথা বলো : তোমার জিভ তোমার!
তোমার শরীরের খাড়া মেরুদণ্ড তোমার!
কথা বলো : তুমি এখনও বেঁচে আছো।
দ্যাখো, সামনেই কামারশালার অগ্নিকুণ্ডে
আগুনের শিখাগুলি জ্বলছে, ইস্পাতের ফলাগুলি টক্‌টকে লাল!—
হাতের শিকল, পায়ের বেড়ি
সব আল্‌গা হয়ে খুলে গিয়েছে।

কথা বলো : যতক্ষণ না প্রাণ এবং বাক্‌শক্তি একেবারে স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে;
ততক্ষণ, মাত্র একঘণ্টা সময় হলেও, যথেষ্ট।
কথা বলো : এখনো 'সত্য' অবিনশ্বর!
কথা বলো : যে-কথা জীবন থাকতে তোমাকে উচ্চারণ করতেই হবে।

বী চ.

শারা শাগুফতা

নারী ও লবণ

তোমার ক্ষুদ্রতর বৃহত্তর সব সম্মানই এই,
সে তুমি নারী।
আর এই সম্মানের কফিন যেন নখরের তীক্ষ্ণাগ্রে ঘেরা কারাগার
চার দেওয়ালে ঘেরা।
এই সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে আসা-যাওয়ার প্রতি পদক্ষেপে,
তাই আদৌ আমরা যেতে পারিনা কোথাও
শুধু বল্লমে বল্লমে বিদ্ধ হয়ে লাভ করি
'সম্মান।'

গান করি 'সম্মান' মুখে তালাচাবি লাগিয়ে।
অথচ, আজ রাতে যদি তোমায় বেশ নোনতা'ও লাগে
কাল
বাকি সারা জীবনে
তুমি তো শুধুই এক বিস্বাদ রুটি!
তুমি! নারী—
তোমার আজ মা হতেও ভয়; তোমার আর কিইবা জাত আছে?
তোমার চেনে তো তারা শুধু একটাই অঙ্গ;
তোমার পরিচয় তো শুধুই যোনিসর্বস্বতায়!
তোমার চলনে তোমার মর্যাদার প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে।
তোমার আচরণ; চমৎকার আচরণ—
যদি ঠোঁটে তোমার সর্বদাই সেঁটে থাকে মিথ্যে হাসির প্রলেপ!
কতো শতাব্দী তুমি হাসোনি
কতো শতাব্দী তুমি কাঁদোনি
তুমি কি মা? না সমাধির শোভা!
আজ তোমার সন্তান তোমায় ধর্ষণ করে, বন্দী করে;
আর বাজারে তোমার মেয়ের রক্তমাংস তালগোল পাকিয়ে যায়—
ক্ষুধায়!
তারা ক্ষুধারই কারণে খায়
নিজেদের মাংস নিজেরাই—!
আজ কিন্তু;
দেখ মা, তোমার মেয়েরা বলছে তার শিশুকে
আমি আমার কন্যার জিভে জ্বলন্ত অঙ্গারে এঁকে দেব কলঙ্ক চিহ্ন
যার সৌন্দর্যে, যার বিষাক্ত সৌন্দর্যে
সে হবে ধর্মবিচ্যুত; সে বলতে পারবে—
আমরা,—আমরা—শুধু মাত্র নই যোনিসর্বস্ব
আমাদেরও সমগ্র শরীর আছে, আছে সম্পূর্ণ সত্তা!
ফুলের উপমা আজ আমাদের অপমান—;
আজ আমরা আগুনের মতো রক্তিম হয়ে জ্বলে উঠতে চাই;
এটাই কামনা।

প্র. ভ.

মীর গুল খান নাসীর
একটি কবিতা

বন্দুক ছুটুক, হরদম ছুটুক, তলোয়ার ঝকমক
কিবা তাতে ফল, কিবা আসে যায়,
হৃদয়ে বসাবে প্রেম, সুমহান প্রেম ?
বিলকুল ঝুট, বিলকুল ঝুটা সব !

গোলাপ কি পারে, কখনো সইতে
আগুনের শিখা, দাউ দাউ লোলিহান ?

কি করে পারবে, বলো তুমি, বলো,
ফাঁসির দড়িতে ভয়কে আনবে
লোহার গারদে মুক্তি বাঁধবে ?
ঝুট, বিলকুল ঝুট, বিলকুল ঝুটা সব।

বন্দুক ছুটুক, হরদম ছুটুক, তলোয়ার ঝকমক।

ক. সে.

আহ্‌মেদ ফার্‌জ্‌
হায় স্বাধীনতা

আমরা কি দারুণভাবেই না উদ্‌যাপন করছি
আমাদের স্বাধীনতা দিবস, হায় রে
জাঁক-জমক, আলোর ঝল্‌মল্‌ সব কিছুই রয়েছে
বাইরে থেকে দেখলে মোটামুটি
গণতন্ত্রের জয়ধ্বনিই করতে হয় !

অথচ এ সবই ধৃষ্ট ঐ শয়তানদের কাণ্ডকারখানা,
স্বৈরতন্ত্রের রেশমী চাদর ছাড়া আর কিছু নয় !
যেখানে নিরন্ন হাহাকারে ফেটে পড়ছে সারাটি দেশ
শৃংখলের কড়া চাবুকে জর্জরিত
তামাম দেশের মানুষ,

যাদের হৃদয়ে শান্তি নেই, স্বাধীনতা নেই
নিপীড়নের প্রহর জোড়া শুধুই মেঘে ঢাকা অন্ধকার,
স্বাধীনতার সামান্য উচ্চারণও যেখানে অপরাধ
নিরন্তর হিংস্র সঙিন উঁচিয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে
স্বৈরতন্ত্রের পাহারাদাররা

হায় এভাবেই আজ আমাদের দেশে
উদ্‌যাপিত হ'চ্ছে স্বাধীনতা দিবস !
জাঁক-জমক আলোর ঝল্‌মল্‌, ঠাটবহর
সব কিছুই র'য়েছে
বাইরে থেকে দেখলে মোটামুটি
গণতন্ত্রের জয়ধ্বনিই ক'রতে হয় !

হে আমার বীর দেশবাসী
তোমরা আট কোটি মানুষ, খেটেখাওয়া কৃষক মজদুরের দল
আর কতদিন ঘাড় হেঁট করে, মুখ বুজে সহ্য ক'রবে
ঐ ঘৃণ্য নেকড়েদের এই হিংস্রতা ?
তোমার ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের গতরের পরিশ্রমেই
ভরছে, উপছে পড়ছে জোতদারদের সোনার শস্যের গোলা
কলে ফ্যাক্টরীতে তোমার মেহনতী মজ্‌দুরদের
ঘামে রক্তে দিন দিন স্ফীত হ'চ্ছে কুবেরদের ধনভাণ্ডার
অথচ দেশ তোমার নিরন্ন, চতুর্দিকে ক্ষুধার হাহাকার
হায়, তবু আজ স্বাধীনতা দিবস।
জাঁকজমক, আলোর ঝল্‌মল্‌ ঠাটবহরের রোশনাই
অথচ তোমার হৃদয়ে কোনো শান্তি নেই, স্বাধীনতা নেই
নিপীড়নের প্রহরজোড়া বিষাদঘন অন্ধকার !

হে আমার মহান দেশবাসী
তোমার বিরাট ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য মহিমা
আজ পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই
প্রলোভনের লুব্ধদৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছে

অথচ এই বিরাট ঐশ্বর্যকে নিঃশেষ ক'রছে
মুষ্টিমেয় মাত্র কয়েকজন লুঠেরা রক্তশোষকের দল !
আর ওদিকে
ভিক্ষাপাত্র হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি
আমার দেশের খেটে খাওয়া আট কোটি মেহনতী মানুষ

শোকে বেদনায় তবে কি তুমি পাথর হয়ে গেছো ?
স্বাধীনতার এই উৎসবে আজ তুমি জেগে ওঠো, গর্জন করো
ভুখা নাঙা আমার দেশের আট কোটি স্বদেশবাসী
চোখের জলে নয়
তাজা খুনে জ্বালাও তোমাদের বিজয় প্রদীপের লেলিহান শিখা
চূর্ণবিচূর্ণ হোক বিষাদের অত্যাচারের
ঐ অন্ধকারের দুর্গ

মুছে ফেলো তোমার যন্ত্রণার দিন
ভাঙো বন্দীশালার কুচক্রী ঐ লৌহকপাট
ঘোচাও
নিজদেশে পরাধীনতার দুঃসহ নির্বাসন জ্বালা।

অঞ্জন কর

বিধান আচার্য
বাঁচবো

অতীতের ফেলে আসা দিনগুলো
দরকার নেই স্মরণ করার।
আমি বিদ্রুপ কণ্টকিত বর্তমানেই জর্জর বাঁচতে চাই।

আমি
দুঃখ বেদনার উত্তাপে
রাতের পর রাত
ঘুমহীন চোখ খোলা রেখেই
বাঁচবো ; ছটফট করবো
দহণ জ্বালায় তীব্র দগ্ধ হয়েও
ভোর পর্যন্ত
তবু বাঁচবো।

সামনের আকাশে উজ্জ্বল আলো
সূর্যের আলো পুব আকাশে
আমি দেখেছি, সোনা
সোনায় রাঙানো রোদ ;
আমি বসেছিলাম প্রতীক্ষা করে
ঐ আলোর জন্যই।

তাই বেঁচে আছি
সহ্যশক্তির ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়ে।
বাঁচবো, বেঁচে থাকবো আমি।

সা. চ.

পদম ছেত্রী

ঝঞ্ঝাবাত

বৃষ্টির ফোঁটারা যেন এক একটা ঋতু
মানকচুর পাতা যেন—মন

স্বপ্ন দেখে সবুজ হলো পাতা
খিল খিলিয়ে হেসে—রক্তিম হলো
আঘাত…

আশংকার নাড়ী ছুঁয়ে যায়
অকস্মাৎ—হাত

দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে অন্ধকারের গাছকে
সহিতেছি দিন রাত—পাতায় পাতায়
ঝঞ্ঝাবাত…

ক স।.

পোষণ পান্তে

সেই স্বপ্ন

সেই স্বপ্ন তুমি নিয়ে এসো
যাকে তুমি ঘুমের ঘোরে ছেড়ে দিয়ে
মুক্ত হতে চেয়েছিলে,—
রাতের পুষ্পমাল্য থেকে খসে পড়ে
যা' তোমার দৃষ্টিকে বেদনা দিয়েছিল।
একটা ছোট্ট হিমালয়
আলোর রেখা এ'কে দিয়েছিল
তোমার স্বপ্নে ;
তুমি সে স্বপ্নকেই নিয়ে এসো।
আকাশ জুড়ে অন্ধকার,
আরো অন্ধকার
তোমার স্বপ্ন ঢেকে দিয়েছিল,
তোমার চোখ দুটি ঢাকা পড়েছিল
রাতের নিদ্রায়।

কিন্তু তুমি চমকে উঠেছিলে ঘুমে
সেই রাতে, নিঃসঙ্গ রাতে,
সেই সূর্যচন্দ্রহীন রাতে।
যে স্বপ্ন তুমি দেখেছিলে
সে স্বপ্নকেই নিয়ে এসো
মৃত্যুর ছায়া থেকে জীবনের আঙ্গিনায়।
পাহাড়ী ঝড় আসুক,
শুকনো পাতা ঝরে পড়ুক,
তোমার উষ্ণীষে পড়তে দাও
শিবের কল্যাণ বারি,
খুলে দাও হিমালয়ের বসন্তের দ্বার ;
তুমি সেই স্বপ্নই নিয়ে এসো,
যে স্বপ্ন এখনো উষ্ণতা হারায় নি
হিমেল হাওয়ায়,
যে স্বপ্নকে তুমি ভুলে যেতে চেয়েছিলে
ঘুমের ঘোরে ॥

অ. দা.

বাসু শশী
আমার আকাশ

আমার আকাশটি ছিল মনে,
জোর হাওয়া এসে আমার আকাশ
ছিনিয়ে নিয়ে টাঙ্গিয়ে দিল
মাথার উপর, উঁচুতে—অনেক উঁচুতে।
আমাকে হারিয়ে আকাশ হলো রিক্ত,
আর আমি বেচারী—
আমিও হলাম নিঃসঙ্গ।
ফিরিয়ে আনতে চাই আকাশকে,
কিন্তু সে যে অনেক দূরে !
এই তো কিছু পায়রা উড়িয়ে দিলাম,
বললাম—আকাশকে ধরে আন,
কিন্তু কিছুই হলোনা।
দূরের আকাশকে কি ওরা ধরে আনতে পারে ?

আমি পুকুরের জলে আকাশকে দেখলাম,
কিন্তু সে তো প্রতিবিম্ব।
ঐ যে মেঘ, ঐ যে তারার মালা,
সবতো প্রতিবিম্ব!
কিন্তু আমি আকাশ ছাড়া থাকবোনা,
আমাকে ছাড়া সেও থাকতে পারবে না।
আমিতো হিমালয় জয় করতে চাইনে,
চাইনে বিদেশভ্রমণের আনন্দ,
আমি চাই আমার আকাশকে।
তোমরা সূর্য নাও, চন্দ্র নাও, নক্ষত্র নাও,
কিন্তু আকাশটি দাও আমাকে,
আমার আকাশ ফেরৎ দাও।

অ দা.

তীর্থ শ্রেষ্ঠ
নেপালী সেক্রেটারিয়েট্

গ্রামের সরু রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে,
কিংবা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে,
অথবা নদী পেরিয়ে
নেপালী সিংহদরবারে পৌঁছুতে পারবে না!
সিংহদরবার অগম্য।
সিংহদরবার বড়লোকের দরবার,
ওখানে জনসাধারণ সাধারণ জন বটে।
তোমার এই নোঙ্‌রা পোষাক ছাড়ো,
আধুনিক পোষাকে সুসজ্জিত হও;
ক্ষুধার্ত হলে চলবেনা,
ভুখা পেট দরজার বাইরে রেখে এসো।
বলতে থাকো 'জো হুজুর';
পকেট ভর্তি আছে তো?
জনপ্রতিনিধিরা তা' নয়তো রাগ করবেন
তা ছাড়া বাবুরাও আছেন!
রাণাশাহীর পতনের পর

ভেবেছিলাম আসবে সুদিন ;
হায় হতোস্মি !
রাণাদের প্রেতাত্মারা দলে দলে
ঘুরে বেড়াচ্ছে সিংহদরবারে।

এসো তবে এগিয়ে যাই
সাহস করে ভূত তাড়াই ;
অত্যাচারী হুঁসিয়ার,
ভাঙবো আজ সিংহদ্বার।

অ. দা.

১. আমার একটি রুমাল আছে
চারধারে তার আইভীলতার কাজ!
হও যদি আদর্শ এক শ্রমিক
আমার সূচীশিল্পে হবে তুমিই মধ্যমণি।

স.বা.

২. আমাদের এই মনোরম লাসা শহরে
রয়েছে কতোনা সুন্দর আর নানা রঙে রঙিন
সতেজ ফুলের রাশি ; আমারও হৃদয়ে
তেমনি রয়েছে একটি কুসুমকুঁড়ি
পুষ্পিত হয়ে উঠবে সে শিগগিরই ॥

সা চ

৩. ঝিঁঝিঁপোকাদের গান কতো প্রাণবন্ত
কিন্তু যদি না ঠিক সাবধান হও
নিশ্চিত এটা ব্যথা দেবে ; আর রঙিলা সাপের চামড়া
খুবই সুন্দর কিন্তু সাপের মুখে
বিষ ভরা ; উঁচু আসনের থেকে হিঁচড়ে
নামানো মালিক প্রভুরা কতো না বিনয়ী এবং ভদ্র
সাবধান থেকো, ওদের পোষাক-আশাকের
তলায় লুকোনো ছোরা ; ভূমিদাস তোমরা
মাথা তুলে আজ দাঁড়িয়েছো যারা, খোলা
মুক্ত রাখবে দু'চোখ—রাখতে হবেই ॥

সা. চ.

৪. হাজার মানুষ যেখানে জমেছে ভিড়
সেখানে নানান বিষয়ের আলোচনা ;
কাজেই সেখানে সবার সামনে তুমি
প্রকাশ্যে কথা আমার সঙ্গে বোলো না ;
হৃদয়ে তোমার ভালোবাসা যদি সত্যি
আমাকেই, তবে বুকের গভীর কথা
চোখের ভাষায় বোলো, ঠিক বুঝে নেবো ॥

সা. চ.

অথর্ব বেদ

ভূমি সূক্ত

সুমহান সত্য আর তেজদীপ্ত ঋত
দীক্ষা যজ্ঞ ব্রহ্ম ও তপস্যা
পৃথিবীকে ধরে আছে
ভূত ভবিষ্যতের ঈশ্বরী, পৃথিবী
আমাদের জন্যে তুমি সৃষ্টি করো বিশাল ভুবন। ১

হে অবাধ্য দুর্বিনীত মানুষের বশ্যতা মানো না
হে সজ্জিতা সমতলে উদ্ধত শিখরে আর স্বপ্নিল সানুতে
যে তুমি পালন করো শুশ্রূষার বিবিধ ওষধি
সেই তুমি আমাদের জন্য হও প্রসারিত
দাও বিপুল আনন্দ। ২

যার বুকে আছে সিন্ধু যে ভূষিত সমুদ্র ও জলের কল্লোলে
যেখানে অমৃত অন্ন, জন্ম নেয় কৃষক সমাজ
যার পরে থর থর উচ্ছ্বসিত পুঞ্জ পুঞ্জ প্রাণ
সেই ভূমি আমাদের দাও তুমি
দীর্ঘ প্রথম পানের অধিকার। ৩

যার আছে চারদিকে প্রসারিত দিকচক্রবাল
যেখানে শস্যের লাস্য, কৃষকের শ্রম,
যা কিছু থরথর করে, নড়ে চড়ে, যারা ফেলে শ্বাস
তাদের ধারণ করে আছো তুমি ভূমি
আমাদের দাও তুমি গোধন ও অন্নের প্রাচুর্য। ৪

যার পরে পরিক্রমা করে গেছে পূর্বসূরীগণ
তাড়িয়ে অসুরকুল যার পরে দেবতা বিজয়ী
গোধন তুরঙ্গ আর বিহঙ্গের নিশ্চিত আশ্রয়
সেই ভূমি আমাদের মধ্যে তুমি উপ্ত করো তেজ ও গৌরব। ৫

জ্যোতির্ময়ী বিশ্বম্ভরা যার মধ্যে সমস্ত সংহত
জননী হিরণ্যবক্ষা এ জগৎ অব্যক্তে ডোবাও
ধরে আছো বৈশ্বানর, সিক্ত করো পূত অগ্নিস্রোতে
ইন্দ্র যার বৃষভ—সেই তো এই ভূমি, দাও
আমাদের দাও গুপ্ত অন্তর্গত তোমার ঐশ্বর্য। ৬

অপরিমিতা হে পৃথিবী, অতন্দ্র দেবগণ যাকে
বুক দিয়ে ঢেকে রাখে, উৎসারিত যার তনু থেকে
অন্তহীন মধুর নির্ঝর, সেই তুমি আমাদের
নিঃশেষে বিলীন কর সুমহান তেজের বিপুলে। ৭

সদামুক্ত সমুদ্রের জল হয়ে যে ছিল আদিতে
মনীষীরা যাকে মূর্ত করে তোলে প্রজ্ঞার আলোয়
যার সত্য-সমাবৃত হৃদয় রয়েছে মহাশূন্যে
প্রসারিত হয়ে, সেই ভূমি প্রতিষ্ঠিত করো তুমি
বীরত্বে গৌরবে আর মহোত্তম রাষ্ট্রে ও কল্যাণে। ৮

যার পরে দিনরাত একই পথ ধরে বয়ে যায়
ভ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন অব্যয় নদীর স্রোতধারা
সেই নদী-বিভূষিতা হে পৃথিবী মধু দাও তুমি
আমাদের সিক্ত করো অবিরল জ্যোতির বর্ষণে। ৯

এই ভূমি অশ্বিনীরা পরিমাপ করে গেছে যার
পায়ে পায়ে পার হন বিষ্ণু যার উদার বিস্তৃতি
বীর্যের দেবতা ইন্দ্র শত্রুমুক্ত করে দেন যাকে
সুজাতা মায়ের মতো আমাদের স্তন দিন তিনি। ১০

তোমার পর্বতশ্রেণী হিমমগ্ন শিখর সমূহ দাক্ষিণ্য ছড়াক
পিঙ্গলা লোহিতা কৃষ্ণা বহুবর্ণা হে ইন্দ্র রক্ষিতা
তুমি ধ্রুব বিশ্বরূপী। অধিষ্ঠিত থাকি যেন আমি
অজেয় অহত দৃপ্ত হে পৃথিবী তোমার ভিতর। ১১

তোমা থেকে জন্ম নিয়ে প্রাণিকুল তোমার ওপরে
চলাফেরা করে। তুমি তাদের বহন কর। রক্ষা কর
দ্বিপদী ও চতুষ্পদীদের। পাঁচটি মানবকুল
একান্ত তোমারই। হে পৃথিবী, ভোরের উদিত সূর্য
ছড়াক অমৃত জ্যোতি সেই মর্ত্যবাসীর ওপরে। ১৫

এক হোক যাবতীয় প্রাণ, এক হোক। হে পৃথিবী
যে মধু নিহিত আছে বাকের ভিতরে তাই দিয়ে
আমাদের ঢেকে দাও তুমি। শোন আমার প্রার্থনা। ১৬

বস্তুপুঞ্জ প্রসাবিনী ওষধি ও শস্যের জননী
বহুধা বিস্তৃত, ধ্রুব, ঋত-ধৃত হে পৃথিবী
মধুমতী তুমি, তুমি দয়াময়ী। যেন চিরকাল
তোমার বুকের তাপে বেঁচে থাকি, চলাফেরা করি। ১৭

মহান শক্তির উৎস তুমি তাই হয়েছ মহতী
আমাদের সুবিস্তীর্ণ বাসভূমি তোমার স্পন্দন
বিপুল আবেগ আর তোমার কম্পন বীর্যবান
তোমাকে পাহারা দেয় অপ্রমত্ত শক্তির দেবতা
এই তুমি আমাদের ভূমি। ঢালো, ঢেলে দাও আলো
হিরণ্য জ্যোতির মতো জ্বলে উঠি যেন
যেন কেউ হিংসা আর করে না কখনো। ১৮

এই মাটি অগ্নির আবাস। বৃক্ষের ভিতরে অগ্নি
অগ্নি থাকে জলের ভিতর। পাথরের মধ্যে অগ্নি
জ্বলে অগ্নি মানুষের হৃদয়ের গভীর অতলে
গরু ও ঘোড়ার মধ্যে সেই অগ্নি ধক্ ধক্ করে। ১৯

অনন্ত পরম শূন্যে দাউ দাউ জ্বলে অগ্নিশিখা
তার কণা বিচ্ছুরিত দিকে দিগন্তরে
অগ্নিদেব অধিকার করে আছে বিপুল আকাশ
জ্বালায় হোমাগ্নি তাই মর্ত্যবাসী, যেন ঘৃত-প্রিয়
যথাস্থানে নিয়ে যায় তাদের অঞ্জলি। ২০

তোমার দেহের গন্ধে ঢাকা আছে সমগ্র মানুষ
টের পাই সেই গন্ধ মানুষীর প্রেমে ও বিস্ময়ে
টের পাই অশ্ব আর যোদ্ধার সর্বাঙ্গে, তারুণ্যের
প্রদীপ্ত ছটায় আর আরণ্যক হাতির শরীরে
রমণীরা যে গন্ধের দিব্যতায় হয় কলাবতী
আমাকে ডুবিয়ে দাও, ভূমি, সেই গন্ধের অতলে। ২৫

তুমি তো পাথরে গড়া, তুমি সৃষ্ট নুড়িতে ধূলায়
ধৃত তুমি কঠিন বেষ্টনে মহতী হিরণ্যবক্ষা
আমার পৃথিবী তুমি, নাও তবে বিনীত প্রণাম। ২৬

যেখানে অমল বৃক্ষ বনস্পতি হবার আশায়
দাঁড়িয়ে নিশ্চল স্থির, সকলের অধিষ্ঠান ভূমি
যে পৃথিবী, যাকে কেউ ধরে আছে গভীর আশ্লেষে
দরাজ গলায় আমি জয়ধ্বনি দিয়ে যাই তার। ২৭

সোজা হয়ে দাঁড়াই অথবা হাঁটি
স্থির হয়ে বসি কিংবা বেড়াই যদি বা
বাঁ পায়ে অথবা ডানে ভর দিই যদি
আমরা মাটির পরে কখনো পড়ি না। ২৮

যিনি ক্ষমা অচঞ্চল, পরিশুদ্ধ করে নেন যিনি
পদার্থ নিচয় ; যিনি বর্ধমানা ব্রহ্মের মননে
তিনি ভূমি ; আমি তার জয়ধ্বনি দিই ; তিনি ধাত্রী
পুষ্টি ও বীর্যের ; ঘৃত অন্ন জ্যোতি তিনি ভাগ করে দেন
তাঁর দিকে পেতেছি আসন। ২৯

যতদূর চোখ যায় ততদূর অবাধে তাকাই
উদার দিগন্ত দেখি অকৃপণ সূর্যের দাক্ষিণ্যে
চোখের প্রসার দৃষ্টি ক্ষীণ যেন হয় না কখনো
আজ কিংবা অনাগত দিনে একই ভাবে থাকে যেন মুগ্ধের বিস্ময়। ৩৩

যে ভূমিতে নাচে গায় মর্ত্যের মানুষ
যেখানে ছড়ানো আছে ইলার সম্পদ
যেখানে যুদ্ধের হাঁক, বেজে ওঠে দুন্দুভির নাদ
সেই ভূমি প্রতিহত কর শত্রুদল
একছত্র হোক এ পৃথিবী। ৪১

তুমিই অন্নদা, তুমিই যোগাও ধান আর যব
পাঁচটি জাতির নরগোষ্ঠী তোমারই রচনা
তুমি পর্জন্য-দয়িতা, বর্ষাভোগ্যা
হে পৃথিবী তোমাকে প্রণাম। ৪২

দেবকৃত প্রাসাদ যেখানে, যার খেতে মানুষেরা
বিশ্বকর্মা, সেই পৃথিবীকে বিশ্বগর্ভা প্রজাপতি
আমাদের জন্যে তুমি রমণীয় করে গড়ে তোল। ৪৩

লুকিয়ে রেখেছ তুমি কত গূঢ় মণির ভাণ্ডার
রত্নগর্ভা, হে পৃথিবী অবারিত করে দাও তবে
গুহায়িত হিরণ্য জ্যোতিকে, জ্যোতিদাত্রী তুমি জ্যোতির্ময়ী
এবার প্রসন্ন হও, আলোময় কর হে আলোয়। ৪৪

তুমি তো পালন কর কত জাতি কত ধর্মের মানুষ
বিচিত্র তাদের ভাষা রীতিনীতি, বাস করে তারা
যে যার মতন করে, এবার দোহন কর তুমি
স্রোতের সহস্র ধারা সুবাধ্য গরুর মতো স্থির শান্ত হয়ে। ৪৫

যার পরে বাস করে দিনরাত্রি আলো অন্ধকার
মিলনে একান্ত তবু বিচ্ছেদে একক, সেই ভূমি
সুবিপুল বিসারিত, যে বর্ষায় উর্বরা গর্ভিনী
আমাদের স্থিত কর আনন্দিত নিজস্ব আবাসে। ৫২

দ্যুলোকে ভূলোক আর মাঝখানে অন্তরীক্ষ
আমাকে দিয়েছে ওরা বিপুল বিস্তৃতি, দীপায়ন
সূর্য অগ্নি জল মেধা বিশ্বদেবগণ
দিয়েছে তো উদ্দীপিত ব্যাপ্তি ও চৈতন্য। ৫৩

তাদের ঐশ্বর্যে আমি গর্বিত বিজয়ী, ছুটে যাই
যারা আছে মাথা তুলে টেনে ফেলি ধুলোয় তাদের
দ্যাখো দ্যাখো সমস্ত ছাপিয়ে আমি উর্ধ্বে উঠে গেছি
দর্পিত অহত আমি পরে আছি যশের মুকুট। ৫৪

অরণ্যে অথবা গ্রামে জনপদে যত সংঘ আছে
যেখানে মানুষ এসে হাসি গল্পে প্রহর কাটায়
সেখানে ঘোষণা করি দীপ্ত কণ্ঠে তোমার চারুতা। ৫৬

ঘোড়ারা যেমন ঝাড়ে দেহ থেকে সব ধুলো বালি
তেমন নির্মোহ তুমি ঝেড়ে ফেলো অজস্র মানুষ
ভূমিষ্ঠ হবার পর যারা ছিল তোমার আশ্রয়ে
বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরে ; সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তুমি
নিত্য, আনন্দ-মাতাল, পার হও আলোক সরণি
সঙ্গে নিয়ে বনস্পতি ঔষধির বিহ্বল সমাজ। ৫৭

যা বলি তা মধুময় বলে আমি বলি
যা দেখি তা মধুময় বলে আমি দেখি
আমি বীর্যে উপচে পড়ি ক্ষিপ্র ও উদ্দাম
তাকিয়ে আমার দিকে যারা দাঁত কড়মড় করে
তাদের মরণ হেনে আমি তুলি জয়োদ্ধত মাথা। ৫৮

তোমার ভুবন থেকে মুছে যাক সমস্ত রুগ্নতা
দূর হোক ক্ষয় ও বিকৃতি ; পূর্ণ স্নিগ্ধ হয়ে ওঠো
দীর্ঘায়ু আমরা যেন থেকে ধীর সতত সতর্ক
তোমাকে জানাতে পারি হৃদয়ের তপ্ত কৃতজ্ঞতা। ৬২!

সুভদ্রা কল্যাণময়ী হয়ে তুমি প্রতিষ্ঠিত কর
হে ভূমি আমাকে, হে জননী আমাকে সঙ্গতিময়
কর তুমি দ্যুলোকের সাথে, আমাকে নিহিত কর
শ্রীতে, সমৃদ্ধিতে, তুমি কবি হে ভূমি আমার। ৬৩

বুদ্ধদেব বসু

শিঙ্গাড়াওয়ালী

অতল জল থেকে তাজা তাজা এনেছি—নাও শিঙ্গাড়া নাও!
নাও ওগো রাজা আমি তোমারই জন্য এনেছি—শিঙ্গাড়া নাও!
দেখ কী পছন্দসই এনেছি—নাও শিঙ্গাড়া নাও!
এতে যে আমার বুকের রক্ত ঝরছে—নাও শিঙ্গাড়া নাও!

কাঠ ফাটা রোদে আমার হাত জ্বলে গেল ঠোঁট শুকিয়ে গেল
শৈশবের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা সব যৌবনে এসে চুরমার হয়ে গেল
ফুল ফোটার আগেই চৈত্রের বাতাসে ম্লান হয়ে গেল আমার যৌবন
হায়, ঈশ্বর আমার ভাগ্যের শেকল একটিবারও খুললোনা—
নাও শিঙ্গাড়া নাও!

হ্রদের জলে কচুরিপানা আর পাঁক ঘেঁটে ঘেঁটেও আমি পেট ভরাতে পারলাম না
অপরকে খাওয়াতে গিয়ে আমার নিজের পেট ভরল না
ভাগ্যের খনি ভেঙ্গে আমার ছেলেরাও খেতে পেল না
কবে যে দু'খানা রুটি ভাগ্যে জুটেছে আমার—
নাও শিঙ্গাড়া নাও!

আমার শৈশব, নবীন যৌবন আর জ্বালাময় আগুন আমি এক করলাম
আমি স্বয়ং ভেসে গেলাম আর আমার আঁচলে অশ্রুর মোতি রেখে দিলাম
আমার মাথায় কার অভিশাপ পড়ল, আমি হায় হায় করেও সব সইলাম
ঋণের জ্বালা আমায় ছাই করে ফেলল আর আমার শ্রমের কোনো মূল্য
পেলাম না—

নাও শিঙ্গাড়া নাও!
আমার শ্রমের মর্যাদা কী বুঝবে এই ধনবানেরা
ক্ষুধার দহন যে পায়নি, কী জানবে সে, কাকে বলে ক্ষুধা—
সে তো আপন ধনের নেশায় চলেছে বল্গাহীন বেপরোয়া
লক্ষ্মীর উপাসক কবে এসেছে হতভাগ্যের সওদা করতে—
নাও শিঙ্গাড়া নাও!

সু. প্রি.

জালালুদ্দীন রুমি

উত্তর

"চাঁদ কী রকম ?" শুধালে কেউ, বোলো
"এমনটি ঠিক," দাঁড়িয়ে ছাদের পরে।
দেখিও মুখের দীপ্র সমারোহ,
"সূর্য কেমন ?" প্রশ্ন যদি করে।
জানতে যে চায় কিসের গুণে যীশু
প্রাণ পুনরায় জাগিয়েছিল শবে,
তার কপোলও আর আমার অধর ছুঁয়ো
চুম্বনে—সব সহজ, সরল হবে ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পারভিজ্ কারিমি

দৃষ্টিহীনতা

রাতের সীমানা পেরিয়ে যেতাম, কিন্তু
সবাই বলছে,
ভোরের নিষ্কলঙ্ক মুখের ছবি
ফোটেনি এখনো
দিগন্তের অন্দরমহলে।
সবাই বলছে,
তাপ নেই, গতি নেই যতিহীন ছন্দে
ডেকে তুলবো যে রাতের কয়েদীদের।
দৃষ্টি পালিয়েছে আমাদের চোখ ছেড়ে ;
জানিনা আমরা—
নিখাদ প্রাণ
কলঙ্কের কালিমায় লেপে দিল কে।
আলোর দীপ্তি তোমার চোখে ;
পা ফেরাও এদিকে রাতের নিস্তব্ধতায়
চিনতে পারি যাতে সত্যকে।

সুনীলবরণ রায়

ফসল

মদের-এ-মদের পুক

ঝগড়া করি নিজের সঙ্গেই, ওরে বুড়ো,
বয়েস হল তো অনেক।
শৈশবের ঘুম থেকে জাগবি কবে ?
দেখিসনি কি পায়ের তলায়
মাটি আর শক্ত নয় তেমন আগের মত ?
দেখিসনি কি অন্ধকারের মুখোমুখি
ভয়ে হাঁ করে তোর জানলার মুখ ?
দেখিসনি কি গাছেরা আর নদীরা
গুঁড়ির ফাটলে ফাটলে আর ঢেউয়ের খাঁজে খাঁজে
নকল করছে তোরই কুঁচকে-যাওয়া গালের ?
সাঁঝের কাকেরা
দিনের আলোর হিস্যা কেড়ে নিয়েছে তোর
সূর্যের দিকে পেছন ফিরে ?
শৈশবের ঘুম থেকে জাগবি কবে ?
আমার ভেতর রয়েছে যে—
সেই শিশুটি, সারাক্ষণ ঘুমোনই যার কাজ,
বলছে, ওরে
বাতাস বুনেছি আমরা।
ঘাঁটাসনে আমাদের
ঝড়ের ফসল তুলবো এবার।

সুনীলবরণ রায়

পাঞ্জাবী কবিতা

তেজবীর কসেল

বিপ্লবীর পত্নী

কাণ্ডটাকে
তক্তায় চিরে ফেলা হ'ল
আর চেলাগুলো নিয়ে যাওয়া হ'ল আস্তাবলে

সারারাত
কুড়ুলের শব্দ ধ্বনিত হ'ল
আর জংগলে গাছ পড়ল।

ওরা আগুনকে
শৃংখলে কষে বেঁধে
মালগাড়ীর কামরায় বন্দী ক'রে
বরফের কাল কুঠরীতে নিয়ে গেল।

আমার গর্ভে বিষ ঢালো
আমি সর্পকুলের জন্ম দেবো।

গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়

হিন্দী

ধুমিল

কুড়ি বছর পর

কুড়ি বছর পরে
আমার মুখে
আবার ফিরে এসেছে সেই চোখ
যা দিয়ে আমি প্রথমে দেখেছিলাম জঙ্গল ;
সবুজ রঙের এক আস্তরণ
যার ভেতর সমস্ত গাছগাছালি ডুবন্ত ছিলো।
এবং যেখানে প্রতিটি সতর্কবাণী
বিপদমুক্ত হবার পর
সবুজ চোখ হয়ে
রয়ে গেছে।

কুড়ি বছর পর
নিজেকেই আমি এক প্রশ্ন করি—
জানোয়ার হতে গেলে কতটুকু ধৈর্যের দরকার, কতটুকু ?
এবং নিরুত্তর আমি, চুপচাপ
হেঁটে যাই
কারণ আবহাওয়ার মেজাজটাই আজকাল এরকম :
রক্তের ভেতর উড়ন্ত পাতাগুলোর অনুসরণ
প্রায় বেমানান।

দুপুর

তালা ঝুলছে চারদিকে
দেয়ালে সেঁটে থাকা গুলির ঝাঁক
আর রাস্তায় রাস্তায় ছিটিয়ে থাকা জুতোর ভাষায়
লেখা হয়েছে এক দুর্ঘটনা
বাতাসে পতপত করে উড়তে থাকা হিন্দুস্থানের মানচিত্রে
গরু মলত্যাগ করেছে।
কিন্তু এসময়, ঘাবড়ানো কোনো মানুষের লজ্জার
হিসেব নিকেশের নয়
কিংবা নয় এ প্রশ্ন করার
সাধু অথবা সিপাই
এ দেশের সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগা কে!

আহ! ফিরে এসে
ছেড়ে-যাওয়া জুতোয় পা গলানোর সময় এটা নয়
কুড়ি বছর পর   এই দুপুরে
নির্জন গলিতে চোরের মতো হাঁটতে হাঁটতে
নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি।
স্বাধীনতা কি কেবল তিনটি পরিশ্রান্ত রঙের নাম
যাকে একটা চাকা বয়ে নিয়ে যায়—
নাকি এরও কোন বিশেষ অর্থ আছে?

এবং নিরুত্তর আমি
এগিয়ে যাই
চুপচাপ।

স্বাধীন দাস
অমৃত মিত্র

নরেশ মেহ্‌তা
সর্বত্র

যেখানে মাটি আছে—
অঙ্গীকার আছে
ফুলের।

যেখানে শূন্য আছে—
আকাশ আছে
তারার।

কিন্তু
যেখানে দিগন্ত আছে—
ইতিহাস আছে
চরণের।

সুজাতা প্রিয়ংবদা

কালিকাপ্রসাদ সিংহ
কবিতার আলোক

ছলনায় প্রতিপালিত শব্দের যুগে তুমি কবিতার আলো জ্বালালে। চক্ষু প্রাণ পেল, উপল সত্যের স্পর্শ পেল আঙুল। অন্ধকার শ্মশানের মরা গাছে বসে থাকা শকুনদের পাখায় চাঞ্চল্য এল, তারা আলোটা নিভিয়ে ফেলতে ঝাঁপ দিল। কিন্তু সেই আলোর মূল নিজের জমিতে এতই গভীর ছিল, যে শেষ পর্যন্তও তাকে নেভানো গেল না। তোমার পরেও সেই আলো থেকে অঙ্কুরিত হতে থাকবে নতুন জীবন।

ভাস্বতী চক্রবর্তী

প্রিয়কান্ত মনিয়ার

কে বলে দেবে ?

যদিও দেহটা নিথর হয়ে আছে
শবের আচ্ছাদন নিশ্চল থাকবে না ;
শবযাত্রীর শোকচিহ্ন আন্দোলিত হচ্ছে :
যদিও দেহটা বাঁধা আস্টেপৃষ্ঠে
অনড় পাহাড়ের মত
তবু বাতাসে কাঁপছে শবাচ্ছাদন।
নড়ছে, কাঁপছে : ওঃ ঐ দেখা যায়
মৃতের ফোলা ফোলা পা—
সে কি আমার জলমগ্ন স্বামীর
না—আমার ভ্রাতার !
উঃ শিগগির সরিয়ে ফেল
সরিয়ে ফেল আমার সামনে থেকে।

শ্মশানভূমি :
নদী বয়ে যায়—
পাহাড় নিশ্চল
নদীর উপর দিয়ে বহমান হাওয়া
নিস্তরঙ্গ জলে কাঁপন জাগায় ;
চটাৎ : এবার হাতটা বেরিয়েছে দেখ
ফুলে যাওয়া পাঁচটা আঙ্গুল
উর্দ্ধমুখে—সূর্যস্নান করছে—
কোন অন্তিম কামনাকে
করায়ত্ত করবার অদম্য প্রয়াসে
কে বলে দেবে ?

অ. কু দ

চন্দ্রতেন মোমময়া

কবির বিরতি

আমি এক নয়া কবি।
আমি তো বিগতের সেই দ্বন্দ্বক্ষত দিনগুলোর সাক্ষী নই !

কিন্তু অধুনা
আমি এমনও ভয়াবহতার সাক্ষী
বুঝি তার ক্ষত রয়ে যাবে বংশ পরম্পরায়
যুগ থেকে যুগে !

এই সব দেখেশুনে
আমি তাই কবি হওয়া বন্ধ রেখেছি।
আমি হয়েছি আজ সেই সব কণ্ঠস্বরের সাক্ষ্যস্বরূপ ;
যারা ভেঙে গেছে
কিংবা যার তীক্ষ্ণ আঘাতে কেঁপেছে বাতাস ;

আমি আজ হয়েছি তার স্বাক্ষ্যস্বরূপ ;
কবি হওয়া—
আমি তাই বন্ধ রেখেছি।

রাজস্থান

গোবিন্দ অগ্রবাল

দুধকে দুধ : জলকে জল

পাড়াগাঁয়ের গয়লানী এক দুধ বেচতে যায়।
পেরিয়ে নদী ওপারেতে শহুরে রাস্তায়।
বাড়ী থেকে যতটা দুধ নদী থেকে ততটা জল এই হলো তার পুঁজি
মাসের শেষে পয়সা গোণে সফলতার রুজি।

টাকা নিয়ে ফিরছে সেদিন, নদীতে অকস্মাৎ
দুধের ঘড়া ধু'তে গিয়ে একি বিপদ্‌পাত !
বানরী এক এলো ছুটে নদীর পার থেকে
টাকার খুঁচি টেনে নিয়ে উঠল গাছের শাখে।

গভীর জলে একটি টাকা আর গয়লানীকেএকটি
গয়লানী তার কপাল কোটে, বানরে ভিরকুটি
দুধের টাকা গয়লানী পায় জলের টাকা নদী
হায়রে দুধ হায়রে জল, ধর্ম হলো বাদী

"বাঁদরী ভোলী গূজরী স্যানি।
দুধ কা দুধ আর পাণী কা পাণী ॥"

সু. প্রি.

তেজসিং যোধা

পিপাসিত সর্প

সাবধান!
সেই পিপাসিত সাপ,
তোমার বুকের ওপর পেঁচিয়ে বসে
নাকের ওপর বাগিয়ে ধরেছে ফণা!

সে শুষে খাচ্ছে—
তোমার ভাষা,
তোমার বিশ্বাস,
আর—

নিঃশ্বাস
ছেড়ে দিয়েও সে তোমায় ল্যাজের ঝাপটা মারবে।
তুমি তখন হয়তো জানবে—
স্বাধীনতাই বা কার নাম, আর স্বদেশ মানেটা কি?

কিন্তু হায়!
তখন হয়তো খুবই দেরী হয়ে যাবে!
ভয়ঙ্কর ভাবেই—
দেরী হয়ে যাবে!

প্র. ভ.

ইংরাজী অনুবাদকের পাদটীকা—একটি লোকবিশ্বাস আছে যে পিভানা (Peevana) অর্থাৎ পিপাসিত সাপেরা রাত্রে ঘুমন্ত মানুষের বুকের ওপর চুপ করে বসে এবং তারপর বিষ ঢেলে দেয়। মানুষ অবচেতনভাবে তা গ্রহণ করে এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায়। কবিতাটি এই 'বিশ্বাস' অবলম্বনে রচিত।

নারায়ণ সুর্ভে
ভয় পেয়োনা

আগামী দিনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে
আমার জন্য উপোসী অপেক্ষায় থেকো না—
তোমার রান্না করা খাবার খেতে
আজ আমি বাড়ি ফিরবো না।

যখন তারারা ছিঁড়ে দেবে
মাঝরাত্তিরের অন্ধকার ঘেরটোপ,
তোমার যুবতী শরীরে শিহরন জাগাবে—
তখন আমি জনতার সাথে মিশে
রাস্তায় রাস্তায়
শ্লোগান লিখছি।

বড় দীর্ঘ এ প্রতীক্ষা, তুমি অধীর হয়ো না।

কোনো একদিন শয়তানেরা হয়তো হানা দেবে আমাদের দরজায়,
তল্লাস করবে আমাদের ঘরদোর,
হয়তো বা তোমায় ধরে নিয়ে যাবে—
এক মুহূর্তের জন্যও ভয় পেয়ো না।

অ· দা.

ওড়িয়া কবিতা

সচ্চিদানন্দ রাউত রায়
পুনরভিষেক

পুত্রের কাছ থেকে আমি ভিক্ষা করে এনেছিলাম যে-যৌবন,
পেয়েছিলাম যে-প্রিয়াকে দৈব অনুগ্রহে,
ভাবছি ফিরিয়ে দেবো।
রক্ত ও মাংসের সব নিমন্ত্রণ
ভুলে যাবো, নেই যেহেতু তাতে সত্তার দংশন।
আমার যৌবন ফিরে আসে সম্রাট সদৃশ
হৃতরাজ্য ফিরে পেয়ে শত্রুর চক্রান্ত থেকে।

সে যৌবন বেঁচে থাকবার অমোঘ যন্ত্রণা।
প্রিয়া আমার উল্কা-নীল শাড়ি পরে
সুদূর নৈঋর্ত থেকে
চলে আসে আমার সত্তার বিক্ষত প্রাঙ্গণে
হাতে ধরে আগুনের ফুলের মতো বহু মুহূর্তের
প্রজ্বলিত সূচী।
এবং তার ঠোঁটে আমি যে দেখি জ্বলছে
উর্বশীর অচঞ্চল ভীরু হস্তলিপি,
এবং তার সংজ্ঞা—সে এক নারী।
সে যেন এই মৃত্তিকার চিত্র-প্রতিমা
খোঁজে এক মানবের ছোঁয়া।
সে চায় দাঁড়াতে
মানুষের পতাকার নিচে,
ভুলে সব ব্যবধান, পিচ্ছিল দুনিয়া
ভুলে গিয়ে ঘর-সংসারের মায়া,
সে হবে মধুমতী সন্ধ্যার কুহক
ভরে দেবে নতুন যন্ত্রণা প্রতিটি নিক্কণে।

আমার যৌবন ফিরে আসে,
সে যৌবন একটি যন্ত্রণা।

সে এক বিষের রাত,
যা হয় নিত্য নিত্য দিশেহারা
আপন জ্যোৎস্নায়।
আমার যৌবন ফিরে আসে
জীবনের নীল কেন্দ্রে আমার,
নতুন অক্ষরে।

১৯৭৩

হি. জ.

[শহরের দেয়ালে লেখা পোস্টারের কবিতা]

ঈশ্বরচন্দ্র নায়েক
কোরাপুট

পবিত্র মন্দির ছাড়িয়ে জেলখানা
আমাদের ঘাড়ের ওপর মালার পাহাড়
সেগুলো নাকে-তেল-দিয়ে ঘোরানোর দড়ি

বন্দুক
বন্দুকই আমাদের জীবন জোড়া বন্ধু
আমরা চরমপন্থী নামে বিখ্যাত।

আমাদের লক্ষ্য ঃ সাম্যবাদ।
চূর্ণ করে দেবো পুরনো সমাজ কাঠমো
আর পুড়িয়ে দেবো এইসব পাগলা গারদ।

রক্তে আমাদের মিশে গেছে ঃ
"বিপ্লবই আমাদের লক্ষ্য, পদ্ধতি।"

স. ব.

তামিল

এ-শ্রীনিবাস রাঘবন
যেতে হবে

আমাদের যেতে হবে ঢের দূরে ঢের ঢের দূরে

ভাসন্ত আগুন থেকে অঙ্কুরিত এ ধূসর পৃথিবীর বুক
বেয়ে যেতে হবে। চলা শুধু চলা—তারো পরে চলা—মানে তার
ফের ফিরে আসা, ঢলে পড়া মৃত্যুর গুহায়। তবু ক্ষান্তি নেই
যেতে হবে তখনও ঢের ঢের দূরে।

দীর্ঘ দীর্ঘতর পথ

সারা অঙ্গে ক্লান্তি মেখে পড়ে আছে। তোমার দু'পায়ে ক্লান্তি নামে,
আবর্তিত দিন-রাত্রি। ডুবছে উঠছে ঊর্ধ্বশ্বাস—তোমার দু'চোখে
ছায়া নামে, বুকের বাতাস ভারী হয়, তখন বিবর্ণ ঠোঁটে
বলে ওঠো ঃ সুদিন আসবে কাল। এবং তখনো আমাদের
যেতে হবে ঢের ঢের দূরে।

অথচ কোথায় সব ছুটে যাচ্ছে
হাজার হাজার জানা নেই, আমাদের দুই পাশে মৌমাছির
মত ভিড়, অথচ কী নিঃসঙ্গ আমরা, দীর্ঘ কাঁকরের পথে
যেতে যেতে একদিন বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে লুটোব ধূলায়
এবং, তখনো পথ ক্ষমাহীন-দুরান্তবিস্তৃত।

অ. কৃ. দ.

কানাড়ী

আর. এস. মুগালী
অহং

আমি! আমি! কে আমি? কী আমার পরিচয়?
দুকথায় শোনাব তোমায়?
আমি অহং-চিন্তার অনুগামী, আমি তাই
অহং-ভাবের কামধেনু।
আমি—সেকি শুধু অনন্য সুলভ এই দেহরূপখানি?
আমি—একি শুধু একান্ত নিজের
মনোহারী নামরূপটুকু?
'কিমাশ্চর্যম্', তাই যদি হতো?
জানি আমি জানি বন্ধু সাঁতরে পার হতে
রূপাশ্রিত এ অহং অস্মিতার নদী,
জানিতে পারিনি আজো-অনাদি অনন্ত সেই
সোহহং-এর অরূপসাগরে অবগাহণের স্বাদ।
সে অতলে ডুব দিয়ে যাঁরা
মুঠোভরে তুলে আনে অরূপরতন,
শুনেছি তাঁদের বাণী—
এ বিশ্ব আমাতে লীন অদ্বৈত আমরা।
কখন আমাতে এই সোহহং-এর উদ্বোধন হবে?

অসীমকৃষ্ণ দত্ত

পি. উদয়ভানু
কবি

লোহার গরাদের ভেতরে
এই কবি।
লুঠ হয়ে গেছে তার কণ্ঠস্বর
আরো আবেগ-অনুভূতি ;
চিঠি লেখেনা সে প্রেয়সীর কাছে
লেখে তার লাল কমরেডদের উদ্দেশ্যে
যারা দীপ্ত বুকে, অন্ধকারের কাঠামোতেও
অবিচলিত হেঁটে যায়।
নিজের সময়কালের নির্যাতন, তার দুঃখে
হয়ে যায় নি নিথর
বরং, লেলিহান জ্বলে।
পাশের সেলের কমরেডদের নাকমুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তবিন্দু
আর আহত বুক পিঠের যাতনা
যেমন তীব্র কাতর রাখে কবিকে।

স. ব.

মহম্মদ আলি
শহর

নতুন ভিত্তির ওপর
এখন
গড়ে তুলি নিজেকে ;
নতুন জনম পেয়েছে আমার শরীর, তবু
সতর্ক হতে হবে, সতর্ক
যাতে শক্ত ইঁট দিয়ে গড়ে তোলা যায়
আমার নতুন শহর ;
যাতে গতকালের মতো কোনো যুদ্ধবাজ রথের চাকা
গুঁড়িয়ে দিতে না পারে সেই শহর।

স. ব.

বালামণি আম্মা

মায়াজাল

তুমি ফিরে ফিরে আমার কানে কানে কী কথা বলে যাও
হে পৃথিবী, মোহিনী সুন্দরী পৃথিবী আমার !
যখন প্রভাতে সোনালী কুয়াশায় সজ্জিত তোমার বরতনুর দিকে
অপলক চেয়ে আমি মুগ্ধ হই ;
যখন মধ্যাহ্নে সুখাবেশে অবসর বিনোদনের বেলায় তোমার
পান্নাসবুজ রূপ আমার চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়ে ;
যখন তোমার সূর্যাস্ত নিরীক্ষণ করতে গিয়ে আকাশের বুকে
বালুকাখচিত উজ্জ্বল দৃশ্যপট আমার দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে ;
তখনই জলে ঝাপ্‌সা হয়ে আসে আমার দুচোখ—
"তোমার এই সৌন্দর্য কি বিলীন হয়ে যাবে একদিন,
ওগো পৃথিবী, আমার সুন্দরী পৃথিবী !"

যখন আমি একের পর এক নানা স্বাদবিশিষ্ট কর্মফল আস্বাদন করি
যখন আমি বাসনায় উচ্ছ্রিত তীব্র মদের পাত্র নিঃশেষে পান করি ;
যখন অমৃতের আশায় ভাবের কঠিন খোলসটাকে
বারবার আমি চূর্ণ করতে যাই,
তখনই আশঙ্কায় ক্ষতবিক্ষত হয় আমার হৃদয়—
"তোমার এই মাধুর্য কি নিঃশেষ হয়ে যাবে একদিন,
ওগো পৃথিবী, আমার মায়াবী পৃথিবী !"

যখন তোমার আঁধার-দূর-করা প্রদীপ জ্বেলে
আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো ;
যখন তোমার অযুত আঁখির উজ্জ্বল হাসির ছটায়
আমাকে আদর করো ;
আমার শুভ কামনায় যখন তোমার গ্রহ-প্রদীপের
মংগল আলোকে আমায় বরণ করো ;
তখনই বেদনায় কাতর হয়ে ওঠে আমার প্রাণ—
"তোমার এই মংগল আলোক কি নিষ্প্রভ হয়ে যাবে একদিন,
ওগো পৃথিবী, আমার আলোকসম্ভবা পৃথিবী !"

হে পৃথিবী, মোহিনী সুন্দরী পৃথিবী
তখন তুমি কি আমার কানে কানে একথাই বল না—
"এমন কী আছে আমাতে যা তোমার কাছ থেকে পাইনি
হে স্বয়ংপূর্ণ অনির্বাণ প্রাণ !"

অসীমকৃষ্ণ দত্ত

তেলেগু

সুব্বারাও পানিগ্রাহী

কমিউনিস্ট আমরা

কমিউনিষ্ট আমরা, আমরা কমিউনিষ্ট
খেটে খায় যারা আমরা তাদের আমরা কমিউনিষ্ট।
মানো বা না মানো মত আমাদের
আমরা রব সে ইষ্ট।

ন্যায়ের পতাকা তুলেছি আমরা অন্যায়েরই যম
বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে লক্ষ্যে চলেছি জোর কদম।
মোদের ঝাণ্ডা লালে লাল খুনে মেহনতি জনতার
দুচোখে স্বপ্ন শত শহীদের চলেছি দুর্নিবার।

আমাদের ভাবে আমরা ভাবুক তোমাদের ভাব মানি না।
ঘুষ খেয়ে মোরা নোয়াইনা মাথা নিজেরে ঠকাতে জানি না
জনতারে নিয়ে চলেছি এগিয়ে লক্ষ্য করিব জয়
সমাজেরে মোরা ভাঙিয়া গড়িব নির্মম নির্ভয়।

হাত দিয়ে বল সূর্যের আলো রুধিতে পারে কি কেউ ?
আমাদের মেরে ঠেকানো কি যায় জনজোয়ারের ঢেউ ?

তোমাদের মত আমরা টাকার বাজারে করিনা বেসাতি
নির্ভীক মোরা পীড়নের ভয়ে হব না শোধনবাদী
থাকবো না মোরা নিজেদের জেলা নিজেদের জাতি নিয়ে
সারা দুনিয়ার মজদুরে মোরা বাঁধিব ঐক্য দিয়ে।

বোব্বানা বিশ্বনাথম

চেরাবণ্ডারাজু :
আমার দুর্গতি কি পাথরকে জানাবো

মজুরির জন্যে বিদ্রোহ জানালেই
সে হয় নকশাল
তাকে হত্যা করা হয়।
আমি কি আমার দুর্গতি পাথরে লুকিয়ে রাখবো
কিংবা আমি নিজেই পাথর হয়ে যাব ?
তারা প্রচার করে বিদ্যালয়ে
জীবন হবে উন্নততর ;
ছেলেরা বিদ্যালয়ে গেলে
কে আমাদের আহার দেবে ?
আমি কি আমার দুর্গতি পাথরের কাছে জানাবো
কিংবা আমি নিজেই পাথর হয়ে যাব ?
গোটা পরিবার
হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও
অহোরাত্র আমানির অভাব ;
আমি কি আমার দুর্গতি পাথরের কাছে জানাবো
কিংবা আমি নিজেই পাথর হয়ে যাব ?
ওরা বলে ঋণ করা অন্যায়
ঋণ ক্ষতিকর ;
কিন্তু আমরা ঋণগ্রস্ত না হলে
সূর্য উঠবে না।
আমি কি আমার দুর্গতি পাথরের কাছে জানাবো
কিংবা আমি নিজেই পাথর হয়ে যাব ?
বর্ষা এলে
আমাদের বাড়ি পুকুর হয়
আমাদের শয্যায়
জোটে সাপ আর ব্যাঙ ;
আমি কি আমার দুর্গতি পাথরের কাছে জানাবো
কিংবা আমি নিজেই পাথর হয়ে যাব ?

মি. আ.

সিদ্ধি

আজিজ
দুটি গজল

১. অনেক দিন ত' পেরিয়ে গেল পেলাম স্বাধীনতা
বস্তু ক্রমেই উঠছে জমে ফসল পেলাম না
পণ্ডিতেরা হাঁকছে সবাই এই ত' প্রগতি
ভাবছি মনে প্রগতি কি ধ্বংসের যোগ ফল !

২. শতেক শীতে কুঁকড়ে যাওয়া লুণ্ঠিতা মা আমার
এই মাটিতে আবার আমি বাগান সাজাব
জলসেচে নয় গো এবার বুকের রক্ত সেঁচে
রঙবেরঙের ফুল ফোটাব আনব বসন্ত ।

অসীমকৃষ্ণ দত্ত

আসাম

নীলমণি ফ্‌কনের কবিতা

দু খানা দরজাই খুলে রাখ্‌
গৌরীনাথ আসবে

দুটি পাত্রে সাজিয়ে রাখ্‌
হল্‌দ মাখা মাংস
দু চোখে জ্বালিয়ে রাখ্‌
সাত পুরুষের চোখের জল

গৌরীনাথ আসবে
তোর রক্তে তার হাত
ডুবিয়ে নিতে দিবি
রক্তের স্বাদ তেতো না লোণা
তুই তাকে চেখে দেখতে দিবি
তোর পেটের ভেতর উঁকি দেয় কে
কাঁদে কে শুনবি

অমাবস্যা রাতে কামাখ্যায় উঠে
চিৎকার করবি
মাটি ফাটবে
জল উথ্‌লে পাথর ফাটবে
চৌকাঠে শুনবি ওদের পদধ্বনি

মুচড়ে দিবি তোর হাতের
হাতি দাঁতের হাত
বিশাল বলির কাঠগড়ায়
নীল হয়ে বেরোবে পাহাড়
কসাইর আঙুলে শুকনো রক্তের মতো
শুকোবে তার কালো নিঃশ্বাস

মা তুই রক্ত রাঙা মাঠের ওপর
উলঙ্গ হয়ে নাচবি
নাচবি পৃথিবীর নৃত্য
    বৃষ্টি আসবে
    উত্তর থেকে
    দক্ষিণ থেকে
    পূর্ব থেকে
    পশ্চিম থেকে
    বৃষ্টি আসবে

দু খানা দরজাই খুলে রাখ্‌
গৌরীনাথ আসবে
রাজা গৌরীনাথ।

হ. গু.

নবকান্ত বরুয়া

দিল্লী হনুজ্‌ দূর অস্ত্‌

দিল্লীর সন্ধান চলে কালে কালে সভ্যতার
উত্থানে পতনে। তথাপি প্রচ্ছন্ন সেই
নগরীর আত্মা। দিল্লী বহুদূর।

অন্ধকার ইন্দ্রপ্রস্থ।
পাণ্ডবের শেষ যাত্রা আজ সমুদ্যত

কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের কালবৃক্ষের অঙ্কুর উদ্‌গত।
জীর্ণতার অভিশাপ লেখা হয় রক্ত আখরে—
আসে শক আসে হূন দুঃস্বপ্নের মতো
ইতিহাস গতিপথ সরীসৃপ কুটীল নিষ্ঠুর
ইন্দ্রপ্রস্থ ধ্বংস হয়। দিল্লী কোথায় ?
দিল্লী অনেক দূর।

মুছে যায় রক্ত লেখা। কালো হয় ইতিহাসের পাতা
আবার পাঠান আসে, আসে মোগল আর
তাতারের দল। দিল্লীর সন্ধান চলে।
রক্তদূর্গ জেগে ওঠে।

গান্ধার পারস্য আর হিন্দুস্থান এই ত্রিধারার
গজায় নগর [কুরুক্ষেত্র কেঁপে ওঠে কাঁপে তার
বিষবৃক্ষ পুলক চঞ্চল !]
দিল্লী কোথায় ? দিল্লী কত দূর ?

বণিক ইংরাজ আসে। এই মহাভারতের
রন্ধ্রে রন্ধ্রে জটিল গ্রন্থির পাক
মৃত্যু আর ক্লিষ্ট জীবিকার।
রাজ্য আর বাণিজ্যের প্রয়াগ তীর্থে
গড়ে ওঠে কুবেরের ধনভাণ্ডার
দিল্লী কোথায় ? দিল্লী বহুদূর।
কাল জটায়ুর ছিন্ন ভিন্ন করার আশ্বাস
কালজয়ী অশোকের চক্র।
দিল্লী তথাপি দূর। দিল্লী আর ইতিহাস
দূয়ের আত্মায়
দুদিন তামাসা করে হেসে হেসে চলে যায়
পড়ে থাকে মৃতকল্প নগরীর ভগ্নস্তূপ
আর থাকে মানুষের শোণিত স্বাক্ষর।
দিল্লী ? দিল্লী বহুদূর।
দিল্লীর সন্ধান চলে কালে কালে সভ্যতার
উত্থানে পতনে। তথাপি প্রচ্ছন্ন সেই
নগরীর আত্মা। দিল্লী যে আজ ও দূর
? —'দূর অস্ত্'।

ছ. গু.

রবীন্দ্র সরকার

নবজন্ম

আমাকে আবার নবজন্ম দে মা,
সময়ের গর্ভে
রণসাজে বেরিয়ে যাওয়া সেই ছেলেগুলো
আর ঘরে ফিরে আসেনি।
নিচ্ছ্বপ নিস্তব্ধ রাত
হুহু বাতাসের শব্দে শুনি ওদের
কণ্ঠস্বর—রক্তমাখা কিছু শব্দ
আমার বুকে খোঁচায়
মনে পড়ায় রক্তাক্ত স্মৃতি।
গান গাওয়া সেই পাখীগুলো কোথায় গেল
আকাশ আজো এখানে বন্দী
বাতাস আজো এখানে বন্দী
এই বিশাল পৃথিবীতেও শ্বাস নিতে পারিনা
দাঁত নখগুলো দিনে দিনে যেন
আরো তীক্ষ্ণ হচ্ছে,
লোহার কঠিন দুটো হাত দিয়ে চেপে ধরে কণ্ঠনালী
স্বাধীনতার প্রতি পদক্ষেপে
বেজে ওঠে পায়ের শেকল :
আমার হাতদুটো এগিয়ে দাও
মুঠিগুলো ধীরে ধীরে শক্ত হোক
শরীরে সঞ্চালিত হোক রক্তস্রোত
বাগানের ফুলগুলো ফুল হয়ে ফুটুক।
আমাকে আবার নবজন্ম দে মা
স্বদেশের মাটিতে
একবার সবল যুবকের মতো সেই পদক্ষেপ।

কি. ভ.

নীলিমকুমার

রাজা আসছেন

ঢোল বাজে কোথায়
রতনপুরে
রতনপুরে
টাকডুমাডুম রাজা আসছেন

সভা হবে আসুন বেরিয়ে হে বেরিয়ে আসুন

হৈচৈ হচ্ছে রাজারানী আসছে
হেলছে দুলছে রাজার নৌকো

জল কত বেড়েছে
গলা অবধি
…'মাগো ভেসে আসছে সাপ'

মানুষ মরছে
ছিঃ ছিঃ কোন পথে এলাম
সূর্য ঢেকে আকাশে কি উড়ছে সেগুলো
শকুন

সেই উলঙ্গ মানুষেরা কি করছে ওখানে
ভাওনা *
খুব মজা লাগছে, চল গিয়ে দেখি
…হায় হায় দুরাচার তোকে বধি…

হৈচৈ হচ্ছে রাজরানী আসছে
ডুবে থাকা কুড়েঘরগুলো গলা তুলে চাইছে
হেলছে দুলছে রাজার নৌকো।

কি. ভ.

পুণ্ডরীকাক্ষ ভারালী

পুণ্ডরীকাক্ষ ভারালী

সে আমাকে
শরীরের ক্ষতস্থানগুলো বার ক'রে দেখিয়েছিলো
বেত দিয়ে
তাকে চিরদিনেব জন্য
অক্ষম ক'রে দেওয়া হয়েছিলো
কাবণ সে ছিলো গভীর ভাবে
মানবতাবাদী ,
কারণ অত্যাচাবীদেব
ঘৃণা করেছিলো সে ,
আব বাজাব মুখের ওপব থুথু ফেলেছিলো
স্পার্টাকাসের মতো ।

শু মৈ.

মুহম্মদ ইকবাল

ঈশ্বর

একই মাটিতে জলে আমি বানালাম বিশ্ব,
তুমি ভিন্ন ক'রে নাম দিলে ইরান, তাতার দেশ, জাঞ্জিবার ;
মৃত্তিকার অনুকণা দিয়ে আমি বানালাম লৌহ
তুমি তাই দিয়ে তৈরী করেছ যত তরোয়াল, তীর আর বন্দুক।
বাগানের গাছ কাটবার জন্যে তুমি বানালে কুড়োল,
আর যে পাখি গান করে তার জন্যে খাঁচা।

মেহদে আলি খাঁ

বেহশ্‌তে উঁকি

আমি আর শয়তান
সেদিন সন্ধ্যে বেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে
বেহেশ্‌তের দেয়ালের ওপর চড়ে বসে
চেয়েছিলাম   এক   দৃষ্টিতে
বেহেশ্‌তের পানে।
দেখি,
শুভ্র দুধের একটা শীর্ণা ঝর্ণা বইছে
মৃদু বাতাসের সঙ্গে তাল রেখে।
তার পাশে—মস্ত বড়ো একটা
হুজমী-গাছের নিচে
বিশাল একটা হালুয়ার ঢিপির ওপর বসে
এক মৌলানা
(দাড়ি তার বাতাসে দুলছে)—
ঝিমুচ্ছেন।

মুনীর চৌধুরী

মুণ্ডা আদিবাসীদের দাহ-সঙ্গীত

গঙ্গার মাঝখানে, সাগরের মধ্যিখানে
বারোজন গোঁসাই ব'সে আছেন।
গঙ্গার মাঝখানে, সমুদ্রের মধ্যিখানে
বাইশজন বামুনঠাকুর যজ্ঞি করছেন।

বারোজন গোঁসাই ব'সে আছেন
ও মিতেনী, বলনা বে তাঁরা কী করছেন ?
বাইশজন বামুনঠাকুর যজ্ঞি করছেন
ও মিতেনী, এতক্ষণ ধরে ওরা কী করছেন ?

ও আমার সোনা ! তারা কি তোকে জানায়নি ?
ওরা তোর মনের মানুষের কানে 'হরিবোল' মন্ত্র বলছে।
ও আমার মণি ! তারা কি তোকে কিছুই বলে নি ?
ওরা তোর মনের মানুষের কানে 'রামনাম' শোনাচ্ছে।

বী চ.

মুণ্ডারী

কাণ্ডে মুণ্ডা
বিশ্ব নিয়তি

(১)

এমনই বিশ্ব নিয়তি—
সূর্যোদয় সদা পূর্বেই হয়।
পশ্চিম গগনে উদিত
নতুন চাঁদও দেখি সব সময়।

যদি চাই সূর্যের জ্যোৎস্না
এটা বিশ্ব স্বীকার করবে না
আর যদি চাই চাঁদের উষ্ণতা
এ আশাও পূর্ণ হবে না !!

(২)

যদি আমরা চাই স্বর্ণসরসী
এটা একটা আন্তরিক কলরব।
যদি চাই বিনামেঘে বৃষ্টি
তবে সেটাও হবে অসম্ভব।
যদি পাথরে কুয়ো খুঁড়ি
হবে আমাদের আশা ক্ষীণ।
যদি বন-পর্বতে খুঁজি মীন
বিশ্ব বলবে এরা বুদ্ধিহীন ।।

(৩)

সাধু যদি বলে সাধুদের একটা সংসার হ'বে।
হাল-বলদ সব ছাড়ো কিসান।
এটায় কি আছে জীবনের মান।
যদি কুড়ুল দিয়ে ক্ষৌরকর্ম করি
আর যদি চাই ক্ষুর দিয়ে কাঠ কাটতে
বিশ্ব বলবে এটা নয়—বিশ্ব নিয়তি সেটা নয়।

বিশ্বের সিংহাসনে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে
মানুষের মাথা থেকে আজ—
অভাব বোধকে সরাতে হবে।
বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে—
নূতন গান দিতে হবে।
লেখক কবিদেরই
এই দায়িত্ব নিতে হবে ।।

গা. মু

রামদয়াল মুণ্ডা

সূর্যোদয়

পর পর কয়েকটি নিরন্ন উপবাসী রাতের পর
সূর্য উঠলো, সূর্যকে
ক্ষুধার্ত মুমূর্ষু মানুষ ঈশ্বর বা দেবতা মনে না করে
রুটি ভেবে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

খালি পেটে শুয়ে থাকা মানুষের চোখে
প্রভাতীসঙ্গীত স্বপ্নের জবা ফুল ফুটালো।

মো. মো গ

রথ যাত্রা

কাদায় পিচ্ছল পথ, সে কাদায় যেতে যেতে রথ
চাকা ডুবে হলো কাত্—দারুণ সংঘাত।
এসো বন্ধু, এইবার ভেঙে সব বাধার পর্বত
এ রথ তুলতে আজ তুমিই আসল জগন্নাথ।

মো. মো. গ.

সাঁওতালি

১. মাটির কোলে ভালবাসার বাগান,
পুঁতেছিলাম ভালোবাসার সুন্দর ফুল ;
কাদের এই খারাপ শয়তানটা,
কে এর ডগা কেটে নিল ?

২ গহিন বনে আমাকে ফেলে যেওনা,
তুমি কি আমাকে দেখ নাই ?
আমি জ্বলে উঠি আগুনের মত,
গলে যাই জলের মত।

৩. উপর পাহাড়ে ফুটেছে শাল ফুল,
আমাদের আঙিনায় ডালিম ফল।
শাল ফুল গুঁজবো খোঁপায়
ডালিম দুটো দেবো মনের-মানুষকে।

৪. নদীর ঘাটে যাবো না
কদম তলায় যাবো না।
নদীর ঘাট পিছল,
কদম তলায় কাল কেউটে।

৫. ধানকলের বাবুরা ধনী লোক,
টিপসই নিয়ে টাকা দেয়,
চাতালের রোদে শরীর ভেসে যায় ঘামে
ধানকলের বাবুরা ধনী লোক,
রাতের বেলা ইজ্জত নষ্ট করে।

৬ ধান কলে কাজ কর না,
কলের চাকা আঁচল চেপে ধরবে।

৭. সহরে বাজারে
হুঁসিয়ার হয়ে চলিস সই,
রাস্তায় গলিতে অনেক চালাক শেয়াল আছে,
অনেক মর্দা কুকুর আছে ওৎ পেতে।

৮. কত কিছু দেবে বলে
সহরে নিয়ে গেলে আমাকে।
আজকে আমায় মারছো—
ঘরের রাস্তা বন্ধ করে।

৯. দিদি, হাসিস্ না,
দিদি, কথা বলিস্ না
সাহেবের ছেলে ইংরেজিতে কথা বলছে।
দিদি, হাসিস্ না
দিদি, কথা বলিস্ না,
সাহেবের ছেলে আমাদের বিচার করছে।

১০. পরের মা বাবা খুব হুঁসিয়ার,
নিজের ছেলের জন্য ধনীলোকের ঘর খোঁজে ;
আমার মা বাপ কিছুই জানে না,
বিয়ে দিল গরীবের ঘরে,
কিছু ভাতের সঙ্গে ফ্যান মিশিয়ে পাতার ঠোঙায়
পাতায় চামচেতে খেয়ে
ঘরের পিছনে ঘুরি,
চোখের জল কেউ টের পায় না।

সো. অ.

সং শ্রীরাণী তামসোয়

জমাট কালো অন্ধকারে
অরণ্যে আর দূর পাহাড়ে
জোনাকিরা দীপ জ্বেলেছে
ঝিলমিল ঝিলমিল—
সেই আলোকের ফুলঝুরিতে
আনন্দ আজ জাগছে চিতে
থমকে দাঁড়াই—চমকে ওঠে
নীল আকাশের নীল।
লতায় পাতায় গাছের শাখায়
আলোর ফোঁটা কে ঐ মাখায় ?
কে আর হবে ? নীল জোনাকি
প্রদীপ নিয়ে যায়—
হাওয়ায় হাওয়ায় নেভে না তা
গাইছে যেন বিজয় গাঁথা
স্বর্গ যেন ধূলায় নামে
আলোর সুষমায়।
মনের ভেতর দেহের শিরায়
খুশির লহর ঢেউ তুলে যায়
শীতের রাতে প্রদীপ হাতে
ভয় বা কাঁপন নেই।
দীপ জ্বেলেছে আরতি কার ?
কোন্ দেশে তার এই অভিসার ?
নিঝুম রাতে একলা যেতে
হারায় না যে সেই।
জমাট কালো অন্ধকারে
অরণ্যে আর নীল পাহাড়ে
গাছের শাখায় সবুজ পাতায়
দীপ জ্বেলে যায় কে ?
দিব্য দ্যুতি ঠিকরে পড়ে
পান্না হীরে মুক্তা ঝরে
লক্ষ আলোর বেল কুঁড়ি আজ
কুড়িয়ে তোরা নে।

চমক দিয়ে নীল জোনাকি
চমকে দিলো সকল ফাঁকি
নিঝুম রাতে একলা ভাবি
জীবন ভরা ভুল
চলতি পথের অন্ধকারে
থমকে দাঁড়াই বন পাহাড়ে
এগিয়ে যেতে হাত পেতে চাই
একটি আলোর ফুল।

মো. মো. গ.

ছত্রিশগড়ি

রঞ্জিত ছাবড়া

দেশ জ্বলছে

দাল্লি-রাজহারার গুলিচালানোর ঘটনায় হতভম্ব হোয়োনা
বন্ধু আমার
নিজের চোখের জলের সরুরেখা
দেশের সকল প্রান্তে বয়ে যেতে দাও
সেই সব জায়গায় যেখানে
তুমি নেই।
তাকে ছড়িয়ে যেতে দাও যাতে
শহীদের পথ অনুসরণ করতে পারে সকলেই
সেই জন্যে তুমি
নিজের ভালোবাসা
ছড়িয়ে দাও সেখানে
যেখানে মেহনতি মানুষ কাটে পাথুরে মাটি, পাহাড়ের গর্ভ থেকে
তুলে আনে লোহা
লোহা
যা থেকে তৈরী হয় সিপাইয়ের বুটের নাল
তুমি বানাও
আর ছুঁচলো গুলি তুমি বানাও।

স্বাধীন দাস
সত্যেন বন্দ্যোঃ

যুবতী ॥ হলুদ আহা হলুদ দিয়ে কি করবি তুই, ছেলে
দেনাপাওনা হয়নি লেখাজোকা
বিয়ের কথা হয়নি যে তোর পাকা
কি করবি সাত-গাঁঠরি হলুদ পেলে ?

যুবক ॥ তোরই সাথে দেনা-পাওনা আমার
তোরই সাথে আমার পাকা কথা— ।

যুবতী ॥ বুক ফেটে তুই মর
চোখ ফেটে তুই মর
ছেলে, আমি না তোর বোনের মতন
তুই কি হবি বর ?
করলে বিয়ে পুড়বে কপাল, পুড়াব তোর ঘর ।

যুবক ॥ ফাটবে না এই বুক
চোখও ফাটবে না
তুই-ই আমার মনের মতন তোকে পেলেই সুখ ॥

সা. চ.

২.
ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে কাঁদে মা
পর হয়ে যাই আদরিণী কন্যা

দুয়ারে দাঁড়িয়ে কাঁদছে বাপ আমার
ভালোমন্দ রেঁধে কে তাকে খাওয়াবে আর

দুয়ারে দাঁড়িয়ে কাঁদছে সোদর ভাই
মন খুন করে আমি পর হয়ে যাই

ঘরের ভিতরে বৌদি আমার কাঁদে
খুনসুটি আর করবে বা কার সাথে

সবার কান্না যেমন তেমন
মায়ের কান্না নদী
হায় মাগো, নদী বয়ে চলে নিরবধি ॥

সা. চ.

সোনালী পাহাড়

১. সোনার পাহাড়ে রেখে যাবো সোনার কথাকলি
সোনার পাহাড়ে রেখে যাবো এ জীবন, সকলি।
সোনার পাহাড়ে গা'বে সোনার পাখী তার গান,
সে গানে বানিয়ে সুখ হাসিবে জীবন ও প্রাণ।
সোনার পাহাড়ে হবে সোনালী মেঘের খেলা,
সোনালী আকাশ জুড়ে রুপালী চাঁদ ও তারা।
সকলি মিশবে যদি রুপালী জোছনায়,
যেদিন ফিরিবে সুখ আমার আঙিনায়।

সুগত চাকমা

২. তোরে

তোকে আমি কোথায় পাবো
আমি তোকে পাবো কোথায়
কোথায় পাবো তোকে আমি
পাবো কোথায় আমি তোকে ॥

ওঁরাও গান

১. ছেলেটা সেথায় লাঙ্গল চালায়, লাঙ্গল,—
পাথুরে জমিনে তিন পাহাড়ের গায়
মেয়েটা তখন সেইখানে কুঁয়োতলায়
জমিনে ঢালছে জল।
আহা, কাঠ-ফাটা ওই পাথুরে মাটিতে নামলো নদীর ঢল।

মাথার ওপর সূর্য যখন শালবনে পড়ে হেলে,
কাজ শেষ হ'লো, ঘরে ফেরবার পালা।
ছেলেটা ধ'রলো বাঁশী, মেয়েটা মেলায় গলা।
ওহো, সূর্য কখন পাহাড়ে লুকালো, চাঁদ ওঠে একথালা।

আকাশের গায় পূর্ণিমা-চাঁদ ধবধবে সাদা ভাত,
ক্লান্ত ওদের ক্ষিধের শরীর, গান থেমে যায়, ওরা
আকাশে বাড়ায় হাত।
ওই থালাভরা চাঁদে ক্ষিধে ভোলানোর
ভালোবাসার কি স্বাদ !!

২. ইটের পর ইট গেঁথে তুলি,
আমি কামিন আর তুমি তখন কুলি।
যখন এলাম ইষ্টিশনে,
ঠোঙাভরা মিঠাই কিনে দিলে,—
তুমি নতুন বর,
আমি সদ্য বিয়ের কনে ॥

৩. বন্ধ্যা জমিন পাহাড় পেরিয়ে
চল্ যাই চল্ রাঁচি,
আহা, সেইখানে গিয়ে বাঁচি।

গতর খাটিয়ে পেটভরা ভাতে
বাবুদের ভালোবাসা,
ও-যে, উপোসী শরীরে
মনের মানুষ ভাতারের চেয়ে খাসা ॥

শ.প্র.চ

নাগপুরী

বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কেশরী

আর কতদিন

আর কতদিন আমরা দেখবো
মানচিত্রে—
ইংলণ্ড আমেরিকা নিউইয়র্ক
লণ্ডন মস্কো।

আর কদিন ইস্তুক পড়বো আমরা পুস্তকে
স্বাধীনতা সাম্য বন্ধুত্বের পাঠ।
সংখ্যার চিৎকারে আর কদ্দিন—
আমাদের পেট ভরবে
উন্নত হবে জীবনের মান ?

এমন কিছু দাদা করে যান
যা আমরা সবাই
করে যেতে পারি প্রত্যক্ষ!
এমন আশা কি করবো ?
তবে,
আর কেন তক্কো!

[illegible]

মণিপুরী

রাজকুমার মধুবীর সিংহ
অন্ধকারে তাকাও

অন্ধকারে তাকাও
লক্ষ করো ভালো করে
খুব ভাল করে
হ্যাঁ, তুমি দেখতে পাবে
দিগন্তে প্রসারিত এক পুষ্প সমারোহ
ছন্দময় কোমল হাওয়ায়
নানা রঙের ফুল
মাথা দোলাচ্ছে আর নাচছে
তুমি দেখতে পাবে নিশ্চিত
যদি তুমি একজন প্রকৃতি-প্রেমিক হও।

অন্ধকারে তাকাও
তুমি দেখতে পাবে
শত্রু শিবির থেকে পলাতক যীশু

ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার থেকে বাঁচতে
প্রাণপণ দৌড়াচ্ছেন
এবং এক ঝাঁক মাছিতে ঢাকা শ্রীকৃষ্ণ
নিঃস্বের মত মরে পড়ে আছেন রেল-প্ল্যাটফর্মে
হ্যাঁ, তুমি দেখবেই
যদি একজন অজ্ঞেয়বাদী হও।

অন্ধকারে সইয়ে নাও
তুমি দেখতে পাবে
মহানগরীর পথে পথে
অগুণতি গাড়ি ছুটোছুটি করছে
এমনকি পথচারীদের কথা এবং হাসিও শুনতে পাবে
রঙমাখা মহিলারা বাইজেনটিন হোটেলগুলোতে
জাজ সংগীতের তালে তালে নাচছে গাইছে দেখে
নিশ্চয়ই তুমি আর পা বাড়াবে না
হ্যাঁ, ফুলবাবু হলে তুমি
এসব দেখতে ও শুনতে পাবেই।

আমি অন্ধকারে তাকাই
এবং দেখি
এক বিরাট নগরীর ধ্বংসাবশেষ
কোথাও একটা প্রাণের স্পন্দন নেই
আকাশচুম্বী বাড়ীগুলো
কাল যেগুলো নীল ছুঁয়েছিল
এখন সেখান থেকে
হাজারো টুকুরো নোঙরা পলেস্তরা খসে পড়ছে
আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

আমি দেখছি
কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে পড়েছে
আদালতগুলো পরিত্যক্ত
লোকসভা জনবিহীন
এবং স্ট্যাচুগুলো, সৌধগুলো ভেঙে পড়ছে
আমি দেখতে পাচ্ছি
সব ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে সামনে
এক ধুলোর সাগরের মত।

স. কৃ. দা.

সোগইজম্, ব্রজেশ্বর সিংহ

আলোর অভাব

অদূরে হাইকোর্টের গম্বুজে
 উড়ছে আমাদের ধ্বজা
ঘরের ভিতর বিছানো শয্যাগুলি
 এলোমেলো

হেপিলজের চারতলার সেই দৃশ্যপটে
 বাঁধানো সিঁড়ির অন্ধকার পথে
এক বিবসনা আমার হাত ধরে বলল
 চল যাই

সাথে সাথে ঘরের ভিতর এলোমেলো
 শয্যাগুলি নেচে উঠল

নেমে যাই একটু
 নেমে দেখি
 গলাকাটা সবুজ ঘাসেরা
আকাশের দিকে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে
বুকে একটা হাত রেখে
 অন্যহাতে ইংগিত করছে মৃত্যুর কারণ

বড় অন্ধকার
 স্টেশনের এই চত্বর
 লাইনের এই ধারে কাটা লাশ
 গুডস ট্রেনগুলো অবিরাম
 স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে
ও পাশে যাত্রীরা টিকিট কাটছে
 আর ট্রেনের ভিতরে বসে
 ভাবছে
 প্রিয়জনের কথা

হঠাৎ কোন এক রহস্যের ইংগিতে
 নিভে গেল ট্রেনের সমস্ত আলো
ছিন্ন ভিন্ন শব্দের টুকরো টুকরো কান্না

কারা যেন বলছে
বুক নেই
হাত নেই
পা নেই
অন্ধকার ভেদ করে কেবল ভেসে আসছে
একটা ক্ষীণ আওয়াজ
'বি এয়োয়ার অব পিক পকেট'
ধূলিমাখা ট্রেনের ধূসর দেওয়ালে
সেইসব লেখাগুলোও আলোর অভাবে
আর পড়া গেল না।

স. কৃ. দা.

॥ সংযোজনী

জুলিয়াস ফুচিক

জেলখানা : পয়লা মে

'…পয়লা মে-র ভোর।

জেলখানার গম্বুজের ঘড়িতে বাজলো তিনটে। এই প্রথম আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। এখন আমি পূর্ণ সচেতন। খোলা জানালা দিয়ে বিশুদ্ধ হাওয়া আসছে, মেঝেয় পাতা গদির চারদিকে খেলে বেড়াচ্ছে. হাঁ, অনুভব করতে পারছি খড়গুলো লাগছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, আমার দেহের প্রতি জায়গায় যেন হাজার বেদনা জড়িয়ে আছে। হঠাৎ জানালা খুলে দিলে যেমন সব স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি বুঝলাম, আমার অন্তিমকাল এসেছে। আমি মরছি।

অনেক দেরি করে এলে মরণ! এক সময়ে আশা ছিলো বহু বহুদিন পরে তোমার সঙ্গে হবে আমার পরিচয়। স্বাধীন মানুষ হয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম। কত কাজ করতেও তো চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম ভালোবাসতে। ভেবেছিলাম ঘুরে বেড়াবো পৃথিবীতে, আনন্দে গান গাইবো। তখন আমি পূর্ণ বয়স্ক, দেহে ছিলো অমিত শক্তি। আর তো শক্তি নেই। উবে যাচ্ছে।

জীবনকে আমি ভালোবেসেছিলাম, তারই সৌন্দর্যের সন্ধানে আমি নেমেছিলাম সংগ্রামে। তোমাদের ভালোবেসেছি, হে জনগণ! যখন তোমরা ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছো, খুশি হয়েছি। যখন আমাকে ভুল বুঝেছো, দুঃখও পেয়েছি। যদি কারও ক্ষতি করে থাকি, ক্ষমা কোরো। কাউকে যদি আনন্দ দিয়ে থাকি, ভুলে যেও। আমার নামের সঙ্গে যেন বিষণ্ণতা না জড়িয়ে থাকে। তোমাদের কাছে এই আমার শেষ অনুরোধ। বাবা, মা, বোন আমার গাস্তা আর কমরেডরা—যাদের আমি ভালো-বাসি তাদের কাছে আমার এই অনুরোধ। যদি মনে করো, চোখের জল বিষাদের ম্লান ধুলো ধুয়ে দিতে পারবে, তবে ক্ষণেকের জন্য কেঁদো, কিন্তু দুঃখ করোনা। আমি আনন্দের জন্যই বেঁচেছিলাম, আজ আনন্দের জন্য, মানুষের সুখের জন্য মরছি। আমার কবরের উপর আজ বিষাদের দূতকে ডেকে আনলে তো অবিচারই হবে।

পয়লা মে! এমনি ভোররাত্রে আমরা শহরতলিতে জেগে উঠে তৈরি হতাম। এই মুহূর্তে মস্কোর পথে পথে প্রথম দলটি প্যারেডের জন্য তাদের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে লাখোলাখো মানুষ আজাদীর জন্য লড়ছে শেষ লড়াই, হাজার হাজার প্রাণ দিচ্ছে সংঘর্ষে। তাদের একজন হতে পারার সুখ আছে, হাঁ শেষ লড়াইয়ের একজন সৈনিক।"…

[জুলিয়াস ফুচিক-এর 'ফাঁসীর মঞ্চ থেকে' গ্রন্থের 'মুমূর্ষু' অধ্যায় থেকে নেওয়া।]

পোল্যাণ্ড

রোজা লুক্সেমবার্গ
এপিটাফ

এখানে কবরে লিখে রেখো এই কথাগুলো :
তাঁর সমস্ত শরীরে ছিলো মারের দাগ, পিঠে দাগ ছিলো না মারের ;
আরো কেন চিহ্ন তাঁর শরীরে আঁকলো না ওরা ? তাঁকে
বারবার নির্বাসনে পাঠিয়েছে ওরা ; চিরতরে
নির্বাসিত করেনি কেন যে !—এই দুঃখ বুকে নিয়ে
সে এখানে সমাহিত ঘুমিয়ে রয়েছে ॥

সা. চ.

দঃ আফ্রিকা

বেঞ্জামিন মোলোইস-এর কবিতা

আমি যা তার জন্য আমি গর্বিত।
আমি যা করেছি তারই জন্য আমার অহংকার।
আমার দেশের ওপর আমার
রক্তধারা ছড়িয়ে পড়বে বৃষ্টির মতো।
কারার কুঠরি থেকে ছিট্‌কে
আমি স্বাধীনতার মধ্যে মিলিয়ে যাবো।

একটাই মাত্র জীবন আমার
আমি মুক্তির জন্য দিয়ে গেলাম।

নাসির সর্দার

হাসান নাসের*
জোনাকি

বাছা আমার
আমি তোর নাম জোনাকি রেখে
ভেবেছিলাম
জোনাকি যেমন রাত্রির নিঃঝুম অন্ধকারে
টিমটিম করে জ্বলে
নিজের অস্তিত্বকে
নিজের বাঁচার অদম্য ইচ্ছাকে
জাহির করে।
বিশ্বাস যোগায়
ঠিক তেমনি…
ঠিক তেমনি…
তুই বল,
নামে কী,
আমি তো নিজের স্বপ্নকে
অনুভব করার জন্যে
নিজেকে জানার,
নিজেকে বোঝার জন্যে
তোকে জোনাকি বলে ডাকতাম।

কমলেশ সেন

---

* কমিউনিষ্ট নেতা এবং কবি হাসান নাসেরকে পঞ্চাশ দশকে লাহোর দুর্গে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়।

জেনিনাল জব্বরজাদা

কথোপকথন

রাত্রি তখন মধ্যযাম !

ঘড়ির বকবকানি থামেনি ; নির্জনে
অন্ধকারে শুয়ে
শুনেছি সেই স্বরধ্বনি, একটানা
টিক-টক, টিক-টক, টিক-টক

আমি কি হৃদয়ের শব্দ শুনছি
ধুক-পুক, ধুক-পুক, ধুক-পুক
ঘড়ি বলছে ঃ হৃদয় তুমি ক্ষনিক থামো
তুমি ক্লান্ত,
বিশ্রাম নাও, ঘুমোও
কতদিন একটানা পথ চলেছ একা ;
জীবনবৃত্তের ফাঁপা গহ্বর থেকে
কেঁপে উঠছে গুঞ্জন, হাহাকার

সে কি বেদনার ?
আমাকে বিস্মিত করে
হৃদয়ের শব্দ বাড়ে ক্রমে,
বাজায় দামামা ;
বলে ঃ চক্রাবর্ত কাকে বলে জানো ?
জানো, কত আঘাত এসেছে বারবার
ক্রোধে ক্ষোভে দাউদাউ জলে উঠেছি
কখনো হইনি নতজানু
পরাজয় মানিনি
না কোনো যান্ত্রিক ঘূর্ণনে আমি নেই
চলেছি নিঃশব্দ-আত্মবিভোর
কখনো তাণ্ডব নেচেছি
না, কোনো যান্ত্রিক ঘূর্ণনে আমি নেই
মনে রেখো
যদি তুমি সত্য হতে অবে

আমিও ঘড়িই হতাম
থাকতাম হাতের কব্জিতে
দেওয়ালে, সুদৃশ্য পকেটে
যেমন রয়েছো তুমি…
মনে রেখো
আমি অনিয়ন্ত্রিত
মানুষে……
আমি এজন্য গর্ব বোধ করি।

অভিজিৎ ঘোষ

সলডেন

ম্যাটেজ্ বর
দৃষ্টি

শহর
পৃথিবীর গ্লোবের ওপর একটি শহর।
আর বোমাগুলো
পৃথিবীর গ্লোবের থেকে অনেক ভারী।
সারি সারি বোমা।

স্বপ্নের জয়করা খিলানের মধ্য দিয়ে,
ভেঙে পড়া খিলানে,
পিছু হটছে মানবজাতির পশ্চাদ্‌বাহিনী।
ঘোলা চোখে
আর অন্ধ-পায়ে।

মাথার ওপর
একজন সেনানায়ক
যার মুণ্ডু নেই
আর তার কণ্ঠস্বর:

যে পান করতে চায়
নাও পান করতে পারে
জলের মধ্যে মৃত্যু

যে যেতে চায়
নাও যেতে পারে
বুটির মধ্যে মৃত্যু

যে চিন্তা করতে চায়
নাও চিন্তা করতে পারে
চিন্তার মধ্যে মৃত্যু

যে বাঁচতে চায়
নাও বাঁচতে পারে
জীবনের মধ্যে মৃত্যু

মানবজাতির পশ্চাদবাহিনী
আর তার মাথায়
একজন সেনানায়ক
যার মুণ্ডু নেই

কোথায় চলেছ ?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

জার্মানি

গ্‌ণ্টার গ্রাস

ক্ষমতাহীন

আমরা পড়ছি নাপাম, কল্পনা করছি নাপাম।
যেহেতু কল্পনা করা যায় না নাপাম
আবার পড়ছি নাপাম, যতক্ষণ না
আরও কল্পনা করতে পারছি।
এখন আমরা নাপামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি।

প্রাতঃরাশের পর, সব চুপচাপ,
ফটোতে দেখছি নাপাম কি করতে পারে
আমরা পরস্পরকে দেখাচ্ছি মোটা দাগের ছবি
আর বলছি : এই তুমি নাপাম
ওরা নাপাম দিয়ে এই করছে।

শীঘ্রই পাওয়া যাবে সস্তা ছবির বই
আরও ভালো ভালো ছবি নিয়ে
আরও পরিস্কার দেখা যাবে
নাপাম কি করতে পারে।

আমরা নখ কামড়াচ্ছি আর প্রতিবাদ লিখছি।
কিন্তু কাগজে পড়ছি নাপামের থেকেও খারাপ জিনিষ আছে।
আমরা দ্রুত সেই খারাপ জিনিষের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করছি
আমাদের সোচ্চার প্রতিবাদ যে কোন সময়
মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

ক্লীবত্ব, রবারের মুখোসে নিঃশেষ।
ক্লীবত্ব, ব্যর্থ গানে ভরা।
ক্ষমতাহীন, হাতে নিয়ে গীটার—
কিন্তু খোলা পটে, সুন্দর রচনায়, সুরের
ক্ষমতা গর্জে উঠছে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ফরাসি

গীয়োম আপোলীনেয়ার
যুদ্ধ

লড়াইয়ের কেন্দ্রীয় ধমনী
শ্রুতির মাধ্যমে যোগাযোগ
'শোনা আওয়াজের' দিকে তাক করে গুলি ছোঁড়া হয়
১৯১৫-র তরুণেরা
আর বিদ্যুৎবাহী লোহার তারগুলি
যুদ্ধের বীভৎসতা নিয়ে তাই আর কেঁদোনা
এর আগে আমাদের ছিল কেবল
ভূপৃষ্ঠ আর সমুদ্রপৃষ্ঠ

এর পর আমরা পাবো অতল গহ্বর
ভূগর্ভ আর বিমান চালনার আকাশমার্গ
কর্ণধার
তারপর তারপর
আমরা পাবো সবটুকু আনন্দ
সেই বিজয়ীদের যারা আরাম করে
নারী জুয়া কারখানা ধাতু
আগুন স্ফটিক গতি
কণ্ঠ দৃষ্টি একান্ত স্পর্শ
আর একই সঙ্গে দূর
আরো দূর
এই পৃথিবীর ওপার থেকে আসা স্পর্শের মধ্যে

পুষ্কর দাশগুপ্ত

রেনে শার
ওদের আবার দাও

ওদের মধ্যে যা আর বর্ত্তমান নেই তা আবার ওদের হাতে দাও,
ওরা আবার দেখবে ফসলের দানামঞ্জরীর ভিতরে বন্ধ হচ্ছে
এবং ঘাসের উপর নড়াচড়া করছে।
পতন থেকে উৎসার পর্যন্ত ওদের মুখের বারোমাস ওদের শেখাও,
ওরা ওদের হৃদয়ের শূন্যতাকে লালন করবে আগামী বাসনা পর্যন্ত ;
কেননা কোন কিছুরই ভরাডুবি ঘটেনা, কোন কিছুই ভস্মের
জন্য উন্মুখ হয়না ;
এবং যে দেখতে জানে কেমন করে মাটির পরিণতি হয় ফলে,
সর্বস্বান্ত হ'য়েও কখনো সে বিচলিত হয়না।

অরুণ মিত্র

লিওপোল্ড সেদার সেংগর

সিন-এর রাত্রি

বধূ, আমার কপালের ওপর রাখো তোমার বেদনা দূর করা হাত, পশমের চেয়ে
কোমল তোমার হাত।
ওপরে আন্দোলিত তালগাছগুলি রাতের প্রবল মলয় বাতাসে যারা মর্মর ধ্বনি
তুলছে
ক্বচিৎ। ধাইমা-দের গান পর্যন্ত নেই।
ছন্দোময় স্তব্ধতা আমাদের দোলা দিক।
এসো তার গীত শুনি, এসো শুনি আমাদের নিবিড় রক্তের স্পন্দন,
এসো শুনি
হারিয়ে যাওয়া গ্রামগুলির কুয়াশার ভেতর আফ্রিকার নাড়ীর
গভীর স্পন্দন।
ঐ যে নিথর সমুদ্রের শয্যায় ঢলে পড়ছে শ্রান্ত চাঁদ
ঐ যে ঝিমিয়ে পড়েছে ফেটে পড়া হাসি, কথকরা নিজেও
ঢুলছে মায়ের পিঠে বাচ্চার মত
ঐ যে নাচিয়েদের পা ভারী হয়ে আসছে, ভারী হয়ে আসছে চাপান উৎরান
গাওয়া দুই দল গায়কের জিভ।
এইতো সময় নক্ষত্রের আর রাত্রির, যে রাত্রি ভাবছে
কনুইয়ে ঠেস দিয়ে আছে ঐ মেঘের পাহাড়ে, পরনে দুধসাদা দীর্ঘ কটিবাস,
কুঁড়েঘরগুলির চাল কোমল আলোয় চিক্‌চিক্ করছে, কি এমন গোপনীয় কথা
ওরা বলছে, তারাদের ?
ভেতরে ঝাঁঝালো আর মদির গন্ধে অন্তরঙ্গতার মধ্যে ঘরের অগ্নিকুণ্ড নিভে
যায়।
বধূ, জ্বালিয়ে দাও ঘিয়ের প্রদীপ, পিতৃপুরুষেরা কথা বলুক, বাচ্চারা শুয়ে
পড়লে বাবা-মা যেমন বলে।
এসো এলিসার প্রাচীনদের কণ্ঠস্বর শুনি। নির্বাসিত আমাদের মতো
ওরা মরতে চায় নি, চায় নি ওদের বীর্যের খরস্রোত বালুকার মধ্যে পথ
হারিয়ে ফেলুক।
যেন আমি কান পাতি, ধোঁয়ায় ভরা কুঁড়েঘরের ভেতর যেখানে শুভ আত্মাদের
ছায়ার আনাগোনা
তোমার উষ্ণ স্তনের ওপর আমার মাথা আগুন থেকে বের হওয়া আর ধোঁয়া বোরোতে
থাকা একটা দঙ্-এর মতো
আমি যেন আমাদের মৃতদের গন্ধ নিশ্বাসে টেনে নিতে পারি যেন তাদের জীবন্ত
কণ্ঠস্বর সংগ্রহ করতে আর পুনরায় আবৃত্তি করতে পারি,
যেন ডুবুরিকে ছাড়িয়ে ঘুমের দূর অতলে নেমে যাওয়ার আগে, বাঁচতে শিখি।

পুষ্কর দাশগুপ্ত

মারগিট জেশি

জ্বলন্ত জাহাজ

তোমার স্বর্ণাভ পাল, মাস্তুলের ছড়ানো আঁচল
পুরানো পিপেয় বন্দী তীব্র সুরাসার
দিক্‌দর্শী পাখি
অগ্নিময়—আবেষ্টিত বিপুল কাঠামো
পীড়নমঞ্চের বেদী, আর
উদ্বেল ফেনায় ভেজা তোমার শরীর
এ সবই রেখেছে বেঁধে চিরন্তন নাবিক আমায়
আমি সেনাপতি এই সংগ্রামের—কোথায় পালাবো ?
তোমাকে বিপন্ন ফেলে চলে গেলে সলিল সমাধি
নিশ্চিত মরণ,
তোমাকে জড়িয়ে থাকলে অনিবার্যতায়
জীবনের চিতা-আরোহণ
অথচ কত না কাছে আগামী পৃথিবী
অথচ কত না দূর তবু···

অচিন চক্রবর্তী

স'্যাদর উয়েরস

অন্ধকারে সংলাপ

কূয়োর গভীর থেকে উঠে এসো, প্রিয় শিশু। তোমার মস্তকে জ্বলে চিতা,
দু'বাহু তোমার নদী, দেহমূল বাতাস আর পদদ্বয় পাঁক। তোমায় আমি
বাঁধবো, ভয় পেওনা ঃ আমি তোমায় ভালোবাসি আর
আমার বাঁধনেই তোমার মুক্তি।

তোমার মস্তকে আমি লিখে দেব ঃ 'আমি শক্তিমান, স্থিরচিত্ত, নিরাপদ,
আর গৃহমুখী, সেইসব মানুষের মত যারা রমণী ভোলাতে ভালবাসে।'

তোমার বাহুতে আমি লিখে দেব ঃ 'আমার হাতে প্রচুর সময়,
আমার ব্যস্ততা নেই, আমার সামনে আছে অনন্ত বিশাল।'

তোমার মধ্যদেহে আমি লিখে দেব : 'আমি সর্বকিছুতেই গড়িয়ে যাই
আর সব কিছুই আমার ভিতর গড়িয়ে আসে, আমি খুঁতখুঁতে নই,
কিন্তু কে আছে এমন যে আমার অপবিত্র করতে পারে ?'

তোমার পদদ্বয়ে আমি লিখে দেব : 'আমি অন্ধকারে ডুব দিই আর
আমার হাত খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারের গভীরতা, আমি এত
গভীরে চলে যাই যে তার নিচে আর ডুবতে পারিনা।'

তুমি স্বর্ণে পরিণত হয়েছো, প্রিয় শিশু। নিজেকে পরিবর্তিত করো
অন্ধের জন্য রুটি আর চক্ষুষ্মানদের জন্য তরবারিতে।

উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রিটেন

ইয়ান ক্যাম্পবেল

সূর্য জ্বলছে

সূর্যটা আকাশে জ্বলছে
খণ্ড খণ্ড মেঘ নরম চালে ভাসছে
পার্কে একদল স্বপ্নালু মৌমাছি
গাছের ফাঁকে ফাঁকে ফুলগুলোয় গা বোলাচ্ছে

সূর্য এখন পশ্চিমে
শিশুরা শুয়ে পড়েছে বিশ্রামের জন্য
আর জোড়া জোড়া স্বামী-স্ত্রী পার্কে
হাত ধরাধরি করে
আরও অন্ধকার নেমে আসার অপেক্ষায়
সূর্য এখন পশ্চিমে।

সূর্য এখন নেমে আসছে নিচে
ছেলেমেয়েদের খেলা ছেড়ে ঘরে ফেরার সময়
আর তখনই অনেক ওপরে এগিয়ে এল একটু বিন্দু
একটা ছোট্ট ফুল ফুটে উঠল, কাছেই পড়ল কোথাও।
সূর্য এখন নেমে আসছে নিচে

সূর্য এখন নেমে এসেছে পৃথিবীতে
মৃত্যুর মেঘের কুণ্ডলী পাকিয়ে
চোখ অন্ধ-করা ঝলসানিতে এল মৃত্যু
নারকীয় উত্তাপে, ছাইয়ের পাহাড়ে
যখন সূর্য নেমে এল পৃথিবীতে।

সূর্য এখন অস্ত গেছে
সব অন্ধকার, ক্রোধ, যন্ত্রণা আর ভয়
অবয়বহীন মানুষের স্তূপ
হাঁটু গেড়ে বসে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে
সূর্য এখন অস্ত গেছে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

রাশিয়া

ইলিয়া এরেনবুর্গ

একচল্লিশে সেদিন

রোদে তাতা বীজ বোনা মাঠগুলোর মধ্যে, উন্মাদ
ঘূর্ণির মতো, ট্যাংকগুলো দাপিয়ে চলে গেল—
উজ্জ্বল বাতির মতো জ্বলে উঠল কাঠের বস্তিগুলো,
গ্রামে আজ মানুষ নেই, ঘর ছাড়া, উধাও সবাই।
বাঁধানো পথের ধারে একে একে
ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে টানা গাড়িগুলো—
মর্মন্তুদ সে শব্দ, কানে গেলে, ভোলা যায় না কখনো,
ভোলা যায় না'
ছোট্ট মেয়েটির কচি পা দুটো হারিয়ে গেলে হটাৎ
কেমন ক'রে ঠিক রক্তমাখা কণ্ঠির চেহারা নেয় তারা—
কিংবা, সুন্দর সেই রাস্তাগুলো
কি ভাবে মাটির ঢেলা আর ঘাসের চাপড়ায়
দলা পাকিয়ে যায় হঠাৎ!

কিন্তু শত্রুদের রুখতে
তাদের লোভ আর অমানুষিক হিংস্রতাকে বাধা দিতে
মাঠ আর ক্ষেতগুলোই জেগে উঠেছিল সেদিন,
উঠে দাঁড়িয়েছিল প্রত্যেক বুনো লতা, আগাছার ঝাড়—
ঘাসফুলও কেঁপে উঠেছিল ভয়ংকর ক্রোধে…
শত্রুর ওপর গোলার আঘাত হানতে লাগল গাছগুলি,
ঝোপেরাও রাতারাতি রক্ষী হয়ে গেল।
সাঁকোর খুঁটিগুলি কালো কাঠের মতো
ছড়িয়ে পড়ল হাতে হাতে,
আমাদের পূর্বপুরুষেরা, তাঁদের শবদেহগুলি—
কবর থেকে জেগে উঠে পা মেলালেন সঙ্গীদের কুচকাওয়াজে,
শত্রুদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন বুলেটগুলি।
অমসৃণ উঁচু মেঘের মতো ছেঁড়া পেঁজা শরীর নিয়ে বৃদ্ধেরা যোগ দিলেন সঙ্গীদের সাথে
যোদ্ধারা এগিয়ে চলেছে আঘাত হানতে,
খতম করতে শত্রুদের—
একটাই পণ ঃ
যেন পাথরের বুকে গমের শীষগুলিকে আছাড় দেওয়ার ইচ্ছে।
তাদের সামনে মৃত্যু কিন্তু, তা তীব্র কিংবা ভয়ংকর নয়,
বরং পুরনো শেজ-বাতির আলোর মতোই
সহজ আর স্নিগ্ধ তার দ্যুতি—
সৈনিকের মায়ের মতোই সে আজ শোকাহত,
অমোঘ, নিষ্ঠুর কৃষ্ণাবরণের মতোই নেমে আসতে হয়।
মাটি ক্রমশই উত্তপ্ত হতে লাগল,
মেঝেগুলি কঠিন, রৌদ্রদগ্ধ হচ্ছে ক্রমশ…
সৈন্যরা এগিয়ে চলেছে…এগিয়ে চলেছে…এগিয়ে চলেছে যুদ্ধে
সঙ্গে চলেছে ইউরাল পাহাড়ের কাঁচা লোহার খনি,
সঙ্গে চলেছে গর্জে ওঠা লৌহদীপ্ত ঘোড়াগুলি,
সঙ্গে চলেছে কৃষ্ণবর্ণ ওক গাছের বন,
সঙ্গে চলেছে বাঁকানো প্রাচীন কুঠারগুলিও,
সঙ্গে চলেছে বিষণ্ণ মাঠগুলি, নিজেদের দায় বুঝে নিতে
মহান রাশিয়ার গোটা দেশটাই আজ যুদ্ধে চলেছে।

অনির্বাণ দত্ত

নিকোলাই নেক্রাসভ

লবণ সঙ্গীত

ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক !
সব চেয়ে ছোটো ছেলেটা
কোনো খাদ্যই সে মুখে তুলে দেখবে না,
দেখো, ছেলেটা মারা যাবে।

শক্ত কালো রুটি
এক কামড় খেয়েই
'নুন লাগবে—নুন দাও !'
সে আর ছুঁয়েও দেখে না।
[দেখো ছেলেটা মারা যাবে !]

নুনের এক কণাও নেই
এক চিমটিও নুন কোথাও।
'নুনের বদলে আটা নাও না···'
কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন ঈশ্বর !

আমার ছোট্ট ছেলেটা
গোমড়া মুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে
দু'কামড় কি এক কামড়—তারপর
'আরও নুন লাগবে—!' চীৎকার আর কান্না···

নুনের দানা আসছে, তৈরী হচ্ছে !
রুটি ভিজে যাচ্ছে চোখের জলে,
তাই সে গো-গ্রাসে খেয়ে নেয়।

মা জানালেন তিনি তার
সোনা মণিকে বাঁচাতে পেরেছেন।
রুটিতে নুন কম হয়নি।
চোখের জলে কতো নুন !!

সাগর চক্রবর্তী